

রত্নবেদিকা নাটক ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত ।

কলিকাতা ।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত ।

২১ নম্বর বহুবাজার স্ট্রীট ।

সন ১২৭৯ সাল ।

[মূল্য এক টাকা ।]

বিজ্ঞাপন ।

রত্নবেদিকা আমার সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত, ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিবার বাসনায় ইহাকে লিখিতে আরম্ভ করি নাই।
স্থখ গম্পে ও আমোদে আমোদিত না হইয়া অবকাশ সময়ে এইরূপ
উপস্থাপন কল্পনার সাহায্যে আমোদ প্রাপ্ত হইতাম। আমার কএক
খানি উপস্থাপনের মধ্যে রত্নবেদিকা একখানি।

নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, সুরধ্বনী কাব্য প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীযুক্ত
বাবু রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয় ইহা যত্নের সহিত প্রথম দেখেন/
ও সংশোধন করেন, এবং তৎপরে বিরাট পর্ক, মুদ্রাক্ষরিক, রচনাবলি,
ও শ্রীরামের অরণ্য যাত্রার প্রণেতা সংস্কৃত কালিজের অন্ততম অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত হরিনাথ শ্যামরত্ন মহাশয়, ইহার প্রথম সংশোধন কালে যথেষ্ট
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্তন সংযোজন এবং আত্মো-
পান্ত সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক
কৃতজ্ঞা প্রদান করিতেছি। উক্ত সহদয় বন্ধুদ্বয় এরূপ উৎসাহ দান
ও পরিশ্রমের সহিত সংশোধন না করিলে ইহাকে মুদ্রাক্ষরে সাহস
হইত না। এক্ষণে ইহা জন-সমাজে আদৃত হইলেই আমি কৃতার্থ হই।

সন ১২৭৯ সাল ।

১৫ই আশ্বিন ।

}

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্মা ।

অশেষ গুণালঙ্কৃত—

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রায় দীনবন্ধু মিত্র

বাহাদুর মহাশয় সমীপে নিবেদনঃ ।

মহাশয়—

আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন এবং আমার রত্নবেদিকাকে
ইহার শৈশবাবস্থা হতে স্নেহ পূর্ণ প্রেম চক্ষে দেখিয়া আদিত্যেছেন
এজ্ঞ কণ্ঠটিকে আপনার হস্তে স্থাপন করিলাম অনুগ্রহ পুরস্কার ইহার
প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিলে চরিতার্থ হইব ।

নিতান্ত বশব্দ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্মা ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

গুজর রাজ	রাজা	।	হুই জন চোকিদার...
রুশসেনী	রাজ পুত্র	।	ঐতিহারী
রাজমন্ত্রী			বীররেণু
বিলাসভুক	রাজ সহর	।	হুই জন পণ্ডিত.....
অরিষ্ঠক	রাজ ভৃত্য	।	এক জন নাবিক.....
রাজ পুরোহিত			কোকন রাজ
পাঁচ জন ব্রাহ্মণ			অপরিচিত যুবা.....
তিন জন মাতাল	...			কোকন রাজ সেনানীহর

স্ত্রীগণ।

সুরমা	রানী	।	শুলক্ষণা	প্রতিবেশিনী
কুসুম কলিকা	রাজ পুত্রী		বিজয়া	ঐ
রেশমী	দাসী		রত্নবেদিকা	কোকন রাজ পুত্রী
রোহিনী	মন্ত্রীর স্ত্রী		সুমতি	দাসী

রঙ্গস্থল।

প্রথম রঙ্গস্থল	রাজোত্তানস্থ বিলাস ভবন।
দ্বিতীয় রঙ্গস্থল	রাজান্তঃপুর, মন্ত্রীর ভবন।
তৃতীয় রঙ্গস্থল	} নর্মদা নদীর দক্ষিণ উপকূল। অশোকাটবী নীল গিরি উপবন।
চতুর্থ রঙ্গস্থল	
পঞ্চম রঙ্গস্থল	বিবাহ সভা, রাজ সভা।
ষষ্ঠ রঙ্গস্থল	সুরঙ্গ পথ।
ষষ্ঠ রঙ্গস্থল	কারাগার।

রত্নবেদিকা নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(রাজোদ্যানস্থ বিলাস ভবনের-বহিঃ প্রকোষ্ঠ ।)

গুর্জররাজ-রাজা গজপতি রায়-আসীন ।

গজ । এই যে ক্রমে করসা হয়ে এলো ! পূর্ব দিক, আহা !
কি বা রক্ত বসনে আবৃত হলো ! এই যে বিহগ-কুল
রক্ষ-শাখায় সুস্বরে সুমধুর গীত আরম্ভ করেছে ! ভ্রমর-
কুল গুণ গুণ রবে হাস্য মুখী প্রভাত বিকসিত মোহ-
নীয় কুসুম-লতিকা গুলিকে আলিঙ্গন করে বেড়াচ্ছে !
সরোজিনীর সুবিমল সৌরভে মন কেমন মোহিত হয়ে
উঠলো ! ঐ যে প্রতিবেশীণী রমণীগণ স্নানার্থে স্নান-
বরের দিকে দ্রুতপদে গমন কচ্ছে ! উদ্যান রক্ষক রক্ষ-
গণের পারিপাট্য দর্শন করে বেড়াচ্ছে ! রক্ষ পাল-
কেরা রক্ষ মূলে জল সেচন কতে প্ররত হয়েছে !
আহা ! বাদকগণ কি বা প্রভাতীয় সুললিত তানে
বাদ্য করিতেছে । আ মরি মরি ! পরিমল বীণার

বিমল লহরীতে অন্তর শীতল হচ্ছে ! আজ এই উষা-
কালে উদ্যান মধ্যে এসে, লোচনানন্দ প্রদায়ি ও
শ্রবণ সুখকর বিষয়ের আলাপে অন্তর কতই অনুপম
মধুময় আনন্দ উপভোগ কল্লে ! এই সুসময়ে সেই
অখিল-পিতা, সমূহ-স্বভাব--শোভা-দাতা-বিধাতাকে
মনের সহিত প্রেম-পুষ্প উপহার দিয়া জীবন সার্থক
করি । (নিমীলিত নয়নে ধ্যান) হে সর্বান্তর্গামি সর্বৈ-
শ্বর ! এই প্রশান্ত প্রভাত সময়ে, নাথ ! এক বার
আমার হৃদয় ধামে অধিষ্ঠান কর । হে মঙ্গল-ময়-
করুণা-নিলয় ! হে জীবনাধার বিশ্ব-বিজয়ী-রাজেশ্বর !
এ রমণীয় সময়ে তোমার প্রশান্ত মঙ্গল মূর্তি এ মুঢ়
তনয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর কর ।
হে গতি নাথ ! তোমার ঐ যোগীন্দ্র মনঃ-সেবিত চরণে
প্রীতি-রূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি, নাথ !
গ্রহণ কর । (নয়ন উন্মীলন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি)

যষ্ঠি হস্তে কৃশসেনীর প্রবেশ ।

কৃশসেনী আজ এত প্রতু্যে উঠেছ যে ।

কৃশ । নিশা শেষে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় এ প্রভাত সময়ে
উদ্যানস্থ বিমল সমীর সেবন কন্তে এলাম ।

গজ্ঞ । শরীর ত ভাল আছে ?

কৃশ । কাল রাত্রে কাস্তে কাস্তে একটু রক্ত দেখা দিয়ে-
ছিলো এখন ভাল আছি ।

গজ । আবার রক্ত দেখা দিলে । (দীর্ঘশ্বাস) এখন মল্লিক
বাটিতে কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ কর গে । মল্লিকার গন্ধ অতি
কোমল । শরীরকে অনেক পরিমাণে স্নিগ্ধ করবে ।

রুশ । যাই ।

[কুমারের প্রস্থান ।

গজ । এই প্রভাত সময়ে বন দেবতা অতুল্য পুত্র মুখা-
বলোকন রূপ পুষ্প প্রাপ্ত হয়ে আহ্লাদে নৃত্য কর-
তেছে । এ আহ্লাদ কি চিরস্থায়ী ! (দূরে বিলাস ভূকে
দৃষ্টি করিয়া) এই যে সখা বিলাস ভুরু হাস্তে হাস্তে
এ দিকে আস্চে ন । মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন সফ-
লই হয়ে থাকবেন । এই যে রামেতর নয়ন নৃত্য
করুচে । শুভ সমাচার তার আর কোন সন্দেহ নেই ।

বিলাস ভূকের প্রবেশ ।

একি ! সখা বিলাস ভুরু যে, সব মঙ্গল ত ।

বিলা । মহারাজের জয় হউক, গুর্জর রাজ ! শর্মা যে কর্মে
গেছেন তার আবার মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞেস করেন কি !
সকলি মঙ্গল । শর্মা অসাম্য সাধন করে থাকেন ।

ডোবার সমান জ্ঞান করি রত্নাকরে ।

অন্তরে উয়ের চিপি দেখি মহীধরে ॥

কেশরী বেরাল বাচ্ছা অনুভবি মনে ।

সফল সদাই শর্মা অসাম্য সাধনে ॥

গজ। সখে বিলাস ভুক ! আজ্ তোমার আশ্বাস বাক্যে মনো মীন আনন্দনীরে সন্তরণ কচ্ছে। বিলাস নিতান্ত প্রাস্ত হয়েচ, কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম কর, পরে সকল বিষয় শ্রবণ করুবো।

বিলা। (স্বগত) ইঃ রাজা আজ্ আমার প্রতি বড়ই সদয়, এ বামুন আর মিষ্টি কথায় ভোলে না, দক্ষিণে না নিয়ে আর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে বসি না, কেবল মুখে সদয় হওয়া বড় সহজ, আমিও অমন সদয় হতে পারি, যে কাজ করিচি তা এ রকম হতভাগা বামুন না হলে কি কেউ পারে, অমন কেশো রোগা ছেলের অমন সোণার চাঁদ বোঁ আর কে এনেদেবে বল। আহা ! ছেলে ত নয়, ছেলে দেখলে ছেলেরা বেঁউরে ওঠে। ছেলে যেন কাফির মুলুক আঁধার করে এসেচে। পান খেলে আবার ছেলের রূপ কি বাড়ে ! বোধ হয় যেন এক দিক্ থেকে টিকে ধরে আস্চে !! তা যাই হউক, কাজ গোচাতে হবে।

গজ। সখে ? ওকি ! কি চিন্তা করুচো ?

বিলা। না মহারাজ ! কিছু নয়, তবে তাবচি কি, যে শুধু মুখ রোচক, কথায় আর এ বামুনের পেট ভরে না। নরনাথ ! আর ত শুধু হাত মুখে ওঠে না।

গজ। কেন ! বাঁসনা কি, ভেঙ্গেই বল না।

বিলা। ধর্ম্ম রাজ ! আর ভাঙতে পারি না। সব বোঝা গেছে।

কাজের সময় যাহ্ন ধন।

ভাতের সময় বাঁকা মন ॥

গজ। সে কি সখে! এ প্রকার কথা প্রয়োগ কচ্ছো
যে, এর কারণ কি! কৈ কাজের কোন কথাই ত
কচ্ছো না।

বিলা। আর কইবো কি, একে বারে গুদম জাত।

গজ। সখে! বল কি! কি করে আনুলে। আজ বয়স্ক!
আমার কি আনন্দের দিন! আজ তোমার যত্নে মহা
উদ্বিগ্ন হতে নিষ্কৃতি পেলাম।

বিলা। ধর্ম রাজ! এখন ত নিষ্কৃতি পাবেন। এখন ত আপ-
নার কার্য উদ্ধার হয়েছে আর কিসের ভাবনা। মহা-
রাজ! এ অমুগত ব্রাহ্মণটিকে যা বলে ছিলেন, তাকি
স্মরণ হয়?

গজ। কৈ! বলই না। বেস্, স্মরণ হচ্ছে না।

বিলা। মহারাজ! আর ত স্মরণ হবে না। (দীর্ঘশ্বাস) হায়
রে! তবে আর বাম্বে কপাল বলেচে কেন এত পরি-
শ্রম এত যত্ন লাভের সীমা নেই, শেষে “ঘোল কড়াই
কাণা” মহারাজের আর স্মরণ অবাদি হয় না। (স্বগত)
তুমি ত কোন পুরুষে রাজা নও। এ সামান্য বিষয়ে
রূপণ হওয়া রাজ ধর্ম নয়। (প্রকাশে) কি মহারাজ!
এখনো কি স্মরণ হলো না।

গজ। সখে! অত কথা কেন, যা বলতে হয় বলই না।

বিলা। আর বলবো কি। বলতেও লজ্জা হয়। না বললেও
নয়, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে কি চিরকালটা পাড়ার
মেয়েরা আইবুড়ো বটঠাকুর বলে ডাকবে। এ পোড়া
কপালে কি পোড়া কার্তিক নাম আর মুচবে না।

গজ । আঃ তোমার বিবাহ বই ত নয়, তাত এক প্রকার স্থিরই হয়েছে ।

বিলা । আঃ মহারাজ ! বাঁচলুম কথাটা শুনে শরীর শীতল হলো । মহারাজ ! তাই ত বলি কেমন বংশে জন্ম । বোঁ যে আপনার হবে তার আর কথাই নেই । বৌয়ের মতন বোঁ । রূপে, গুণে, শীলে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ! মা অন্নপূর্ণা ।

গজ । এখন প্রিয় বয়স্ক বল দেখি কি রূপে এ কার্যে সফল হলে ?

বিলা । নরনাথ ! আমার অসাধ্য কি আছে । আমি বাঘের সামনে থেকে শাবক ধরে এনেছি । মহারাজ ! যে কাজ করিচি তাকি মানুষে পারে ।

নরের অসাধ্য কাজ যে কাজ করিচি ।

বেঁধে দেবগণে করে শশাঙ্ক হরেচি ॥

মহারাজ ! বলেন কি ! মনিটি ফণির মাথা হতে চুরি করে এনেচি ।

গজ । সখে ! তোমার পুরুষত্বের সীমা নাই । এখন বল দেখি কি উপায় অবলম্বন করে কৃত কার্য্য হলে ।

বিলা । মহারাজ ! উপায়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন, একে ছাঁয়োড় ধূর্ত—তায় বিয়ের লোভ—তাতে জেতে বামুন—আবার মহারাজের সঙ্গে থাকি, এতে উপায়ের কম, কি বলুন । আমি বিলাস ভুক, কেমন রসিক তাত মহারাজের অগোচর কিছুই নেই ।

গজ । সখে বিলাস ভুক তুমি রসিক তিল-ভাণ্ডেশ্বর, দিন

দিন তোমার রসিকতা বৃদ্ধি হচ্ছে, তোমার মত রসিক পুরুষ ত আর নয়ন গোচর হয় না। এখন কি সে কি হলো বল দেখি শুনি। বেলা অতিরিক্ত হয়ে পড়লো, একটু তৎপর হও।

বিল। মহারাজ ! আপনি গুজ্জর-রাজ-কুল-তিলক, আপনার ন্যায় গুণ গ্রাহী লোক ত চোকে ঠেকে না, তবে মহারাজ ! অত তাড়াতাড়ি কল্লো বলা হবে না।

গজ। সখে ! যে রূপে বলে সম্ভুষ্ট হও সেই রূপেই বল, আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই।

বিল। মহারাজ প্রতিপালিকা সহচারিণী ধাত্রীর দক্ষিণ হাতটা পূর্ণ করে দিতে হয়েছে অম্বনি অম্বনি বিনা ব্যয়ে আর এত বড় কাজ উদ্ধার হয় নি।

গজ। ব্যয় হোগ্ তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই তবে কি না সখে তোমার নাম আজ অবদি কলঙ্কে অঙ্কিত হলো।

বিল। কেন মহারাজ, কি সে !

গজ। তুমি যত রসিক সব বোঝা গেছে, একটা মাগীকে ভোলাতে টাকা দিতে হলো—ছি ! ছি ! ছি ! এখনো চোঁকু চেয়ে কথা কছো কি করে।

বিল। মহারাজ !

ধন কি আমার বস্তু প্রাণ দিতে পারি।

কলঙ্ক সাগরে ডুবি ভুলাবারে নারী ॥

মহারাজ ! এ ফাঁকি দেওয়া নয়। এই কার্যটি সাধন কভে গিয়ে—ধন দিয়েচি—মান হারিয়েচি আর প্রাণটি

দেওয়ারি দকায় ছিল, তবে বাম্‌নে কপাল অনেক কষ্ট
ভোগ কত্তে হবে তাই বেঁচে এয়েচি। (দূরে মন্ত্রিকে দৃষ্টি
করিয়া) মহারাজ ! ঐ আপনার মন্ত্রী ঠাকুর আসূচেন
আর ও কথা কওয়া নয়, মন্ত্রী ত নয় মন্ত্রীটি যেন
আমাদের বিড়াল তপস্বী ।

মন্ত্রীর প্রবেশ ।

গজ । এস অমাত্যবর ! এস কি মনে করে ? অনেক দিনের
পর দেখা ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! অনেক দিন আর কৈ ! কার্যান্তরে গত দুই
দিবস রাজ সাক্ষাৎকারে আসিতে পারি নাই, তজ্জন্য
নিজ গুণে এ অনুগত জনের যে দোষ মার্জনা করি-
বেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই ।

গজ । তবে অমাত্যবর রাজ্যের শুভাশুভ সমাচার কি রূপ ?

মন্ত্রী । মহারাজ ! রোগ প্রপীড়িত দেশসমূহের দুর্বস্থা
মোচনের উপায় অদ্যাবধি কিছুই হইতেছে না । কোন
কোন গ্রাম একে বারে জন-শূন্য হইয়া পড়িতেছে,
রাজ্য রক্ষা তার হইয়া উঠিল কি করা যায়, কোন
উপায় ত দেখি না ।

বিলা । এর কি, আর উপায় আছে, মন্ত্রী মশায় একে বারে
উপায় হীন হয়ে পড়েচেন । (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী মশায়
রাজ্য রক্ষার জন্য অত ভাবেন কেন—যারা বেঁচে
আছে তারাই রাজ্য রক্ষা করবে । রাজ্যের আয় নে

বিষয় । কত প্রকারে আয় বৃদ্ধি হতে পারে । তার
আর ভাবনা কি ।

মন্ত্রী । বয়স্য কি যে বলেন কিছুই বোঝা যায় না, অজ্ঞাত
কারণে কি রূপে এ প্রবল মারী ভয়ের নিরাকরণ হয় ।

বিলা । তোমার কারণও বেরোবে না—যারা মরবার তারা
মরুগু । আর জ্যান্ত প্রজাদের রক্ত শোষণ কর ।

গজ । প্রিয় বয়স্য ! অমাত্যবর ! অলীক বাকু-বিতণ্ডায় ক্ষান্ত
দাও । বেলা অতিশয় হয়ে এলো সূর্য্যের কিরণ
বড়ই প্রচণ্ড বোধ হচ্ছে । শরীরে যেন অগ্নি স্রোত
বহিতে আরম্ভ করিল—শোণিত প্রবাহ উষ্ণ হয়ে,
শিরোদেশে আশ্রয় লতেছে, বাহুবন্ধ-তরু, লতা
গুল্মাদি এবং জীব জন্তু সকলেই আতপ তাপে
তাপিত হয়ে নীরব হতেছে । আর নয়, চল যাই,
কাল সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে ।

বিলা । মহারাজ ! আমারও ক্ষুদ্রে বিষয়টির মীমাংসা হবে ত ।

গজ । হবে বৈ কি ।

বিলা । তবে চলুন ।

গজ । অমাত্যবর এস ।

মন্ত্রী । চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

বহির্ধ্যবনিকা পতন ।

নেপথ্যে মধ্যাহ্ন সূচক বাজ ।

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(রাজোদ্যান ।)

স্বলক্ষণা ও বিজয়ার প্রবেশ ।

বিজ। দিদি ! ভাল মনে পড়লো, কিছু শুনেচিস্ লা ।

স্বল। না বোন্ কেন, কৈ কিছু ত শুনি নি । কি বল্না শুনি

বিজ। কে জানে ভাই ! আজ্ পুরুত্ ঠাকুর বাবার কাছে
বল্ছেলেন-আমি রান্না ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে
শুনলুম—রাজা নাকি কোন দেশ থেকে একটি
পরমা সুন্দরী মেয়ে ধরে এনেচেন ।

স্বল। ওলো ! ঠিক কথা, সে দিন রাণীর সঙ্গে দেখা কত্তে
গিয়ে রাজ বাটিতে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে দেখে
এয়েচি । ওলো বল্বো কি, এমন রূপ ত কখন
দেখি নি, যেন সাক্ষাৎ বিদুলতা, দেখ ভাই রং যেন
ফেটে পড়্চে । তবে ভাই সেইটিই বুঝি এনে থাক্বে ।
রাজা রাজড়ার বাড়ীতে সকল কথা জিজ্ঞেস্ কত্তে
ভয় হয়, তাইতে কোন খবরই পেলুম না ।

বিজ। তুই জানিস্ লা, তারে কেন এনেচে ?

স্বল। অবাক্ কল্লে ! এ আবার কি জান্তে হয় । অমন্
বিদ্যাধরী আর কি জন্যে আনে ।

বিজ। ওলো তা নয় লো তা নয়, শুন্লেম্ নাকি আমাদের
যুবরাজ কুশসেনীর সঙ্গে বে দেবার জন্যে এনেচে ।

সুল। না বোন্! তাও কি কখন হয়—রাজার ছেলের বে—
কত ঘটী হবে—তাতে এমন করে মেয়ে ধরে আনবে
কেন। তোর কথায় বোন্ আমার ত বিশ্বাস হয় না।

বিজ। ওলো! তা বুঝি জানিস্ না।

সুল। আবার কি লো।

বিজ। দেখ্ বোন্, “তাঁর” কাছে শুন্লুম, যে রাজার ছেলের
অনেক জায়গা হতে বের সম্বন্ধ হয়েছিলো—তা
ছেলের রূপ দেখে কোন রাজাই ত বে দিতে চায়
না—রাজকুমারীরা রাজকুমারের রূপ শুনে কাণে
হাত দেয়।

সুল। ওলো! সে কথা মিথ্যে নয়। তবে কি বোন্ সত্যি
সত্যি মেয়ে চুরি করে এনে বে দিচ্ছে নাকি।

বিজ। ওলো! সত্যি না ত মিথ্যা।

সুল। আহা! হা! বলিস্ কি লো, অমন নবীন চাঁপাটি
বালির খোলায় ফেলে দেবে। দিদি! মেয়ে ত নয়
যেন ক্ষীরের পুতুলটি।

ভেকেতে কাটাবে কাল কমলিনী সনে।

বায়সে করিবে ধনি কুসুম কাননে ॥

ওলো! এ ও কি প্রাণে ময়। দিদি! তাকে দেখিস্
নি দেখলে বুঝতে পার্তিস্, বল্বে কি বোন্ তার
চোকের দিকে চাইলে আর চোকের পলক ফেলতে
ইচ্ছে করে না। চোকের ভেতরের রং টুকু না ক্যাক

ফেকে শাদা—না লাল জবা ফুলের মত—শাদার ওপর
 ঈষৎ লালের আভা—আর কেমন চল চল কচ্ছে—
 চাঁউনি টুকুতে সোণায় সোহাগা হয়েছে—না ওপর
 দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে না নীচে দিকে
 গাঁজ হয়ে রয়েছে । চাঁউনি খানি কি নির্দোষ আর
 যেন সরলতা মাখান । ঠোঁট দুখানি তেপালতে ফুলের
 দুখানি পাপড়ির মত টুক টুক কচ্ছে । মুখ খানি যেন
 ছাঁচে তোলা । কাল মিশ্-মিশে কৌকড়ান চুল গুলি
 কপাল দিয়ে এসে গালের ওপর পড়েছে, বোধ হয় যেন
 ভ্রমরগণ মধু খেতে যুবতীর মুখ পদ্মে সার দে বসেছে,
 হাত পা গুলি কেমন গোলাল আঁটা সাঁটা, বুক খানি
 কেমন চওড়া তায় যুবো সমস্ত মেয়ে—শোভা আর
 ধরে না । কোমর খানি রূপের আরুসি বুলেও বলা
 যায়—তার নীচে যেমন হতে হয়—না বেসি ভারি—
 না একে বারে হাল্কা । চলন খানি কি সুন্দর । আজ
 কালের মেয়েরা গে দেখে আসুক, যে মেয়ে মানুষকে
 কেমন করে চলতে হয়—হেলা দোলা ঠাট ঠমকু তাতে
 কিছুই নেই । বোন্ সত্যি কথা বলতে কি, আমরা
 চলবার সময়—এক বার বুকের দিকে, এক বার আশে,
 একবার পাশে, চেয়ে চেয়ে কত রঙ্গই করে চলে থাকি ।
 কিন্তু বোন্ চলবার সময় এর চোকু মাটির দিকেই
 পড়ে থাকে । অধিক বলবো কি, এর রূপ আর গুণ
 দেখে আমার আর মেয়ে মানুষ থাকবার সাধ নেই ।

বিজ । আ মরণ । পুরুষ হবি নাকি ।

মূল । ইচ্ছে ত বটে, তা হতে পারি কৈ । তা এখন সত্যি করে বল্ দেখি এমন মেয়ে কি রাজার ক্রুশসেনীকে মাজে । আহা ! রাজ পুত্র ত নয় যেন পোড়া কাট খানি ।

বরণের বিভা হেরে বায়স ব্যাকুল ।

হত বুদ্ধি হলো হাতী হেরে ঘন চুল ॥

কচ্ছপ কাতর বড় গ্রীবার ছটায় ।

ময়ূর মেনেছে হার পোড়া গঁটে পায় ॥

বিজ । দিদি ! এখন ও কথা রেখে দে । কেউ কোথেকে শুন্বে—রাজা-রাজড়ার ঘরে অমন সব হয়ে থাকে । এখন চল্ ঘাটে যাই বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো ।

মূল । (চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) ও মা ! তাই ত কথায় কথায় যে সব বেলাটা গেছে—ছোট পিসি এখন কত বকু-বেন—এত দেয়ি করা ভাল হয় নি । চল বোন্ যাই চল ।

[উভয়ে প্রস্থান ।

বহির্বিবানিকা পতন ।

প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজাস্তঃপুর ।)

রত্নবেদিকা ও তৎ পরিচারিকা স্মৃতি—আসীন ।

রত্ন । ওলো স্মৃতি । কিছুই ত বুজতে পাচ্ছি না, এই দেখ্, দেখতে দেখতে কদিন হয়ে গেলো, কৈ আজও ত পিতার কোন সন্বাদ পেলাম না । এই বিদেশ, বিভূঁই, অচেনা স্থানে আর কদিন থাকা যায় ; এই বল্লি মহী-সুরের রাজাপিতার সহিত যুদ্ধ করে আমাদের হরণ করে লয়ে যাবে, তাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে, আমাদের স্থানান্তরে লয়ে যেতে পিতা তোকে অনুমতি দিয়েছেন । আমি তখন মানের ভয়ে কিছু মাত্র বিবেচনা না করে চলে এলুম । আমার মনে এখন কত ভয় হচ্ছে, কত সন্দেহ হচ্ছে । আমি পিতাকে লিপি লিখি তুই কোন রকমে লিপি খানি তাঁর কাছে প্রেরণ কর ।

স্মৃ । রাজকুমারি ! ভাবনা করেন কেন, আপনার পিতা ত্বরায় আপনার সন্বাদ নেবেন । এ রাজা আমাদের রাজার পরম-বন্ধু, তাঁর কাছে রেখে তাঁর সম্পূর্ণ

বিশ্বাস । তোমার হেথায় কিসের কষ্ট, রাণী ত তোমায় খুব যত্ন করেন কত ভাল বাসেন, অত উতলা হও কেন ?

রত্ন । ওলো ! এ রাজ বাটি বটে—রাণীও আমাকে যত্ন কচ্ছেন সত্যি ! কিন্তু পিঞ্জরে থেকে কি পাখী কখন সুখী হয় ? মন বড়ই অধীর হয়ে উঠেচে, আর ত স্থির থাকতে পারি না, উপায় কি করি বল । আমি কি আর আপন বাড়ী যেতে পাব না ? আমি কি আর বাবাকে দেখতে পাব না ?

সুম । রাজ নন্দিনি ! অত অধীর হলে চলবে কেন, অতি শীঘ্রই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তার জন্যে আর ভাবনা কি ।

রত্ন । ওলো সুমতি ! তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক । এমন দিন কি আর হবে, বাবার সঙ্গে আবার দেখা হবে, আর কি পিতার সেই মধু মাখা কথা গুলি শুন্তে পাব ? আর কি তিনি আমাকে “মা রত্নবেদি” বলে ডাকবেন ? তাঁর মনোহর মূর্তি খানি কি আর দেখতে পাব ? সুমতি ! কাল নিশি-শেষে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিচি, পিতা যেন আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্চেন “মা রত্নবেদি ! আমি মানস-সরোবর মানসে কাল প্রাতে যাত্রা করুবো” এই কথায় আমি কাঁদতে লাগলুম ; আমার কান্না দেখে, বাবা তাঁর সেই কোমল হাত দিয়ে আমার দাড়ি ধরে বল্লেন, “কান্না কেন মা” “তীর্থ দর্শন করে অতি শীঘ্রই আসুবো কান্না কি

সের" স্মৃতি ! এই কথা বলে পিতা ত বাড়ী থেকে বেরুলেন, ওলো স্মৃতি ! আর যে বসতে পারি না, বুক যে কেটে যাচ্ছে । বাবা কি আমার বেঁচে আছেন, (দীর্ঘশ্বাস) বাবা গো কোথা রইলে গো । (ক্রন্দন)

স্মৃ। রাজ নন্দিনি ! স্বপ্নের কথা বলতে বলতে যে কেঁদে উঠলে, এর কারণ কি ?

রত্ন। স্মৃতি ! আর যে বলতে পারি না । (ক্রন্দন)

স্মৃ। শুধু কাঁদলে আর হবে কি ? স্পষ্ট করে বল, তার উপায় করা যাক্ ।

রত্ন। আর বলবো কি, মানস সরোবর যাত্রা কালে নিবিড় বন মধ্যে যেন কোন বীর পুরুষ পিতাকে সাংঘাতিক আঘাত কল্লে, পিতা উচ্চৈঃস্বরে মাগো ! বলে চীৎকার করে উঠলেন, আমি যেন হঠাৎ তাঁর স্মৃখে গিয়ে আঁচল দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছয়ে দিলুম্, স্মৃতি ! এই স্বপ্ন দেখে অবদি মন কেমন কচ্ছে ।

স্মৃ। রাজ নন্দিনি ! কুস্বপ্ন আপনার দেখলে পরের হয় । ভয় কি ।

রত্ন। স্মৃতি বাড়ী যাবার জন্যে মন কেমন কচ্ছে ।

স্মৃ। ওগো তাই কেন বল না, তার জন্যে আর চিন্তা কি ।

রত্ন। স্মৃতি ! আর কি বাড়ী দেখতে পাব, আমার নেই সম-বয়সী বালিকাগণ শশি মুখী, মধুলতা, বিনোদিনী কুসুম-প্রিয়ে এরা সব আমায় না দেখতে পেয়ে কতই ভাবচে, স্মৃতি ! সেই যে মাধবী মণ্ডপের ধারে আমি যে বকুল গাছটি হাতে পুতেছিলাম, সেটি এত দিনে

কত বড় হয়েছে । বাগানের দক্ষিণ দিকে সেই অশোক গাছের গোড়ায় সেই হরিণ শাবকটিকে সোণার শিকুলিতে বেঁধে রাখতুম, সেটিকে এখন কেই বা যত্ন করে, আর কেই বা খেতে দেয়, ওলো ! আর কি এসব দেখতে পাব, সে আশা যে আর নেই, মা আমার বেঁচে থাকলে কি নিশ্চিন্ত থাকতেন, মাগো ! মা আমার । (ক্রন্দন)

সুম । কতায় কতায় যে চোখে জল দেখ্‌চি, এমন পান্‌সে চোন্‌ও ত কখন দেখি নি । সকলি তোমার বজায় আছে, সকলি দেখ্‌তে পাবে, কান্না কিসের, চিরকাল ত আর হেথায় থাক্‌তে আসি নি, রাজা শত্রুদের তাড়িয়ে দে, আমাদের নিতে আস্‌বেন ।

রত্ন । সুমতি ! আর নিতে এসেচেন, এই খেনেই আমার চিতে মাজাতে হবে ।

কুসুম-কলিকার প্রবেশ ।

সুম । (কুসুম-কলিকার প্রতি) দেবি কুসুম-কলিকে ! আজ্‌ এই তোমার সখী রত্নবেদিকার রকম দেখ, আজ্‌ আর ঐর কান্না থামে নী ।

কুসু । হ্যাঁ ভাই রত্নবেদি ! কান্না কিসের ভাই ! এই যে আমি তোমার ভগ্নী রয়েচি, মা তোমাকে য়েয়ের মত ভাল বাসেন, বাবা ত আমাকে একেবারে দেখ্‌তেই

পারেন না, কিন্তু তোমাকে আমার দাদা কুশসেনীর চেয়েও অধিক ভাল বাসেন, তোমার ত হেথায় কিছুরই অভাব নেই, চুপ কর বোন, যদি আমাদের কপালে থাকে, তোমায় আমরা বউ বলে ডাকবো। তোমার পিতার সম্বাদ এসেচে, তিনি নিরাপদ হয়েছেন।

রত্ন। সখি! আমায় নিরাশ্রয় অবলা বলে কেন প্রবঞ্চনা কর, আমার পিতা যদি নিরাপদ হতেন তবে তিনি সর্বত্রই আমার নিতে লোক পাঠাতেন, আমি যা ভাবছিলাম তাই বুঝি সত্য হলো। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

নেপথ্যে—কুসুম! কুসুম।

কুসুম। সখি! ঐ মা বুঝি ডাকছেন, সুমতি! তুই থাক আমি আসি।

[কুসুম-কলিকার প্রস্থান।

রত্ন। (চিন্তা) পোড়া কপাল যখন পোড়ে।

রাজার মেয়ের ভাতনা জোড়ে ॥

হারে বিধাতঃ এমনই কি হবে। পিতা মানের ঊয়ে ঐর আশ্রমে আমায় রেখেছেন, বিপদ-গ্রস্ত হয়েই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, ঐরা এই দুঃখের সময় আমার বিবাহের কথা আন্দোলন কচ্ছেন, তা অব্যবহার্য অমন নরাধম প্রেতের সঙ্গে।

সুম। বে হবে তার আবার ভাবনা কি, (জিব কাটিয়া) রাজ-
কুমারি! কি বল্‌চো, কি ভাব্‌চো।

রত্ন। সুমতি! সব বুজিচি কি বল্‌লি বল্‌ দেখি শুনি। বাবা
তোমায় বড় বিশ্বাস কতেন, আমায় তুমি প্রতিপালন
করেছিলে, তুমি আমার মায়ের মত ছিলে, তাই
তোমার কথায় কোন অবিশ্বাস হয় নি, ডাইনের হাতে
বাবা আমায় দিয়ে রেখেছিলেন। (রোদন)

সুম। সে কি রাজকুমারি! অত রাগ কর কেন? কাঁদো কেন?
আমি কি তোমার অমতে কোন কাজ করিছি। এমন
সন্দেহ কখন করো না।

রত্ন। তুই সব কতে পারিস্, পিশাচী! অর্থ লোভী! পাপ
কলঙ্কিনি! আজ্ যে আমার গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে
হচ্ছে, রাজার ক্রশমেনী ছেলের সঙ্গে বে দোবার
জন্যে কি এই ফিকিরটে কল্লি, আমায় বিষ এনে দে
আমি তোর সুমুখে মরি, তোর মনস্কামনা সিদ্ধি হোক।

সুম। অত অস্থির হও কেন? একটু ধৈর্য ধর, আমায়
মিছে দোষ দিচ্ছে কেন?

রত্ন। ওলো সুমতি মুখনেড়ে আর কথা কোন্‌ নে, “বে হবে
তার আর ভাবনা কি” স্পষ্ট বল্লি বড় আনন্দ
হয়েচে, বাবা আমায় কেউটে সাপের কণার নীচে
রেখেছিলেন জান্‌তে পারি নি। ওগো বাবা গো
আমি কি করি কোথায় যাই। (রোদন)

সুম-। কান্না কেন গো! এখন কাঁচা বয়েস, বুদ্ধি সুদ্ধি ত এখন
পাকে নি, আমার একটা তামাসা বুঝতে পার না।

ইগাণা আমি কি তোমার শত্রু, তোমার বাপের ভাত
খেয়ে আমার এই হাড় পাকলো, আমায় এমনি
অবিশ্বাসী জ্ঞান করলে, ওগো রত্নবেদি তোরে যে
আমি হাতে মানুষ করিচি, তুই আমাকে এমন করে
বল্‌বি এত মনে ছিল না, হারে অদৃষ্ট ! হারে পোড়া
কপাল ! এত লোকের মরণ হয় আমার আর মরণ
হয় না । (রোদন)

রত্ন । (সাত্ত্ব নয়নে) স্মৃতি ! তাই কেন বলিস্‌ নি, কুসুম
কলির কথা শুনে আমি হত বুদ্ধি হয়েগেছি আমি
তোর তামাসা বুঝতে পারি নি । আর কাঁদিস্‌ নি ।
আমার দোষ হয়েছে ।

স্মৃ । (সরোদনে) তোমার দোষ কি, আমার কপালের দোষ,
তা যাই হউক, এখন বল দেখি কুসুম-কলি কি বলেচে ।

রত্ন । তুই কি কিছু শুনিস্‌ নি নাকি ? কুসুম-কলি যে বলে,
“আমরা তোমায় বোঁ বলে ডাক্‌বো” এর মানে কি
বল দেখি ।

স্মৃ । পোড়া কপাল ! বোঁ বলে ডাক্‌বেন কথা শোনো—
ভেয়ের ত ঐ রূপ, রূপ থাকলে না জানি আরো কি
হতো । ভয় নেই মা, ভয় নেই ; আমি থাকতে
ভাবনা কিসের, আর দশ পাঁচ দিনের ভেতর যদি
রাজা নিতে এলেন ত এলেন, না হয় চলে যাব,
আমি সর জানি, আমি সামান্য নই ।

কুঁজো দাসী থেকে, রাণী হয় মথুরায় ।

দাসী বাক্যে রামে রাজা বনেতে পাঠায় ॥

আমি এ স্মৃতি দাসী সামান্য ত নয়।

তারা গোঁথে মালা আমি পরাব তোমায় ॥

রত্ন। স্মৃতি ! বড় ভয় হচ্ছে, আমার মরণ বাঁচন তোর
হাতে।

স্মৃ। ভয় কি।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। বলি ও স্মৃতি আজ্ কি আর নাইতে খেতে হবে
না। এই যে, যেখানকার তেলের বাটি সেই খেনেই
পড়ে রয়েছে, শিগির শিগির নে, বেলা ঢের হয়ে
পড়েচে। (রত্নবেদিকার প্রতি) সখি রত্নবেদিকে! আজ্
অমন বিরস বদনে রয়েচ কেন। মহারাণী ডাক্চেন
এস, এত বেলা হয়েচে জল টুকু অবদি মুখে দাও নি,
এস বোন্ এস।

রত্ন। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই তবে।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্ধ্যাবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



তৃতীয় রঙ্গস্থল ।

(নর্মদা নদীর দক্ষিণ উপকূল ।)

এক যুবা—আসীন ।

যুবা । (দূরে তরণী দৃষ্টে উচ্চৈঃস্বরে) ওহে কর্ণধার ! ও নাবিক
পার কর । একি ! ঐ বুঝি আরোহি পূর্ণ তরণী খানি
জলশায়ী হলো । কি তুফান ! নদীর উত্তাল-তরঙ্গ-
লহরী দৃষ্টে মনে বড়ই শঙ্কা হতেছে । বাতা-হত-জল-
শ্রোত পর্বতাকারে উত্থিত হয়ে মধ্যে মধ্যে যেন
গভীর গুহাই বিস্তার করিতেছে । জল রাশির কল
কল ধ্বনি শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে দেহস্থ শোণি-
তকে শীতল করিয়া দিতেছে, প্রবহ মান পবন প্রবাহে
নদী তটে অপেক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠিল, এ অব-
স্থায় পার হওয়া উচিত নয় । যাই উপরিস্থ ব্রাহ্মণের
কুটীরে গিয়ে বসি, পরে শ্রোতস্বতীর প্রশান্ত মূর্তি
হলে পার হওয়া যাবে । একি ! পার হইতে সম্মুখে
এক তরণী আসিয়া উপস্থিত হলো । ওহে কর্ণধার !
এই প্রবল বাটিকায় ভয়ানক উর্ধ্ব সমূহের উপর দিয়া
কি প্রকারে তরণী বাহিয়া এলে । তোমার সাহস
ও নাবিক কার্যে দক্ষতা দেখে মনে বড়ই বিস্ময়
জন্মিতেছে ।

কর্ণ । এ ত সামান্য তুফান, এতে ভয় কি, আপনি দাঁড়িয়ে
কেন, যদি পারে যান ত আসুন না ।

যুবা । না হে নাবিক, আমার ত সাহস হয় না ।

নেপথ্যে । (রোদন শ্রনি ও কোলাহল) ওহে নাবিক, শোন ত
কিসের গোল হচ্ছে ।

কর্ণ । ওর আর শুনবে কি, কেউ মরে থাকবে, পোড়াবার
জন্যে এই দিকে আসুচে, আপনি পারে যান ত
আসুন ।

যুবা । এই দিকে আসুচে না, একবার দেখি কি প্রকার শব ।

চারি ব্যক্তি এক মৃত দেহ স্বন্ধোপরি লইয়া প্রবেশ ।

প্রথম । (হ্রয়ের প্রতি) ও ভাই ! এই খেনে নাবা, আর
পারি না, কাঁদ টা টাট্‌য়ে উটেচে । (সকলে স্বন্ধ
হইতে অবতারণ)

তৃতীয় । আহা ! ছেলে মানুষ কখন এ কাজ করে নি, তার
পত্নী বিয়োগ, ওকে ধনি বলি যে কাঁদ দে এনেচে,
আমাদের এ দশা ঘটলে এক খাটেই শুতে হয় ।
(মুখের বস্ত্র তুলিয়া) আহা ! এত যে হয়েছে তবু তরু-
ণীর মুখশ্রী দেখ, দেহে প্রাণ সঞ্চার নাই, তথাপি
ঠোট দুটির রং যেন ফেটে পড়ুচে । (সকলে ক্ষণকাল
দেখিয়া পুনরাচ্ছাদন)

যুবা । (কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের প্রতি) মহা-
শয়গণ ! আপনারা এ স্থানে এ বস্ত্রাবৃত্তা বোড়শী

রূপসীকে কেন আন্লেন? ভদ্রগণ! বলুন না চুপ করে রইলেন যে।

তৃতীয়। আরে ছোঁড়া মিছে বকাস নি, দেখ না কি জন্যে এনেচি।
যুবা। তবে দেখি। (স্পর্শ করিতে উদ্ভত)

প্রথম। (সকলের প্রতি) ওগো তোমরা দেখ না, ও কি করে,
ও যে ছুঁতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। আরে ছোঁড়া পাগল নাকি, মৃত দেহ
ছুঁতে যাচ্চিস্ কেন, আয় এ দিকে আয়।

যুবা। মহাশয়গণ! আপনাদের সম্পূর্ণ ভ্রম হয়েছে, এ যুবতী
জীবিত আছেন, এ সুকোমল দেহ হইতে এ পর্য্যন্ত
প্রাণ বায়ুর বিচ্ছেদ হয় নাই। আমার কথা শুনুন এ
সুন্দর দেহের নাশে ত্রুটি হবেন না।

তৃতীয়। আরে পাগল না কি, মরা মানুষকে জ্যান্ত বলে, (স্বগত)
এ ব্যাটা কম নয়। ব্যাটার ইচ্ছে এ মৃত দেহটি
উটিয়ে নিয়ে চলে যায়।

যুবা। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক মূল লইয়া মৃত দেহের নাসিকোপরি ও
সর্ব শরীরে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক) এখন দেখুন
দেখি, যুবতী জীবিত কি না।

প্রথম। দেখি, দেখি, যুবার কথাই যেন সত্য হয়। প্রিয়া
কি পুনর্জীবিত হবে, যাই একবার কাছে যাই,
একি সম্পূর্ণ জীবিতই ত বোধ হচ্ছে, একি প্রিয়তমার
নয়ন হতে অশ্রু-ধারা পতিত হচ্ছে, আমার দিকে
যেন স্থির দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কি বলতে চাচ্ছে বোধ
হচ্ছে, যাই নিকটে গে বসি। (পার্শ্বে উপবেশন)

মৃত দেহ । (অস্পর্শ ও মৃদুস্বরে) নাথ ! আমি আপনাকে চিন্তে
পেরেচি, আমায় এ নদী তীরে কেন, বাতাসে আমার
বড় ক্লেশ হচ্ছে, এ স্থান হইতে আমায় গৃহে নে চল ।
তৃতীয়। একি ! কথা কয় যে, সত্য সত্য, ইং—বেঁচে উঠলো
না কি, আমাদের বিনোদের বড় জোর কপাল ।
(যুবার প্রতি) মহাশয় ! আপনি মহাশয় লোক, অগ্ন্য
বয়েস হলে হবে কি, আমাদের মত বুড়োর চেয়ে
আপনার বুদ্ধি অতি প্রখর ও আপনি বহু দর্শী ।
আপনাকে অনেক অবমান করেছি, তজ্জন্য কোন
অপরাধ লবেন না ।

যুবা । সে কি কথা (বস্ত্র হইতে কিছু ঔষধ বাহির করিয়া) এই
ঔষধ জলের সহিত তিন দিবস ছ বার খাওয়াইবেন,
তাহাতে যুবতীর বল সঞ্চার হইবে, লউন ।

তৃতীয়। দিন (মস্তকে ধারণ)

প্রথম। (রোগ গ্রস্তা যুবতীকে) প্রিয়ে ! এই যুবা (যুবার প্রতি
অঙ্গুলি নির্দেশ) তোমার জীবনদাতা উঁহাকে প্রণাম কর ।

যুবতী । (করোত্তোলন করিয়া প্রণাম) নাথ ! উহার পদধূলি আমার
মস্তকে দাও ।

প্রথম। (যুবার প্রতি) হে যুবক শ্রেষ্ঠ ! আপনার দয়া ও মৌজনা-
গুণে আমি মৃত পত্নী লাভ করিলাম আপনার পদধূলি
প্রদান করুন ।

যুবা । পদধূলির কোন আবশ্যক নাই, ঈশ্বর সকলকে রক্ষা
করেন, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাক্লেই সমস্ত
মঙ্গল ।

চতুর্থ। (যুবীর প্রতি) মহাশয় ! আপনার ও হাতে ও রৌপ্য
দণ্ডটি কি ?

যুবা। মহাশয় ! ও টির অভ্যন্তরে আমার পিতৃ দত্ত কিছু
কাগজ আছে ।

চতুর্থ। মহাশয় ! চিকিৎসা বিষয়ের কোন পত্রাদি আছে না কি ?

যুবা। না তা কিছু নয় আমার পিতা চিকিৎসক ছিলেন না ।
আর সকল কথা আমার বলবারও সময় নাই, আপ-
নারা রোগীকে শীঘ্র গৃহে লয়ে যান ।

দ্বিতীয়। আপনি এখন কোথায় যাবেন ।

যুবা। আমার মানস ত গুজ্জরে যাত্রা করি । পরে অদৃষ্টে
যা আছে ।

দ্বিতীয়। মহাশয় ! আপনি যে রোগীকে আরাম করুলেন
ওঁরও নিবাস গুজ্জর ।

যুবা। আমার সে সকল বিষয় জান্‌বার কোন আবশ্যক
নাই । আপনারা শীঘ্র শীঘ্র ঘরে যান ।

দ্বিতীয়। যে আজ্ঞে ।

[রোগীকে লইয়া যুবা ও কৰ্ণধার ব্যতীত
সকলের প্রস্থান ।

কর্ণ । মহাশয়! একটা মরা মানুষকে আপনি বাঁচয়ে দিলেন
 আপনার এ তুকানে নৌকায় উঠতে ভয় কি! আমুন ।
 যুবা । তবে চল, দেখো ডুবিও না, তোমার সাহসের উপর
 ভর করে নৌকায় উঠি ।
 কর্ণ । উঠুন, ভয় কি ।

[কর্ণধার ও যুবাব প্রস্থান ।

—

বহির্ধ্যবনিকা পতন ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(রাজ বিলাস ভবন)

পুরোহিত—আমীন ।

পুরো। (স্বগত) কৈ কাহাকেও যে দেখতে পাই না, রাজার আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, এখনও আসছেন না কেন। আমুন, আমি প্রতীক্ষা করি, ভাগ্যে যদি থাকে তবে এ যাত্রা কিছু গুরুতর লাভ হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর মুখে শুনছিলাম যে ঘেরেটি মনোবেদনায় নিতান্ত কাতরা ও অধীর হয়েচে। অনবরতই কাঁদেদেচে। সে চোখের জল ত জল নয় রক্ত-বিন্দু, ছি! ছি! এমন কাজও করে। এ ত অপহরণই করা হয়েছে। কোকনের রাজা ত সামান্য রাজা নয়, এ সম্বাদ সে রাজার গোচর হলে দেখ কি সর্বনাশ হয়ে উঠে। ও দিকে ত ঐ—এ দিকে পুঞ্জ যক্ষ্মারোগে জীর্ণ, এমন পুত্রের সমাধির আয়োজন না করে, বিবাহের আয়োজন কেন, এমন ব্যক্তির বিবাহের উদ্যোগ করা নিতান্ত মূঢ়তারই কর্ম। 'মহা-রাজের নিতান্তই ভ্রম উপস্থিত হয়েছে, বুদ্ধি ভ্রংশই

হয়েচে । (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা যাই হউক, আমার তাতে ক্ষতি কি ? আমি রাজ পুরোহিত, রাজার ছেলের বে দেবো আমার লাভ ত পদে পদে । নেপথ্যে । মহারাজ একি ভ্রম ! এরূপ পীড়িত পুত্রের বিবাহে কিসের আমোদ ? আপনি পিতা হয়ে পুত্রের শত্রুর কর্ম্ম কচ্ছেন ।

পুরো। (সচকিতে) একি মন্ত্রী কথ্য শুন্তে পাই যে, রাজ্যতে মন্ত্রীতে কি বাক্ বিতণ্ডা হচ্ছে তার সন্দেহ নাই, এই স্থানেই আসুচেন । (দূরে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সহচর ও মন্ত্রিবর সমভিব্যাহারে রাজা আসুচেন । মন্ত্রীর হাত নাড়া দেখ, তা হাতই নাড়ুক আর যাই করুক, রাজার মন পরিবর্তন কতে পারবে না কিন্তু মন্ত্রী যা বলে তা ঠিক ঠিক বলে, বিলাসভূকের মুখে আর কথা নাই ।

—

রাজা গজপতি রায় ও মন্ত্রী গুণশেখর রায় এবং সহচর
বিলাসভূকের প্রবেশ ।

কি মন্ত্রী মশায় বল্চেন কি ।

মন্ত্রী। পুরোহিত মশায় ! আর বল্বে কি, রাজ পুত্রের এ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—এ অসুস্থাবস্থায় রাজকুমারের পরিণয় কার্য্য হলে তাঁর পীড়ারুদ্ধি হইয়া পরিশেষে উহা সাংঘাতিক রূপে পরিণত হতে পারে ।

বিলা। শাঁপ দিচ্ছো নাকি—মেয়েটি দেখে যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে না হয় আপনিই বে করে ফেলুন।

মন্ত্রী। দেখ বিলাসভুক! তুমি আমোদ প্রিয় বট, কিন্তু এ আমোদের বা তামাসা ঠাট্টার সময় নয়, আমার নিতান্ত ইচ্ছে মেয়েটিকে কোকন রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করি।

বিলা। তোমাকে ত আর আনতে হয় নি, পুনঃ প্রেরণ করবে বই কি।

পুরো। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির পরিণয় সংস্কার হইলে সকল বিঘ্নই দূর হয় এ সংস্কারে রাজকুমারের পীড়া দূর হইবে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। (স্বগত) মুখ আর নৈবেদ্য বাঁধা বামুণ এক জাতই স্বতন্তর, অর্থের লোভে এরা সব কত্তে পারে, আর সব বলতে পারে।

রাজা। অমাত্য বর, রাজকুমারের বিবাহ দোবো, আমার আন্তরিক বাসনা—আমায় আর বাধা দিও না, কোকন রাজতনয়া আমার গুর্জরের লক্ষ্মী স্বরূপা হবেন—রাজকুমারীর মুখ ইন্দু দর্শন কল্পে আর কিছুতেই পুনঃ প্রেরণের ইচ্ছা হয় না, আমার এই বিকাসোন্মুখী বাসনাটিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা তোমার আর এখন কর্তব্য নয়।

মন্ত্রী। মহারাজের যথা ইচ্ছা।

বিলা। এখন বাবা পথে এসো।

রাজা। (পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মহাশয় কি মনে করে?

পুরো। মহারাজ। পরশ্ব শনিবার অতি উত্তম দিন, ঐ দিব-
সেই রাজকুমারের শুভ বিবাহের দিন স্থির করা
হয়েছে তাই মহারাজকে জ্ঞাত করতে এসেছি।
রাজা। অন্তঃপুরে মহারানীকে এ সম্বাদ দেওয়া হয়েছে কি?
পুরো। আজ্ঞে না, তা হয় নি।
রাজা। তবে চল যাই—এ মুসম্বাদ অগ্রে রানীর নিকট বলা
যাগ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্ধ্যাবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

(বিবাহ সভা ।)

পুরোহিত—আসীন ।

রাজা গজপতি রায় ও বিলাসভূকের প্রবেশ ।

বিলা। হুদি পেটে লোমাবলী বলিহারি যাই ।

দীর্ঘ ফোঁটা রেফু আঁটা সেজেছে গোঁসাই ॥

(স্বগত) ইস্ পুরুতঠাকুরের কি ভড়ং, আ মরে যাই, কি মাজই সেজেছেন, বলে যে, “মেকি টাকার ঘন নিসেন” সে কথা মিথ্যে নয়, পুরুতের মাজেতেই আজ তা দেখা যাচ্ছে । উঃ বেটা যেন ফটকা বাঘ সেজেছে, চন্দন লেপবার ধরণ দেখ, বেটা উড়ে ব্যায়রার পিতামহ । “হরি নামের সঙ্গে খোঁজ নাই ফটিকে রাঙা থোপ” একটা সংস্কৃত কথা উচ্চারণ কতে হলেই তোতলা হয়ে পড়েন, ওঁর আবার কোঁচুর টান দেখ যেন রেলওয়ের লাইন চলে গেছে । (প্রকাশে) পুরুত মশাইয়ের আজ উপযুক্ত মাজ হয়েছে আমার ভয় হচ্ছেলো, পাছে আবার সেই পৈতৃক পুরাতন নামাবলী খানি গায়ে দে আসেন ।

পুরো। বাপু হে!

যখন যেমন ।

তখন তেমন ॥

তবুও একটা দোষ হয়েছে, ব্রাহ্মণী গরদের জোড়টা কলসির ভেতর রেখেই মন্দ করেছে, তাইতে কুঁকড়ে গেছে, তা নইলে এর ওসার আছে। (হস্ত দ্বারা বস্ত্র প্রসারণ) (রাজার প্রতি) মহারাজ! আর বিলম্বে কি প্রয়োজন, আবার লগ্ন বহির্ভূত হয়ে যাবে, একটু তৎপর হউন।

রাজা। আপনি কার্য্য আরম্ভ করুন, আমি বর আনয়ন করে দিচ্ছি। অরিষ্টক না রাজকুমারকে আনতে গেছে, অনেক ক্ষণ ত গেছে, কৈ এখন আস্চে না কেন—মন যে কেমন অস্থির হয়ে উঠলো। বাম নয়নের নিম্ন দেশস্থ পক্ষ স্পন্দন হচ্ছে কেন? একি হৃদৈব! আকাশে জল ধর রুদ্ধবর্ণ বোধ হচ্ছে, শরীরে বায়ু কর্কশ জ্ঞান হচ্ছে, অদৃষ্টে কি আছে কিছুই জানি না, পুরুত মহাশয়! দেখুন, দেখুন, সম্মুখস্থ অশ্বটির চক্ষু হতে বিনা কারণে বারি বর্ষণ হচ্ছে, কারণ কি? এমন আনন্দের দিনে জানি না কি দুর্ঘট নাই ঘটবে—পুরুত মহাশয়! বড় ভাবনা হলো যে। (দূরে অরিষ্টককে দৃষ্টি করিয়া) অরিষ্টক যে একলা বিষণ্ণবদনে আস্চে, এর কারণ কি? অরিষ্টকই বুঝি কি সর্বনাশের সম্বাদ দেয়।

অন্নি। মহারাজ! ত্বরায় যুবরাজের কেলী গৃহে গমন করুন, যুবরাজ মুমূর্ষু, মুখ দিয়ে এত শোণিত নির্গত হয়েছে,

তিনি চৈতন্য রহিত হয়ে পড়েছেন, এক জন যুবক তাঁর শরীরে মন্ত্রপূত করে সর্ষপ ছড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিল, তদবধি এইরূপ হয়ে রয়েছেন ।

রাজা। অরিষ্টক ! বলিস্ কি, তোর কথা শুনে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হলো, চল যাই ।

[অরিষ্টক ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ব্রহ্মে রাণী, কুসুমকলিকা, রত্নবেদিকা, রেবতী ও স্মৃতির প্রবেশ ।

কুসুম। কি সর্বনাশই হলো—(অরিষ্টকের প্রতি) হঁচারা অরিষ্টক, বাবা কোথা গেলেন, এমন সময় তাঁকে কোথায় যেতে দিলি, যা হবার তা ত হয়ে গেছে, বাবার এখন কোন অমঙ্গল না হয়, অরিষ্টক ! যা তুই শীগগির যা—দেখ বাবা কোথায় গেলেন—আর যে বুক বাঁধতে পারি না ।

[অরিষ্টকের প্রস্থান ।

রাণী। কুসুমকলিকে ! আমার দশা কি হলো, আমার সোণার নিধি কোথায় গেলো, আমার রাম রাজা হবার দিনে বনে গেলো । (রোদন)

কুসুম। পরমেশ্বর, আমাদের এমন শোক সাগরে ভাসিয়েছেন । প্রাণের ভাই আমার কোথা গেলো । ভাই কুশ-

সেনীর স্মৃত্যুতে মা আমার কি করে প্রাণ ধরবেন।
 রে হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিলো, জননীর এক-
 মাত্র প্রাণধন পুত্র নিধি হরণ কলি, রে করাল কাল!
 এত দিনে তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। গুর্জর রাজ-
 বংশে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলতেছিলো, তাও নির্বাণ
 হলো। ভাই! তোমার বিরহে আর যে এ জীবন
 রাখতে পারি না। ভাই! আর আমায় আদর করে
 দিদি বলে কে ডাকবে। দিদি বলে এমন যে আমার
 কেউ নেই। ভাই, আমার মার হৃদ্যশাট্টা একবার
 এসে দেখে যাও। মা আমার পাগলিনীর মত হা
 হতোম্মি! হা পুত্র রত্ন! হা কুশসেনী বলে রোদন
 কচ্ছেন। জননী আজ ধূলায় ধূসরিত ও অশ্রু জলে
 পরিপ্লুত হয়ে ভূমি শয়্যায় শয়নে রয়েছেন। ভাই!
 আর যে এ প্রাণ রাখতে পারি না। (রোদন)

রত্ন। সখি কুমুমকলিকে! আর কাঁদলে কি হবে বল। দেখ
 মার অবস্থা কি হয়েছে, বিধাতার দোষ দেওয়া মিছে,
 সকলি আপনাদের অদৃষ্টের দোষ। দিদি একবার
 শিগিরে এদিকে আয়, ঐ দেখ মা কেমন হয়ে
 পড়েছেন।

কুশু। ওমা! তাই ত, আমি পোড়া কপালী, হেথায় দাঁড়িয়ে
 কাঁদছি, মা যে হোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ওলো
 রেবতী দাঁড়িয়ে আর দেখ্‌চিস্ কি? শিগিরে করে এক
 ঘটি জল ও এক খানা পাকা আন। (রেবতীর প্রস্থান ও
 জল আনয়ন এবং রাণীর মুখে জল প্রদান ও মুচ্ছা ভঙ্গ)

রাণী। মা কুমুমকলিকা! কি কচ্ছো মা, মাগো আমার কুশ-
 সেনী কোথা গেল মা। মা কেঁদে কেঁদে যে চোক
 ফুল্য়ে ফেলেচিস্, বাবারে! বাপ্ধন! কোথা গেলে
 বাপ্! বাবা আর যে প্রাণ রাখতে পারি না। (রোদন)
 রত্ন। (স্বগত) আহা! হা! রাণীর কান্না দেখে যে বুক্ ফেটে
 যায়। আহা! এদের কি সর্বনাশই হলো, (প্রকাশে)
 সখি কুমুমকলিকে! মাকে আর হেথায় রাখা উচিত
 নয়, বাতাসের দিকে লয়ে চলো।

[রাণীর হস্ত ধরিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(রাজেশ্ব্যান ।)

এক রঙ্গতলে পুরোহিত—আমীন ।

পুরো। কি সর্বনাশ! রাজা আর রাণী ত শোকে অভিভূত
হয়েছেন, আহা! তাঁদের দুঃখ দেখে যে বুক ফেটে
যায়, যাই হউক, আমারি সম্পূর্ণ কৃতি, তা নইলে এমন
ঘটবে কেন? বারণ কল্লেম, তবু বের উদ্যোগ কল্লেন,
বলেন এর পর মেয়ে পাওয়া যাবে না, জোর করে
বিয়ে দিতে গেলে এই রূপই ঘটে । ব্রাহ্মণী শাঁখার
বায়না দিয়ে ছিলেন, হা কপাল ।

কপালং কপালং ।

নরে ন মূলং ॥

অদৃষ্টে না থাকলে কে দেয়, আমারি কপালে এমন
হলো, কোথায় রাজার ছেলের বে, বাড়ী ঠেসে ফেলবো,
না এই সর্বনাশ হলো, হায়! হায়! হায়। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিলাসভূকের প্রবেশ ।

বিলা। কি পুরুত মশায়! এ রাত্রে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ভাব-
চেন কি? ছেলেটা মরেছিলো, মরাই জন্মে ছিল, তবে
কেবল কলে নড়ে চড়ে বেড়া ত ।

পুরো। আহা হা! বড় দুঃখের বিষয়, রাজার ছেলে পুলে
নেই, এক মেয়ে আছে বৈ ত নয়, আহা, এক সন্তান,
কেমন করে রাজা আর রানী বাঁচবে বলা যায় না,
রানী ত প্রায় আদ মরাই হয়েছেন, মেয়েটা ত আর
কেঁদে বাঁচে না, আহা! তাদের কান্না দেখে আমারও
কান্না পায় ।

বিলা। পুরুত মশায়! এ কোন্ কথা, আপনার কান্না আস্বে
না ত আর কার আস্বে, আপনাকে এমন অবস্থায়
দেখে আমারও কান্না আস্চে, বলেন কি মশায়!
ক্ষতি বলে ক্ষতি ।

পুরো। বাপু! সে কথা কিছু মিথ্যে নয়, তার আর ভেবে
করবো কি ।

বিলা। (স্বগত) ব্যাটা বামুন আচ্ছা জব্দ হয়েছে। - আমিও
বড় কম নই। (প্রকাশে) মশায় মিছে আর কেন মায়া
বাড়ান্ ঘরে যান ।

পুরো। বাপু হে! আর কোন মুখে শুধু হাত নাড়া দে ঘরে
যাই, সেই যে সজ্জা করে বে দিতে বেরয়ে ছিলুম,
সেই অবধি এই কদিন হলো, আর ঘর মুখো হই নি।
ব্রাহ্মণীর কাছে বড় জাঁক করে এসেছিলুম, এখন এই

লাটি খেকো সাপের মত কি করে ফিরে যাই, এই
ভাবনায় আর এ পোড়ার মুখ নিয়ে ঘরে যেতে ইচ্ছে
হয় না ।

বিলা। অত ভাবনা কেন, “স্ত্রী ভাগ্যে ধন” এত আপনি
জানেন, ব্রাহ্মণীর ভাগ্যে এই বিষম জঞ্জাল উপস্থিত ।

পুরো। বাপু! ও কথা বলো না, ব্রাহ্মণী আমার ভাঙা চালের
খুঁটি—ব্রাহ্মণী আমার হবিষ্যের ঘি—ব্রাহ্মণী আমার
বর্ষাকালের শুকনো কাঠ—ব্রাহ্মণী আছে বলে তাই
এদিন বেঁচে আছি, তা নইলে কি বাঁচতুম ।

বিলা। কেমনে জানিব বল ব্রাহ্মণীর গুণ ।

ও রসে বঞ্চিত এ আইবুড়ো নিগুণ ॥

পুরো। বিলাস বড়ই যে আক্ষেপ দেখ্‌চি ।

বিলা। পুরুত মহাশয়! বল্বো কি মনের আক্ষেপ মনেই
রইলো ।

পুরো। বিলাসভুক্, রাত্রি কত হবে ।

বিলা। পুরুত মহাশয়! এই বেলা ঘরে যান, রাত এখন শেষ
হয় নি ।

পুরো। বিলাসভুক্, বল্বো কি ঘরে যেতে আর পা ওঠে
না । তবে অনেক দিন ব্রাহ্মণীর মুখ পদ্ম দেখি নি—
রেতে রেতেই যাই । আর মিছে এমন ঘুরে বেড়ালে
কি ফল হবে । তবে যাই—“দুর্গা শ্রীহরি” ।

[পুরোহিতের প্রস্থান ।

বিল। পুরুত ত গেল, আমি আর কোথায় যাব, আমার ত
আর ঘরে ব্রাহ্মণী নেই যে ঘরে না গেলে রাগ
করবে—আমি যেখানে থাকি সেই খানেই ঘর। এই
বাগানেই রাত কাটাই।

না জানি স্মৃতিকাগারে দেব চিত্র গুপ্ত—
বিধাতার সহকারী—লেখক পণ্ডিত
লিখেছে এ ভালে, সহিবारे এ জীবনে
কত যে বাতনা, অহরহ। অহরহ
বিষাদ সহচর, বিষাদিত বদনে,
ঘোরে পিছে পিছে মম ফেলে অশ্রু-জল,
তুলে দেয় কালকূট-নিরাশার পাত্র
বিধির বিড়ম্বনে, এ দীন, হীন, ক্ষীণ
ব্রাহ্মণের রস হীন বদন ভিতরে।
কত যে সহিব আর বিরহ যন্ত্রণা
প্রিয়-সখী নিদ্রার, নাহি পারি বর্ণিতে
ছার বাক্য হারে। বিষাদ প্রবল নদী
সদা উঠে উথলিয়া, নিশা আগমনে।
মরিল রাজার ব্যাটা তাতে কিবা খেদ,
নাশিল সকল আশা যত ছিল মনে—
সন্তোষিতে নববধূ প্রেম আলাপনে
পাতিয়ে কুসুম শয্যা কুসুম কাননে,
মনের হরিষে সুখ দিবস রজনী—

মলোনা ত আমায় মেরে গেল, চার হাত আর এক
হলো না, বড় আশা করেছিলেম, তার এই ফল, আর
কি। আহা, মনের মত আনন্দ করবার জন্যে তলতল

বাঁশ কেটে রেখে ছিলুম, বো এসে শান্তিপু্রে ডুরে,
 গুলবসান ঢাকাই, কস্তাপেড়ে মাড়ী, আর আর নুতন
 রকম কিন্ফিনে মিছি রঙ্গিন, উলঙ্গ বাহার কাপড়
 সব রাখবে তা সেটা এখন কি করি? পুড়িয়ে কেলি
 গে, বড় ছোট ত নয়, এক দিনের উদর বোজাই-
 য়ের কাজ হবে। মহারাজের সঙ্গে কল্কেতায়
 বেড়াতে গে, কেমন সব শাদা সবুজ রাঙা রংয়ের
 বেলওয়ারি বাটি এনেছিলুম সে গুলো আর কি
 হবে? পাড়ার ছেলেদের বিল্য়ে দিই গে। হায়
 রে! কোথায় বে হবে বলে ব্যঞ্জনে আর হলুদ দিই
 না, পাছে শালী শালাজেরা রাঁদনি বায়ুন বলে ঠাট্টা
 করে, যাই হোগ আর তাববো না, শেষে ভেবে
 ভেবে কি মারা পড়বো। এখন আর একটা কাজ
 গোচাতে পাল্লে কিছু গোচান যায়। থাক কিছু
 পুরোনো হোক দেখা যাবে। (নেপথ্যে বাজ) আহা!
 দুর্গ হতে কি বা সুমধুর বাদ্য শোনা যাচ্ছে। ঐ
 জানালার ধারে খাটে শয়ন করে সুললিত বাদ্য
 শোনা যাগ্, বড়ই চোক বুজে আস্চে, চোকেরই
 বা দোষ কি, সমস্ত রাত এক বারও ভ্রমে চোক বুজুই
 নি, একটু ঘুমুই। (পর্য্যক্বে শয়ন ও নিদ্রা)

[নেপথ্যে গীত ও বাদ্য ।

গীত বাজের নিরুত্তি ।

বিলা । (হটাৎ চমকিত হয়ে) একি ! বেলা অতিরিক্ত হয়ে
পড়েচে । কেনা আস্চে, (দূরে দৃষ্টি করিয়া) এই যে,
মহারাজ আস্চেন । (পশ্চাতে মন্ত্রিকে দৃষ্টি করিয়া) আঃ!
মন্ত্রী মশায় আস্চেন যে, সাক্ষাৎ শনি বিশেষ ।
(ভাঙা মঙ্গল চণ্ডী কুস্পের গোড়া)

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ ।

মহারাজের জয় হউক, আস্চে আজ্ঞা হয় মন্ত্রী
মশায়, নমস্কার !!

মন্ত্রী । নমস্কার !! একি সখে বিলাসভুক, এ স্থানে একলা
এর কারণ কি ?

বিলা । মন্ত্রী মশায় ! আর কিছু ভাল লাগে না, এইরূপ একাকী
নির্জর্জনে বসে থাকলে মনের কিছু তৃপ্তি হয় । আহা !
মহারাজ কদিনে একে বারে অর্ধেক হয়ে গেছেন ।

রাজা । প্রিয় বয়স্য ! এখনও যে জীবিত আছি এই আশ্চর্য্য,
(মন্ত্রির প্রতি) অমাত্যবর ! বল দেখি আমার আর এ
ছার জীবনভার বহনের কি ফল ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! বলেন কি, আপনি অমন উন্মাদের দ্যায়
বাক্য প্রয়োগ কছেন কেন ? জন্ম হলে সকলকেই
মরুতে হবে, তবে কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে ; যত্ন
ঈশ্বরের হস্ত গত, তাঁহার কর্মে অসন্তোষ প্রকাশ
করা কোন ক্রমেই আমাদের উচিত নয় । তিনি

শিবময়, তিনি মঙ্গলময় পিতা, তাঁহার দ্বারা আমাদের কখন কোন বিষয়ে অমঙ্গল সাধন হবার সম্ভাবনা নাই। আমরা আপাততঃ সত্যই কিছুই বুঝতে পারি না। ক্ষীণতা প্রযুক্ত শোকে অভিভূত হয়ে তাঁহাকেই দোষী করি, কিন্তু ইহা নিতান্ত গর্হিত ও একান্ত নির্যোধের কর্ম্ম। বিশেষ বর্তমান বিষয়ে আপনার এরূপ অধৈর্য্য হওয়া নিতান্ত হীন বলের কর্ম্ম হচ্ছে, ঈশ্বর আপনার হস্তে কত শত সহস্র মনুষ্য প্রতিপালনের ভার অর্পণ করেছেন। আপনি এরূপ অধৈর্য্য হলে সমস্ত দেশের অমঙ্গল। মহারাজ বলেন কি, একটি পুত্রের মৃত্যুতে যদি এত অধীর হন, তবে এই গুর্জর রাজ্যস্থ শত সহস্র পুত্রের রক্ষা আর কে করবে। নরপতে! শোক সম্বরণ করুন। সেই পাপের দণ্ড কর্তা পুণ্যের পুরস্কর্তা, করুণার অদ্বিতীয় আকর পূর্ণ মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর দত্ত গুরুতর কার্য্যের যথাযোগ্য সমাধানে তৎপর হউন। তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে আমরা কখনই শোকে বিচলিত ও মোহে অভিভূত হই না। যখন আমাদের অন্তঃকরণে সেই বিশ্ব অমোঘ প্রধান পুরুষের

• মঙ্গলজ্যোতি প্রতিভাত হয়, তখন মোহ, শোক ও ভয় কোথায় পলায়ন করে। নরনাথ! জ্ঞান চক্ষুতে দর্শন করে হৃদয়স্থ সকল শোক হতে নিষ্কৃতি লাভ করুন ও রাজকার্য্যে মনো যোগী হউন। আপনাকে শোকাভিভূত দেখে প্রজাবর্গ হাহাকার কচ্ছে।

রাজ্যের প্রতি নয়ন উন্মীলন করুন, দেখুন যে কি
বিশৃঙ্খলই হচ্ছে ।

রাজা । অমাত্যবর ! যা বল্‌চো সকলি সত্য ও সকলই বোধ-
গম্য, কিন্তু মন ত বুঝে না, তা এক কর্ম কর, রাজ্যের
প্রতি তুমি একটু মনোযোগ রেখো, তা হলেই হবে ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র । এখন প্রজা-
গণ সকলে আপনার দ্বারে উপস্থিত । যদি আজ্ঞা
হয় ত একবার গিয়া সাক্ষাৎ করি ।

রাজা । মন্ত্রিবর শীঘ্র যাও । প্রজাগণ কি জন্যে এসেছে, তার
বিশেষ তত্ত্বাবধান না করে তাদের বিদায় করো না ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে ।

বিলা । (স্বগত) আঃ বাঁচলুম, ব্যাটা এখন ত দূর হলো বেশ
হয়েচে, এই সুযোগে দেখি কি কত্তে পারি, জয়দেব
প্রজাপতি ! তোমার মনে যা আছে তাই হবে ;
(প্রকাশে) মহারাজ শোক সম্বরণ করুন, মিথ্যা শোক
করে শরীর পতন করা কোন ক্রমেই উচিত নয়,
শরীর ভাল থাকলে এমন কত সন্তানের মুখ দেখ-
বেন, আপনার কিসের ব্যয়স ।

রাজা । সখে বিলাসভুক ! আর সন্তানের মুখ দেখে কাজ
নেই । সন্তান হওয়ায় যে কত সুখ তা বেশ জানতে
পেরেচি । প্রিয় বয়স্ক ! যদি কপালে তাই থাকত
তবে কেন এমন উপযুক্ত ছেলে মরে যাবে বল ।

বিলা । নরপতে ! ও কি কাজের কথা, অমন বুদ্ধিমান হয়ে
ও রূপ কথা বার্তা প্রয়োগ কচ্ছেন কেন ? আপুনি

রাজা। এই গুর্জরের অধিপতি, মনের ভাব এরূপ হলে কি রাজ্য রক্ষা হতে পারে, যদি বলেন, মহারাণীর পুত্র হবার আশা নাই, তা হলে রাজ্য রক্ষার জন্য পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যিক।

রাজা। প্রিয় বয়স্ক! আজ তোমার বাক্যে আমার শোকপয়োধি উচ্ছলিত হলো, রাজ্য রক্ষার জন্যে পুনরায় বিবাহ করুবো বল কি। এ ত পাগলের কথা, রাজ্যে আর আমার কি প্রয়োজন। তুমি অমন কথা আর বলো না।

বিলা। আমি পাগল কি, আপনি পাগল মহারাজ! রাজ নিয়ম প্রতিপালন কর্তে হলে এরূপ বৈরাগ্য ভাব করলে চলবে না। দেখুন না কেন অযোধ্যাধিপতি সূর্য্য বংশীয় রাজা দশরথ পুত্র কামনায়, এক শত মহিষীর পাণিগ্রহণ করেন, মহারাজ তাতে ক্ষতি কি?

রাজা। বিলাসভুক! আমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না, আর ভাল লাগে না। আমি চল্লুম্।

[প্রস্থান।

বিলা। অম্পে ছাড়া হবে না, মেয়েটাকে ভাল করে দেখলেই সকল শোক চলে যাবে। আমি আর হেথায় একলা কি করি, যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক ।



চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

(রাজ সভা ।)

রাজা ও মন্ত্রী—আসীন ।

নেপাথ্যে—হুর্ন্ত হুর্তাচার, অত্যাচারী, সুরাপায়ী, মুর্থ নরাধম-
দের আচরণে পাড়ায় বাস করা ভার হয়ে উঠলো,
দেশের রাজা যেমন অন্ধ হয়েছে, প্রজারাও সুযোগ
পেয়েচে ।

রাজা । অমাত্যবর ! শোন শোন, বহিঃপ্রদেশে কিসের গোল
হচ্ছে ।



সত্রাসে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণ । মহারাজের জয়লাভ হউক, শ্রীরুদ্ধি হউক, এ দরিদ্র
ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করুন, পাষণ্ড ধর্ম্মভ্রষ্ট মাতাল-
দের দমন করুন, আজ আমার সর্ব্বনাশ করেছে, ষণ্ড
গণ্ডগণ আমার কুলধর্ম্ম ও মান সকলি নষ্ট করেছে ।

রাজা । ব্রাহ্মণঠাকুর হয়েছে কি ? বলুন না ।

ব্রাহ্মণ । মহারাজ ! আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমায় কামড়ে
ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে ।



বিলাসভূকের প্রবেশ।

বিল।। (ব্রাহ্মণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) মহারাজ! একি!
(উদ্ভেষ্টস্বরে) ও ভট্টাচার্য্য মশায় হয়েছে কি, ও হাতে
গাম্‌চায় বাঁধা কি।

ব্রাহ্মণ। আরে বাপু! আজ মুখ দুর্দান্ত মাতালদের হাতে
পড়ে অপমানের এক শেষ হয়েছে। বাপু হে!
প্রতি দিন যজ্ঞমানের বাড়ী পূজা করে তণ্ডুলাদি
সংগ্রহ দ্বারা পরিবার ও পুত্রগণের ভরণ পোষণ করে
থাকি, বেলা দুই প্রহর অতীত হয়েছে, এখনও আহার
হয় নাই, আহা বালকগণ ও ব্রাহ্মণী আমার মুখ
প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি ঘরে গেলে পাক শাকের
উদ্যোগ হবে। এক বিধবা কন্যা আছে। দোষের
মধ্যে তাকে সঙ্গে করে আজ যজ্ঞমানের বাড়ী গিসু-
লুম। পথি মধ্যে এক দল ভয়ানক মাতাল এসে
আমায় ধল্লে, আহা হা, কন্যাটি বড়ই ধর্ম্ম শীলা, কি
অপমান! এখন তাকে ত ঘরে রেখে এসেচি, আর
এই দেখ কি অবস্থা করেছে। (চিবুক প্রদর্শন এবং
গাম্‌ছার গ্রহি খুলিয়া) দেখ হে বাপু দেখ, মহারাজ
দেখুন, চারি পাঁচ সের তণ্ডুলের মধ্যে এই কটা পড়ে
আছে। ব্যাটাঁরা ত আমাকে কাম্‌ড়ে ছিঁড়েচে, তবু
কন্যাকে বাঁচয়ে নেগেছি, কিন্তু রাগের চোটে গাম্‌ছা
খানা ছিঁড়ে দিয়েচে, চাউল গুলো ফেলে দিয়েচে,
উপকরণ গুলো সব খেয়ে ফেলেচে, কমলা লেবু গুলো

সব খেয়েচে, মদের মুখে টুকু বুঝি ভাল লাগে ।
আমার জন্যে ভাবি না, আজ অনাহারে পুত্রগণ ও
ব্রাহ্মণীর দশা কি হবে । মহারাজ ! রক্ষা করুন,
এদের হাত হতে রক্ষা করুন, রাজ্যে বাস করা ভার
হয়ে উঠেচে ।

বিল। ভট্টাচার্য্য মশায় ! মাতালদের নিন্দে করবেন না,
ঘরের মাতালে শেষে ছিঁড়ে খাবে ।

ব্রাহ্মণ। নিন্দে কর্তব্য যারা করে তাদেরই নিন্দে করি, তাতে
ভয় কি ? ঘরের কথা আবার কি বল ?

বিল। মশায় ! আপনার ভ্রাতাপুত্র, কোন দিন কি তার হাতে
পড়েন নি ।

ব্রাহ্মণ। বাপু ! তারা ভদ্র মাতাল, লেখা পড়া জ্ঞান আছে,
তাদের দ্বারা এরূপ জঘন্য কুৎসিত কাজ হয় না ।

বিল। আপনার ঘরে যা হয় তা কখনই কুৎসিত হয় না ।

নেপথ্যে—চৌ—কি—ডা—র তোমু কাঁহা লে যাতা হয় ।

ইয়ে কিস্কা মোকান হয়—বাবা মদ দেবে ত ।

মন্ত্রী। এ আবার কি গোল হয় ।

চৌকিদার সমভিব্যাহারে তিন জন সুরাপায়ীর প্রবেশ ।

বিল। দাঁতাল, মাতাল, শিঁঙেল, এই তিনটে মাতাল আস্চে,
হেথায় থাকা নয় ।

[বিলাসভূকের প্রস্থান ।

চৌকি। মহারাজ ! রাজ পথে এই তিন ব্যক্তি নিতান্ত
দৌরাশ্রয় করিতেছিল, এজন্য এদের রাজ সাক্ষাৎকারে
ধরে আনা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ! এই মহা পুরুষরাই আমার এই অবস্থা
করেছে, আঃ রাম বাঁচলুম, ব্যাটারা ধরা পড়েচে।

১ম মাতাল। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ত্রেতাযুগের ল্যাজ বাবা মাথায়
উটেচে, তবু বুদ্ধি খানি বাছার আমার ১৩ হাত, কত
বুদ্ধি ধর বাবা, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চ, আরসি,
এনে মুখ খানা দেখ বাবা, কিছু কালের জন্যে মনে
থাকবে। হেথায় ক্যান বাবা?

মন্ত্রী। আহা! এঁরাই দেশের ভদ্র লোক, এঁরা ভদ্র সন্তান,
কোথায় এঁদের নে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, না এঁরা
দেশের ও জাতির নাম ডুবুচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমশায়! দেখলেন ত রাজ সাক্ষাৎকারে এঁদের
এইরূপ ব্যবহার তাতে বুঝুন না, বাইরে এঁদের কত
দূর দর্প।

২য় মাতাল। বাম্বনের বুদ্ধি আ মরি আমারি মত। আমার বাড়ী
(মদ খেয়েচি বলে) নালিশ কত্তে এসেচে। (হুজীরের প্রতি)
কি ইয়ার এ আমার বাড়ী নয়।

৩য় মাতাল। বাবা এত বড় আমার বাড়ী। (মন্ত্রীর প্রতি) এক
গ্লাস ত্রাণ্ডি দাও বাবা।

মন্ত্রী। একি! আপনারা ভদ্র সন্তান, আপনাদের কথা বার্তা
ও ব্যবহারে বড়ই স্বর্ণা হচ্ছে, এ রাজকাড়ী মদ
চাও কি?

২য় মাতাল। বাবা বেস্ বলেচে, রাজা মদ বিক্রি করবেন,
তাতে দোষ নেই, আমরা খেলেই যত দোষ।

রাজা। অমাত্যবর! কি বলে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ! সুরা বিষয়ক কর থাকা হেতু এরা সুরাপান
রাজ নিয়ম বলে উল্লেখ করুতেছে।

রাজা। মন্ত্রিবর মাদক দ্রব্য ও সুরা বিক্রয় রাজ্যে বন্ধ হলে
আয় সম্বন্ধে অনেক হ্রাস হবে। এ বিষয় কল্য
বিবেচনা করা হবে। এই তিন জন ব্যক্তির দশ দশ
মুদ্রা দণ্ড করে ছেড়ে দাও। এবং বিংশতি মুদ্রা
রাজ সরকারে জমা দিয়ে দশ মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয় হউক, কি উত্তম বিচার, সাক্ষাৎ ধর্ম।
১ম মাতাল। (দ্বিতীয়ের প্রতি) দেখলে বাবা আমাদের মুখে
কোন কথা না শুনে বিচার হয়ে গেলো। ত্রিশ টাকা
দিতে হবে, বাবা দে যাও। তবে কি না দুটো কথা
বলতে পেলুম না। (মুদ্রা নিক্ষেপ)

মন্ত্রী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এই লউন। (দশ মুদ্রা প্রদান)

রাজা। অমাত্যবর! সভা ভঙ্গ কর। (সভা ভঙ্গ)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক ।



প্রথম রঙ্গস্থল ।

(বিলাস ভবন ।)

বিলাসভূক ও পুরোহিত—আসীন ।

বিলা । পুরুত মশায় ! রাজবংশ নিঃসন্তান হলো, এখন রাজ্য
রক্ষার উপায় কি বলুন ?

পুরো । রাজ্য রক্ষার উপায় রাজাই দেখবেন আমাদের সে
বিষয়ে চিন্তিত হবার আবশ্যিক কি ।

বিলা । পুরুত মশায় ! কেবল রাজ্য রক্ষা নয়, আমাদের মান
রক্ষা ও ক্ষুধা নিবারণ টাও চাই, উহার একটা উপায়
স্থির করা গেছে, আপনি বিশেষ যত্ন করলেই হয়ে
যেতে পারে । আর হয় যদি তবে পুনরায় আমাদের
আশা সকল বিষয়ে ফলবতী হবার সম্ভাবনা ।

পুরো । বাপু এমন ! তবে বল দেখি কি উপায় ।

বিলা । পুরুত মশায় ! রত্নবেদির সঙ্গে মহারাজের বিবাহ
দিতে পাল্লে আমাদের নয় কুষ্ঠি উদ্ধার হয় ।

পুরো । বিলাসভূক ! যা বল্চো ঠিক, হয় যদি তবে আমা-
দের অন্ন খায় কে । হতেও পারে, মহারাজের শোক
অনেক পরিমাণে নির্বাণ হয়েছে, মনটাও নরম হয়েছে,
তবেযে এক এক বার হা হতাশ করেন সে কেবল
দেখানে ।

রাজার প্রবেশ।

পুরো। (মহারাজের প্রতি) মহারাজ! অতি সুসময়ে এ সুখ ভবনে আপনার আবির্ভাব হলো, রাজলক্ষ্মী নির্বিবাদে রাজসংসারে ও রাজ্য মধ্যে অবস্থিতি করুন। রাজ গোচরে, মহারাজ, আমার এক বক্তব্য আছে।

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! কি বক্তব্য বলুন।

পুরো। মহারাজ! মহারাণীর পুত্র হবার বয়েস নাই। রাজ ধর্ম প্রতিপালনার্থে আপনার পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা বিধি, দেখুন বশিষ্ঠদেবের রাজ ধর্মে উক্তি রহিয়াছে।

পুত্রার্থে পুনঃ গ্রহেৎ ভার্য্যাম্

রাজ্য রক্ষার্থে পুনঃ পুনঃ

নরেশ নরকং যাস্তু

যন্মিন পুত্র নবিজতে

মহারাজ! রাজবংশে পুত্র না থাকিলে রাজাকে নরক-গামী হতে হয়, আর রাজ্যও রক্ষা হয় না, অতএব বিবেচনা করে দেখুন, রাজ্য রক্ষার্থে পুনরায় বিবাহ করাই শ্রেয়ঃ।

বিলা। (স্বগত) কি উপযুক্ত পুরুত, কি চমৎকার শ্লোকই আওড়ে দিলেন। (প্রকাশে) মহারাজ! আমাদের গুণবতী (চমকিত হইয়া) না না!! গুণবান্ পুরুত মশায়ের কাছে ত সব শুনলেন, এখন কি কর্তব্য বিবেচনা করুন।

রাজা। সখে বিলাসভুক, পুরোহিত মশায় ও আপনারা বলেন

কি তা বুঝতে পারি না। আমার সংসার-ললাম-ভুত
সৃষ্টিধর ক্লেশসেনীর যখন মৃত্যু হয়েছে তখন আমি আর
কোন্ লজ্জায়, কোন্ মুখে বিবাহ কভে উদ্যত হই,
আজ্জ কোথায় পুত্রের বিবাহ দে জীবন সার্থক করুবো
কোথায় পুত্রবধুর মুখ-সুধাকর দর্শন করে মনের
মালিন্য দূর করুবো, না আজ্জ নিঃসন্তান রাজা বলে
তোমরা বিবাহের প্রস্তাব কছো। না জানি পূর্বে
জন্মে কতই পাপ করেছিলাম, কত জীবের জীবন
নষ্ট করেছি, কত অনাথা রমণীর প্রাণতুল্য পুত্র রত্ন
বিনষ্ট করে তাদের চোকের জলে ভাসিয়েছি, কত
পিতার আশা তরু ছেদন করে হৃদয়স্থ শোণিত শুষ্ক
করেছি, আজ্জ, আমার এ দশা সেই সমস্ত পাপের ফল
ভোগ, আমি যে শাপগ্রস্ত হয়ে এই বিষম সর্বনাশের
ভাগী হলেম তার আর কোন সন্দেহই নেই। হায়
রে, আমায় আবার বিবাহ কভে হলো।

পুরো। ভবিষ্যতাই সকল কার্যের মূল, বর্তমান অবস্থায়
ব্যাকুল হয়ে কেউ কখন ভবিষ্যতের আশায় জলা-
ঞ্জলি দেয় না।

বিল। মহারাজ। এ রূপ গুরুতর বিষয়ে এ প্রকার ব্যাকুল
হলে চলবে না। আপনি আর এত অস্থির হন কেন?
রাজা। সখে! নির্মল মনস-সরসীর জল কি প্রবল বাতাহত
হয়ে স্থির থাকে, দাব-দন্ধ কুরঙ্গীর অন্তর ও দেহ কি
কখন সুস্থ থাকে।

বিল। মহারাজ! আপনি যাই বলুন, আমরা আপনার

মঙ্গলাকাজ্ঞী, আপনার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, আমরা ন্যায়সিদ্ধ ও বিচার সম্মত বিষয়ে প্রস্তাব করে-
 ছিলুম, তাতে আপনার এ রূপ আভাস দেখে নিতা-
 ন্তই জানলাম যে আমাদেরও যেমন অদৃষ্ট আপ-
 নারও সেই রূপ, আমরা কিছু দিন আপনার সহবাস
 পরিত্যাগ করি, জানি কি পোড়াকপালে বায়ুনের
 সহবাসে যদি এইরূপই হয়ে থাকে, মানে মানে এই
 বেলা সরে পড়ি। আজ আমাদের ন্যায্য কথা
 অন্যায় বোধ হচ্ছে, কাল না জানি আরও কি হয়।

রাজা। সখে! এই কি তোমার রাগ করবার সময়, তোমরা
 যা ষথার্থ বিবেচনা কর তাই করবে, তাতে আবার
 আমার মতামত কি।

পুরো। মহারাজ! ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবতই কিছু উগ্র-স্বভাবা-
 পন্ন হয়ে থাকে, তজ্জন্য বিলাসভূকের কোন দোষ
 গ্রহণ করবেন না। অদ্য বেলা অতিরিক্ত হলো চলুন
 আপনাকে রাজ বাড়িতে রেখে আমরা ঘরে যাই।

রাজা। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্বিষয়বানিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(মস্তুর ভবন ।)

রোহিণী—আসীন ।

বিজয়া ও সুলক্ষণার প্রবেশ ।

রোহি। ওলো ও বিজয়া, ও সুলক্ষণা, পথ ভুলে এ দিকে
এলি নাকি, তোরা যে ডুমুরের ফুল হয়েচিস্ ।

সুল। ঠানদিদি ! এক দণ্ড কি সময় পাই যে দেখা কত্তে
আসি, ইচ্ছে ত রোজ আসি, পারি কৈ ।

রোহি। আর পারবি কেন বল, নাজ্জামাইরে কি এমনি যে
তোদের আত্মীয় লোকের সঙ্গে দেখা কত্তে মানা করে
দেছে ।

সুল। ঠানদিদি ! ও কথা থাক্, এখন বল দেখি রাজ বাড়ীর
কি কথা শুন্তে পাচ্চি ।

রোহি। ওলো সুলক্ষণা রাজ বাড়ীর কথা আর শুনে কাজ
নেই, শুন্লে পইরে আর জাত থাকে না ।

বিজ। ঠানদিদি ! সত্যি সত্যি, রাজার এ হলো কি ? উম্মাদ
হয়ে পড়েচেন না কি । ছেলের জন্য বে করেন করুন,
তাতে কেউ কোন কথা কইতে পারে না । সেই ভাল

মানুষের মেয়েকে ছেলের জন্যে ত চুরি করে আন-
লেন, তার পর ত যা হবার তা হয়ে গেলো, এখন
আবার একি শুন্তে পাই তাকেই নাকি বে করবেন ।

তুল । এখন হয়েছে কি, আরও কত শুন্বি । দুটো বাম-
নেই ত রাজাকে খেলে ।

বিজ । তাই বটে, ঠিক বলেচিস্ বন্ ।

তুল । ঠানদিদি ! হলো কি ? যাকে বোঁ করবেন মনে করে-
ছিলেন, তার সঙ্গে একি ।

রোহি । দিদি ! রাজার দোষ দোবো কি, কালের দোষ, সব
কথা শুন্বি ত আয়, হেথায় কেউ কোথা থেকে
শুন্বে, এমন কথা বাইরে বলা নয় দেয়াল গুলোরো
কাণ আছে ।

তুল । তবে চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(রাজোদ্যান ।)

মহারাজ গজপতি রায়—আমীন ।

রাজা । আমি এই বৃক্ষের অন্তরালে পিপাসাতুর চাতকের ন্যায়
মনোমোহিনীর মুখ কাদমিনী দর্শন আশে প্রতীক্ষা
করি । স্মৃতি তাহার বাক্য প্রমাণ নবীনা ষোড়শী
কামিনীকে এই অপরাহ্ন সময়ে সরোবরে আনুভে
বিলম্ব করবে না । সূর্য্যদেব অস্ত প্রায়, যদি আসে
ত এই সুসময়, আমি এই স্থানেই বসি । কামিনীর
মন অতি কোমল, আমি বিনতি ও মিনতি দ্বারা তাহার
সম্মতি গ্রহণ করব, তাতে যদি না হয়, চরণে ধরুব ।
একবার বিফল হয়েচি, তাতে খেদ নাই, আজ্ ইন্দু
নিভাননার অমূল্য চরণ কমল চুষন করে, তাহার
অভিমান ও রোষের শাস্তি সাধন দ্বারা বাসনামূরুপ
ফলাস্বাদনে কৃতকার্য হবই হব । (দূরে দৃষ্টি করিয়া)
এই না কারা আসূচে, এই ত বটে, আমি নিস্তব্ধ হয়ে
থাকি । (রাজার গুপ্তভাবে বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

স্মৃতি ও রত্নবেদিকার প্রবেশ ।

রত্ন । ওলো স্মৃতি ! বেলা যে আর নেই, ঐ দেখ্ দেখ্
পুষ্প বনে ক্লমকলি ফুল ফুটে উটেচে, সরোবরের
দিকে চেয়ে দেখ্ কমলিনী স্নান হচ্ছে, ঐ দেখ্ পঞ্চ-
বটী বনস্থ রত্নের শাখায় নানা দিক্ হতে বিহগগণ
উড়ে এসে বসুচে । আহা হা ! স্মৃতি ! দেখ্ লো
দেখ্ কেমন সুন্দর পাখীটি দেখ্ । চিত্রের কি বা
পারিপাট্য, হরিত বর্ণের উপর রক্তবিন্দু কি বা মনো-
হর শোভা হয়েছে, আহা চোখ দুটি কেমন লাল ।
ঐ শোন্ লো শোন্, কেমন শিস্ দিচ্ছে ।

স্মৃ । আ মরি মরি ! বেশ শিস্ দিচ্ছে ।

রত্ন । স্মৃতি ! পাখীটিকে দেখতে পেয়েচিস্ কি ।

স্মৃ । না গো, বেশ দেখতে পাই নি ।

রত্ন । কেন ঐ বকুল গাছের ছোট ডালটিতে দেখ্ দেখিন্ ।

স্মৃ । হ্যাঁ গো হ্যাঁ বেশ দেখতে পেয়েচি, আহা, এমন পাখী
ত কখন দেখি নি ।

রাজা । (রক্তান্তরালে স্বগত) চক্ষু আর নীমিলন কতে ইচ্ছে হয়
না, ইচ্ছে হচ্ছে যে ঐ ছবি খানি স্মৃখে রেখে সততই
দেখি । অন্তর ঐ দিকেই ধাবিত হচ্ছে । স্মৃতি আর
বিলম্ব করে কেন, আর যে আমি গুপ্তভাবে থাকতে
পারি না । নয়নের কিবা ভাব, বদনের কিবা লালিত্য,
জ্বর কিবা ভঙ্গি, জ্বরণের এক রসে দুটি নীল বকের
কলিকা-স্বরূপ হয়ে কি অপরূপই শোভা ধারণ করেছে ।

রত্ন । স্মৃতি ! বেলা যে সব গেল, কৈ গাম্ছা খানা দে ।

সুম । (বস্ত্রাদি সমস্ত দর্শন করিয়া) কৈ গো গাম্ছা খানা যে দেখতে পাই না ভুলে এলুম নাকি, যাই গাম্ছা খানা নে আসি, ভুলেই এয়েচি ।

রত্ন । যা শিগির আসিসু, আমার একলা থাকতে ভয় করে ।

সুম । এই খেনে আছি মনে কর না, যাবো আর আসবো ।
(স্বগত) আসবোই যদি তবে কি গাম্ছা ভুলে আসি ।

[সুমতির প্রস্থান ।

রাজা । (অন্তরালে) সুমতি ত তার কাজ ক'রে চ'লে গেল, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন কি কিন্তু আমার সর্ব শরীর কাঁপতেছে, কি রূপে সুন্দরীর লজ্জার অপনয় করবো, পূর্ণ সুধাকর মেঘ জালে আচ্ছন্ন থাকলে চকোর কখন মনোরথ পূর্ণ করতে পারে না, অতএব যাই একেবারে চরণে গিয়ে ধরি, এই উত্তম উপায় হয়েছে ।

রত্ন । সন্ধ্যা হয়ে এলো এখনও সুমতি এলো না, ভয় হচ্ছে ।
পালাই । (গমনোচ্ছত)

রাজা । (রক্ষান্তরাল হইতে বহির্ভূত) সুন্দরী, রূপসী, এ অনুগত দাস, তোমার অনুবর্তী হয়েই আছে, ভয় কিসের ।

রত্ন । (সচকিতে ও স্বগত) যার ভয় কচ্ছিলুম, তাই এসে ঘটলো । এখন করি কি । (নিস্তব্ধ) .

রাজা । দেব হৃলভে ! এ অনুগত জনের প্রতি-রূপা কর, হে ললনে ! এ পতিত জনকে উদ্ধার কর, হে সুচ-

রিতে ! আর আমায় দণ্ড করো না, তোমার সুধাসিক্ত
বাক্য দ্বারা এ তাপিত প্রাণকে শীতল কর, এখনও
কথা কইলে না, তোমার চরণে ধরি, দুটো কথা কয়ে
এ অধীনের ক্ষোভ দূর কর, হে চন্দ্রাননে তোমার ও
সুধাংশুবদনামৃত দানে তৃষিত চকোরের তৃষ্ণা দূর কর।

নিমন্ত্বে বিলাসভূকের প্রবেশ ।

বিলা । (গুপ্তভাবে রক্ষাস্তরালে অবস্থিতি) বাঃ কি মজাই হয়েছে,
কাঁটার মুখ কে ছুঁচলো করে দেয় । এখন হলে হয়,
মহারাজকে যে ব্যস্ত দেখুটি তাতে হওয়া ভার, রাজার
ইচ্ছেটা যে আজই হয়, দেখা যাক কত দূর হয় ।

রাজা । হে কমল-নয়নে ! হে বিধু-বদনে ! তুমি আমার রাজ
সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবে, তুমি আমার অতুল
ঐশ্বর্যের ঈশ্বরী হবে, আমায় কেন আর বঞ্চনা কর,
আমি আমার প্রাণ ও মন সকলি তোমাতে অর্পণ
করেছি, তোমার চরণে ধরি, । (চরণ ধারণ ও ভূমে পতন)

রত্ন । মহারাজ করেন কি ! আমি যে আপনার কন্যা স্বরূপা,
আমার সহিত একি ব্যবহার !! পা ছেড়ে দিন ।

রাজা । পায়ে না ধরলে নারীর মান যায় না, মনোমোহিনি !
অগ্নি, মধু-ভাষিণি ! তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠ-বিনির্গত
বাক্য শ্রবণে মন তৃপ্ত ও শরীর শীতল হলো,
যথার্থ বলেছ, তুমি আমার কামিনী স্বরূপ, প্রিয়ে !
প্রেম-ব্রতের প্রতিষ্ঠা হেতু এ অনুগত জনকে দয়া
কর । (ভূমি হইতে উঠিয়া, হস্ত ধারণে উজ্জত)

নেপথ্যে। রে ছুরাচার! রে কুলাঙ্গার! রে পাপিষ্ঠ! রে
নরাধম! রে পাষণ্ড! এই কি তোর রাজধর্ম, তুই কোন্
সাহসে এই ধর্ম শীলা রাজনন্দিনীর অক্ষত অঙ্গ স্পর্শ
কভে চাস, রে ভ্রষ্ট মতি কুল নাশক! এখন কি তোর
চেতনা হয় নাই। এই পাপে তোর বংশ নিশূল হবে।
(রাজা সচকিতে দণ্ডায়মান ইত্যবসরে রত্নবেদিকার পলায়ন)

রাজা। কে এ সময় গুপ্তভাবে উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি কর-
তেছে। (চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ রত্নবেদিকা
কোথায় গেল।

বিলাসভূকের স্বকান্তরাল হইতে বহির্ভব।

বিলা। মহারাজ! এ অসময়ে উদ্যান মধ্যে কি হচ্ছে।

রাজা। সখে! আর হবে কি।

বিলা। মহারাজ! প্রেমের পথ অতি দুর্লভ, আপনার মত
লোকের সে পথে প্রতি পদার্পণেই পদস্থলন হয়।
অমন ব্যাকুল হলে কি কার্য সুসিদ্ধ হয়ে থাকে।

রাজা। সখে! তবে সকলি অবগত হয়েচ, ভালই হয়েচে,
বলতে পার, আমার কে লুক্কায়িত ভাবে যার পর
নাই ভৎসনা কল্লে, আর হৃদয়-শারিকা রত্নবেদিকাই
বা কোথায় গেল।

বিলা। মহারাজ! আমারও ভৎসনা বাক্য শুনে অদ্ভুত জ্ঞান
হচ্ছে। কে যে বল্লে কিছুই স্থির কভে পাল্লুম না। কোকন-
রাজ তনয়া বা কোথায় গেল, তাও দেখতে পেলুম না।

রাজা । সখে ! তবে এসো একবার আমরা এই উদ্যান মধ্যে
ও বাহিরে অন্বেষণ করি ।

বিলা । চলুন তাই করা যাক, আমি উদ্যান বাহিরে যাই,
আপনি উদ্যান মধ্যে দেখুন ।

[বিলাসভূকের প্রস্থান ।

রাজা । (অগ্রসর ও সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) কি শুভাদৃষ্ট ! তৃষিত
চকোরে সুখাদানে সুখাকর স্বয়ং উপস্থিত । হৃদয়
রত্ন, রত্নবেদিকা এই দিকে আসুচেন । (প্রকাশে)
প্রিয়ে ! (সচকিতে) একি ! কুরঙ্গী-ভ্রমে ব্যাত্মীকে
সম্বোধন কচ্চি, এ যে রাণী সুরমা দেখ্চি । কে ও ।

রাণীর প্রবেশ ।

রাণী । নরনাথ ! এ আপনার শ্রীচরণ সেবিকা সুরমা । বহু
দিবসাবধি ও চরণ দর্শনাত্নাবে মন অতি ব্যাকুল
হয়েচে, এই সুখময়ী জ্যোৎস্না রজনীতে এ দন্ধ হৃদয়ে
সুখের লেশ মাত্র নাই । শয়নে শয্যা কণ্টক ক্রেশ
অনুভব হলো, হৃদয় বল্লভ ! আর কি এ অধিনীর মুখ
দেখবেন না ? এ চিন্তায় পতি প্রাণা রমণী কি স্থির
থাকতে পারে । রজনীতে মিত্রার অভাব, আপনার
করুণা লাভ আশে এ অসময়ে দাসী সঙ্গে উদ্যানে
এলেম, হৃদয়েশ ! অধিনীর প্রাণ ও মান রক্ষা করুন ।
দাসীর এই ভিক্ষা—

রাজা । (কাপ্পানিক কোপ ভরে) আমি এ সময় অতি ব্যস্ত আছি,
আমার তোমার সঙ্গে রঙ্গ করবার সময় নয় ।

[রাজার প্রস্থান ।

রাণী । (চিন্তা) হা বিধাতঃ ! এত দিনের পর দেখা হয়ে কি
এই দুর্কিসহ ক্রেশের ভাগী হলেম, নিতান্ত পোড়া
কপাল না হলে কি এমন হয় ? ওরে পাষণ হৃদয় !
এখনও বিদীর্ণ হৃদিসু না কেন ? সকল দিকেই দুর্দৈব,
যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি ।
পতির সহবাসিনী আছি, এই স্মৃথে কোন জ্বালাতে
আর জ্বলি না । পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতিই গতি ও
পতিই স্বর্গ, পতির এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে আর এ
হার জীবন কি রূপে রাখি, আজ আমি জীবনে এ
জীবন অর্পণ করে সকল জ্বালা হতে নিষ্কৃতি হব,
আজ্জানকীর ন্যায় পতি সমক্ষে এ জীবন পরিত্যাগ
করে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো । এই রজ-
নীতে পতি আমার কি রূপে আমায় একাকিনী উদ্যানে
রেখে চলে গেলেন । আমার আর এ স্থানে থেকে
হবে কি, যাই ।

[রাণীর প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চম রঙ্গস্থল ।

(সুড়ঙ্গ পথ ।)

রত্নবেদিকা—আসীন ।

রত্ন । হারে বিধাত ! অবলার কপালে আর কত কষ্ট আছে,
এ রাত্রে এখন যাই কোথা, কি করি, রাজবংশে
এমন অষ্টমতি, দুরাচার, নৃশংস ত কখনও দেখি নি,
সম্মুখে বোধ করি, রাজ-পুরবাসিনীগণের দেব চন্দ্র-
চূড়ের মন্দিরে যাবার সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের দ্বার মোচন
করে যদি চন্দ্রশেখরের আশ্রয় নিতে পারি, তবেই এ
যাত্রা রক্ষা পাই । কিন্তু দ্বার মোচন করা কি আমার
কর্ম । (দূরে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্টে) এ কে দূরে আসূচে,
জানি না অদৃষ্টে আবার কি আছে ।

দূরস্থ অবয়ব । রাজার স্বভাব আজ সকলি দেখলাম, নিজ
প্রত্যাশপন্নমতি প্রভাবে অবলা কুলবালার কুল ধর্ম
ও মান রক্ষা করেচি । অদৃশ্যভাবে আমি এরূপ
ভৎসনা বাক্য না প্রয়োগ কଲো, দুরাচার রাজা
কখনই অশ্লীল ছাড়তো না । (যুবা ক্রমে সম্মুখে উপস্থিত
ও রত্নবেদিকা ভীত হইয়া পলায়নোত্তত)

অপরিচিত ব্যক্তি । মান্যো ! আপনার অবস্থা সকলি আমি
অবগত আছি, এ দ্রিয়ামায় একাকিনী কোথায়
যাবেন, আমি আপনার মঙ্গলাকাজক্ষী, আমার দ্বারা
আপনার এ সময়ে যে রূপে যে কোন উপকার হতে
পারে তা হবে ।

রত্ন । মহাশয় ! আপনার আশ্বাস বাক্যে আমার ভরসা
হলো, মনে সাহসের উদয় হলো, এ অসময়ে সভ্যতার
রীতি নীতি প্রদর্শন করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য
দোষ গ্রহণ করুবেন না, যদি এ অনাথিনীর উপর কৃপা
হয়ে থাকে, তবে অনুগ্রহ ক'রে এই সম্মুখস্থ স্তূড়ঙ্গদ্বার
মোচন ক'রে এ দুঃখিনীকে উপকৃত ও চিরবাধিত
করুন, আমার অবস্থা আপনি কি রূপে অবগত
হইলেন, সে বিষয় শোনবার আরসময় নাই । হে !
যুবক বর ! সময় গুণে আপনার পরিচয় গ্রহণ কর্ত্তেও
অক্ষম ।

যুবা । নবীনে ! আপনাকে কোন বিষয়ে সঙ্কুচিত হতে
হবে না । সরলে ! এই স্তূড়ঙ্গ দ্বার মোচন ক'রে দি ।
(স্তূড়ঙ্গদ্বার মোচন ও দূরে পাদ নিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া)

সুন্দরি ! দেখ দেখি, কে বুঝি আস্চে ।

রত্ন । (স্পষ্ট রূপে স্মৃতিকে দেখিয়া) হ্যাঁ আমার দাসী স্মৃতি
আস্চে ।

যুবা । তবে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, দ্বার মুক্ত
রইলো, আমি চল্লুম্ ।

[যুবাব প্রস্থান]

রত্নবেদিকা নাটক ।

সুমতির প্রবেশ ।

রত্ন । কেলো ! সুমতি যে লো, এই না গাম্‌চা আনতে
গিছিলি ।

সুম । ওগো ! আর কিছু বলো না, কেঁদে কেঁদে চোক
ফুলয়ে ফেলেচি ।

রত্ন । ওলো ! আর কাঁদে হবে না, সব বোজা গেছে, আর
দাঁড়াতে পারি না চল্লুম, পরে দেখা হয় ত সব বলবো ।

সুম । ওগো ! যাবে কোথা, আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল ।

রত্ন । ওলো ! তা হবে না, তুই এই সুড়ঙ্গের দ্বারটা বন্ধ করে
যা, আমি ইহার ভেতর দিয়ে মন্দিরে চলে যাই,
আমার ভাল চাসু ত আর দেরি করাসু নি ।

সুম । ওগো ! সত্যি সত্যি, যাবে নাকি ? এত রাত্রে আই-
বুড়ো যুবো মেয়ে একলা যাবি, তবে আর, আমি
কাচুটা ক'রে দি ।

রত্ন । আর কাচু ক'রে কাজ নেই, আইবুড়ো যুবো মেয়ের
যা হবার তা সেই বাগানেই হয়ে ছিলো । (সুড়ঙ্গ মধ্যে
প্রবেশোত্ত ও সুমতি রত্নবেদীর হস্ত ধারণ ও মস্তক স্পর্শ
করে—)

ইহুর হুঁহুর পথের সাপ,

জলের কুমীর বনের বাঘ,

পথ ছেড়ে দাও পঞ্চমা,

রত্নবেদি যাবে অনাথ ধর্মের ঠাই,

কার আজ্ঞে ? এ বড় বীর বাপ নরসিংহের আজ্ঞে,

(সুৎকার প্রদান)

রত্ন । হয়েছে ত, তবে ছেড়ে দে, দোরটা বন্ধ করে যা ।
আমি যে সুড়ঙ্গ পথে গেছি, কারুর কাছে বলিসু নি ।
(সুড়ঙ্গে রত্নবেদির প্রবেশ)

[সুমতি সুড়ঙ্গদ্বার বন্ধ করে প্রস্থান ।

সুবার পুনঃ প্রবেশ ।

সুবা । সুড়ঙ্গের দ্বার বন্ধ রয়েছে, সুন্দরী সুড়ঙ্গ পথেই গেছে,
তার আর সন্দেহ নেই, ইচ্ছা হচ্ছে আমিও এই পথে
যাই । প্রহরীরা সকলেই নিদ্রাগত, কারাগার হতে
বাহির হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি, এই পথেই
পলায়নের সুবিধা, আমার পালানও হবে, আর
সেই শরচ্ছত্র বিনিমিত বদনা ললনা যদি এই পথ
অবলম্বন করে থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের
ও সম্ভাবনা, শশি কিরণে সেই শশিবদনার হরি-
গাঞ্জে আমার অবয়ব অঙ্কিত হয়ে থাকবে, প্রথম
দর্শনাবধি মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে । আমার আর
বিলম্ব করা উচিত নয়, আমি এই সুড়ঙ্গ পথে সেই
সুন্দর রঞ্জিত করপল্লব সম্পন্ন কামিনীর পশ্চাদমু-
বর্ত্তী হই । (সুড়ঙ্গ দ্বার মোচনশ্রুত ও হটাৎ মনুষ্য পাদ
নিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া) একি ! কারা আস্চে, সন্ধ্যার পর
থেকে কারাগার হতে বাহির হয়ে শেষে বা বুঝি
ধরা পড়তে হলো, ধরে ধরুক, পালান না ।

রাজা ও বিলাসভূকের প্রবেশ ।

বিলা । মহারাজ ঐ না কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

রাজা । হাঁ তাই ত, এত পরিশ্রমের পর বুঝি এই বার সফল হলুম, এত দূরে আসুর্বে এত স্বপ্নের অগোচর, আমরা বাগানের পাশে পাশে বেড়াছিলাম, একটু এগিয়ে এলে বোধ করি ধরা পেতুম্, আর এ কথাটা কাকেও বলবার নয়, তা হলে এ দিক, ও দিকে লোক পাঠালেও হতো। (ঐ স্থানের নিকটবর্তি হয়ে) সখে বিলাসভুরু ! এত আশা বুঝি বিফল হলো, এ যে পুরুষ দেখছি, একে কোথায় দেখিছি বোধ হচ্ছে। এই না সেই দম্ভ যে সেই সর্ষে পড়া মেরে সেই ছোঁড়াকে মেরে ফেলেছে। এ যে কারাগারে ছিলো, হেথায় কি করে এলো, (যুবক প্রতি) তুই কে ? হেথা কেন ?

যুবা । আমি কারাবাসী ।

রাজা । হেথা কেন ?

যুবা । নিরপরাধীকে কারাবাসী করা রাজ ধর্ম নয়, আমি কারা হইতে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে বাহির হয়েছি, এখন আপনার যাহা বাসনা হয় করুন ।

রাজা । আমার বাসনা কাল বিচারাবসানে অবগত হবি ।
তোমার প্রাণ দণ্ড কল্লেও আমার ক্রোধের অবসান হয় না । এখন আয় তোমার স্বস্থানে তোকে রেখে আসি । (বিলাসভূকের প্রতি) সখে বিলাসভুরু ! এসো !

কারাগারে একবার যাই, প্রহরীরা সব কি কক্ষে
দেখে আসি, সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্মে নিতান্ত
অমনোযোগী বোধ হচ্ছে, এই দম্য বালককে নিভৃত
কারা কুপে আজ রক্ষা করবো।

বিলা। আজকের রাতটে এই রূপেই গেলো, যদি কার্য
সফল হতো তবু এ কষ্ট, কষ্ট বোধ হতো না। চলুন
যাই।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

পমল পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজ অন্তঃপুর ।)

কুসুমকলি—আমীন ।

কুসুম । ষামিনীর চতুর্থ যাম উপস্থিত । স্মৃতি সেই গেলো
আর এলো না, আহা কোমলাঙ্গীর কোমল অন্তর
অপমান হতাশে দগ্ধ হচ্ছে । আজ লজ্জাবতীর মুখ
কুসুম লজ্জায় স্নান হয়ে গেছে । হা জগদীশ্বর ! আজ
না জানি সে কতই ভাবচে, আজ তার নয়ন বারিতে
বোধ করি পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে । আহা ! রাজবালা,
একে অভিমানী, তাতে অম্প বয়স্কা, তাতে আবার
বিদেশ, নিকটে আত্মীয় পরিজন কেহই নাই, না জানি
সে মনে মনে কতই বিপদ আশঙ্কা ক'রে কি ভয়াবহ
উপায়ই স্থির কচ্ছে, আজ তার শোক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে,
সমস্ত রজনী একাকিনী, এই অপরিচিত স্থান তাতে
প্রতি ক্ষণই শশঙ্কিত, কোন গ্রহরীর হাতেই বা পড়লো,
তাই বা কত অপমান ও ক্লেশ-কর, এ সব কি তার
শোক সমুপ্ত হৃদয়ে সহ্য হতে পারে ? হে ভগবন্ সেই
নির্দোষী নিরপরাধ সরলা সুকুমারী ললনা এই
রজনীতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করেছে, নথ !
অধিনীর এই ভিক্ষা যে সে কোন কষ্ট না পায় ।

সুমতির প্রবেশ ।

ওলো সুমতি ! দেখা পেলি কি !

সুম । না গো ! এই সমস্ত রাতটে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম দেখা
ত পেলুম না ।

কুম্ভ । সুমতি ! কি হবে বল দেখি ভেবে যে আর বাঁচি না ।

সুম । ভাবনার কথা, তার আর করবো কি ।

রাণী সুরমার প্রবেশ ।

রাণী । ওমা কুমুমকলি ! এখনি জেগেচিস্ যে মা ।

কুম্ভ । মা ! সমস্ত রাতই ত জেগে আছি ।

রাণী । কেন মা, তোর আবার কি হলো ।

সুম । আপনার কি হয়েছে বলুন দেখি, চোখ দেখে বোধ
হচ্ছে যে আপনিও সমস্ত রাত নিদ্রা যান নি ।

রাণী । সুমতি আমার কথা কেন কোস, আমার ঘুম কি ক'রে
হবে বল, আমার কি এক জ্বালা আমার শতক
জ্বালা ।

কুম্ভ । মা ! রাত শেষ হয়েছে, আমি এক বার ছাতের উপরে
গে বসি ।

রাণী । যাও মা ! প্রভাতের বাতাসে শরীরকে শীতল করবে ।

[কুমুমকলিকার প্রস্থান ।

সুম। মহারানী! কি হয়েছে বলুনই না, আমার শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, আর তেমন তেমন হয় ত আর কোন উপায়ও করা যেতে পারে।

রানী। (দীর্ঘশ্বাস) সুমতি! মরণই তার উপায়, জ্যান্তে তার আর উপায় নেই।

সুম। কেন অমন অধৈর্য্য হন কেন, বলুনই না, উপায় থাকবে না কেন।

রানী। ওলো! তবে লজ্জার মাথা খেয়ে বলি।

সুম। তার আবার লজ্জা কি।

রানী। পতি মতি, পতিগতি, পতি মম জ্ঞান।

পতি রে ছাড়িয়ে কিসে বাঁচিবে লো প্রাণ ॥

বহু দিন হলো রাজা উদ্ভান ভবনে।

কাটিছেন সদা কাল না হেরি নয়নে ॥

কি উপায় এর আছে বল লো সুমতি।

হৃপতির মন ফিরে হয় লো সুমতি ॥

সুম। এই কথা বই ত নয়, সময় অতি উত্তম, এমন সময়ে এ সকল কাজ বড়ই ফলদায়ক। একটু অপেক্ষা করুন আমি এলুম বলে। (সুমতির প্রস্থান ও পান, স্নপারি, জাঁতি ইত্যাদি হস্তে পুনঃ প্রবেশ)

মহারানী! এই পানটি স্বহস্তে চিরুন, (রানীর হস্তে তাহুল প্রদান) আমি মন্ত্র বলি।

পানের বোঁটা ধুঁতরো কাটি।

চেরা পানে গড়ালুটি ॥

ঠাকুরানী বোঁটাটা ফেলে দিন।

রানী। এই দিলুম, (বোঁটা প্রক্ষেপ)

সুম । এই জাঁতি খানি নিন, আর এই সুপারি টি কাটুন
(জাঁতি ও সুপারি প্রদান) আমি মন্ত্ৰ বলি ।

গোঁরী দেন সিদ্ধি বাটা ।

শঙ্কর বলেন সিদ্ধি ঘোঁটা ॥

বলুন সিদ্ধি ।

রাণী । সিদ্ধি ।

সুম । সকল কার্য্য সিদ্ধি, এখন এই পানটিকে ভাল ক'রে
চুন, খয়ের, মস্লা, টস্লা দিয়ে সাজুন দেখি ।

রাণী । (পান সাজা ও স্মৃতি হস্তে প্রদান) এই নেলো স্মৃতি ।

সুম । বেস্ মনের সহিত সেজেচো ত ।

রাণী । ই্যা মনের সহিত সেজেছি ।

সুম । (পান হস্তে মন্ত্ৰ পাঠ)

গোরাগিনী গোবাগিনী

গো কাটে সহজ ডাকিনী

আর পার্বতী কাটেন গো

মহাদেব চেরেন পান

এই পান গজপতি রায়কে খাওয়ালুম কারণে

রাণী স্মরণকে না ছাড়ে মরণে

জ্যাণ্ডে হয় গলার কাঁটি

মলে নেয় শ্মশান আড়ার মাটি

হ সিদ্ধি গুরুর পা,

কাঁওরের কামিন্ধো মা,

কার আজ্যো, হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্যো

আপনার এই পানপড়া রাজাকে শিগির লাগে

দোছাই হাঁড়ী কি শিগির লাগে ।

কু কু কু ।

মা ! এই পানটি রাজাকে কোন উপায়ে পাটয়ে দেবেন, তা এমন গুরুর আজ্ঞে নয়, কয়েন থেকে এসে লুটয়ে পড়বেন ।

রাণী । স্মৃতি ! আজ তোর কল্যাণে প্রাণটা যেন ধড়ে এলো । যা বলি তাই ক'রবো, ভোর হয়ে পড়েচে, চ মুখ হাত ধুই গে ।

উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।



পঞ্চম অঙ্ক ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

(রাজ সভা ।)

এক দিক্ হতে রাজা ও অপর দিক্ হতে মন্ত্রী প্রবেশ ।

রাজা । এসো অমাত্যবর এসো, এ সময়ে যে, কি মনে করে ।
মন্ত্রী । একটি বড় আশ্চর্য্য অথচ রাজ সংসারের পক্ষে
অশুভ ঘটনা ঘটেচে তাই মহারাজকে সম্বাদ দিতে
এলাম ।

রাজা । (ভ্রম্ভে) কি ! কি ! বলই না ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! আজ প্রত্যুষ সময়ে দেব চন্দ্রচূড়ের মন্দির
সমক্ষে ভ্রমণ কন্তে কন্তে মন্দিরাভ্যন্তরে বামা স্বর
শুনতে পেলাম, মহারাজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ
করে বোধ হলো যেন কোন রমণী শোক সন্তপ্ত
হৃদয়ে, অতি মৃদু স্বরে, কাতর বচনে, দেব চন্দ্রচূড়
সন্নিধানে রক্ষা হেতু আরাধনা কচ্ছে, “হে দেব চন্দ্র-
চূড়, এ অনাধিনী, এ হত ভাগিনী, তোমার আশ্র-
য়স্থা হয়েছে, এখন তুমিই রক্ষা করো এ অধিনী রক্ষা
পায়, হে দেব ! এখন তুমিই মান রাখলে এ দুঃখিনী
এ বিষম অপমান হৃদ হতে উদ্ধার হয়” মহারাজ !

এ সমস্ত কাতরোল্লি শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, অগ্গে অগ্গে মন্দির দ্বার দেশে গিয়ে দেখি, যে অতি পরমা সুন্দরী অপ্সরা বিনিমিত সুলক্ষণা কামিনী নয়ন মুদ্রিত হয়ে, স্থিরভাবে দেব দেবের অর্চনা করছে। প্রকৃত বোধ হলো যেন মন্থখ মোহিনী রতি দেবী দেবাদিদেব মহাদেব সন্নিধানে মীন কেতনের পুনর্জীবন প্রার্থনা করছে। কামিনীর অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি দর্শনে বোধ হলো যেন কোকন রাজ হুহিতা, কিন্তু অত প্রত্যুষ সময়ে মন্দিরাভ্যন্তরে একাকিনী দেখে সন্দেহ উপস্থিত হলো। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করায় জিজ্ঞাসা করলাম, “মা এ প্রভাত সময়ে একাকিনী চন্দ্রশেখরের উপাসনায় অনন্যমনা আছেন আপনি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করুণা মাত্র সেই অসামান্য রূপ গুণ সম্পন্ন কামিনীর কমল নয়ন হতে অনর্গল প্রবল বেগে অশ্রু স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল পরে অবগত হলাম তিনি কোকন রাজ-তনয়াই বটে।

বিলাসভূকের প্রবেশ।

বিলা। (শশব্যস্তে) মহারাজ! হয়েছে, দেখা পেয়েছি। (চকিতে মন্ত্রীকে দর্শন করিয়া স্বগত) এই যে আগেই এসে বসে-ছেন, বাবা তোমার খুরে নমস্কার, তোমার পেটে পেটে এত তা জানি না, একেবারে বাড়ীর ভেতর পুরেচেন।

রাজা । সখে ! এসো, অমাত্যবরের নিকট সকল কথা
শোন সে ।

বিল । আর শুন্বো কি, দেখলে আর কে শুন্তে চায় ।

রাজা । সখে ! কোথা দেখলে ?

বিল । আপনার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি জানেন ।

মন্ত্রী । নরনাথ ! দেবমন্দির হতে কামিনীকে আমার অন্তঃ-
পুরে রেখে এসেছি ।

রাজা । (বিলাসভূকের প্রতি) সখে ! নিশীথ সময়ে তমসাবৃত
সুড়ঙ্গ পথ দিয়া ষোড়শ বর্ষীয়া কামিনী একাকিনী কি
প্রকারে দেব চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে উপস্থিত হলো, এ
অবলা রাজবালার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভবে না,
রমণীর পক্ষে সেই সুড়ঙ্গ দ্বার মোচন করা নিতান্ত
অসম্ভব ।

বিল । মহারাজ ! গত রাত্রে সুড়ঙ্গ দ্বারে সেই বালকটিকে
দেখে ছিলেন মনে পড়ে কি ?

রাজা । সখে ! ঠিক কথা, আমারও ঐ সন্দেহ হচ্ছিলো এ
যে ঐ দস্যু বালকের কর্ম্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই । আজ আমি সেই দুর্মতি বালকের হৃদয়স্থ
শোণিত দ্বারা আমার অন্তরস্থ প্রজ্জ্বলিত হৃতাশন
নির্ব্বাণ করবো । সেই দুষ্ট যুবো ত্বরায় আমার সমক্ষে
আসিয়া উপস্থিত হবে, কারাগার হইতে আনয়নের
অনুমতি প্রদান করেছি ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! ঐ সুকুমার যুবুর প্রতি মিথ্যা ক্রোধ করেন
কেন ? উহার কি অপরাধ ? সত্য সত্যই যদি যুবো

বিপদ গ্রস্ত। কুল-ললনাকে সুড়ঙ্গ পথ দর্শাইয়া বিপদ হতে উদ্ধার ক'রে থাকে তাতে সে কি প্রকারে অপ-রাধী হতে পারে।

বিলা। মন্ত্রিঠাকুর ! কুল-ললনার বড়ই বিপথ দেখে ছিলেন, এখন আপনি সুপথ দেখান।

মন্ত্রী। বিলাসভুক ! তোমার এ সব কি কথা, সকল বিষয়ে তামাসা ভাল দেখায় না একটু স্থির হও।

রাজা। অমাত্যবর ! ও কথা কেন শোন, বাস্তবিক ও বালক সামান্য নয়, ও দম্য বংশজাত আমার ক্রুশসেনীর প্রাণ হস্তা।

মন্ত্রী। মহারাজ ! উহার আকার প্রকারে বোধ হয় ও কোন ক্রমেই দম্যবংশজাত নয়। বিশেষ ক্রুশসেনীকে মারিবার অভিপ্রায়ে ও সর্ষপ নিক্ষেপ করে নাই। রোগের প্রতীকার হেতু সর্ষপ নিক্ষেপ করেছিল, ও যুবা প্রেত সিদ্ধ, শুনেছি অনেক ব্যক্তিকে ঐ রূপে আরাম করেছে। আপনার কপাল ক্রমে কোন ফল ফলে নাই।

এক প্রহরী সমভিব্যাহারে যুবার প্রবেশ।

প্রহ। মহারাজ ! আপনার আজ্ঞায় কারাবাসী যুবাকে বিচার গোচরে আনয়ন করেছে।

রাজা। রে নৃশংস দুষ্ক বালক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তুমি নর হত্যাকারী ও রাজ নিয়মের বিরুদ্ধাচারী

গত রাত্রে কারাগার হতে পলায়ন, তোমার গুরুতর দোষের স্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। আরও প্রমাণ হতেছে যে তুমি গত রাত্রে কোন কুলকামিনীর কুল মান নষ্ট করেছ। এই সকল গুরুতর দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু রাজ্যের ব্যবস্থানুযায়ী যত্নরূপ দণ্ডে তুমি দণ্ডিত হবে, এখন তোমার কিছু বক্তব্য থাকে কহ।

যুবা। মহারাজ ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কুমারকে আমি বধ করি নাই, কুমার যুযুর্ষ অবস্থায় পতিত ছিলেন তখন তাহাকে বধ ক'রে বুড়ো মেরে খুনের দায় কে ভোগ কতে উদ্যত হয়। আমি কুমারের মঙ্গল হেতু ও রাজ্যের মঙ্গল হেতু, কুমারের পীড়া শুনিয়া ঔষধ দিতে চাহিয়াছিলাম, আমাকে প্রবাসী পথিক বিবেচনায় কেহ নিকটে যেতে দেয় নাই। তখন তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য আধ্যাত্মিক সর্ষপ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু কুমার সে সময় প্রেতালয়ে গমন করেছেন, সুতরাং কিরে আসতে পাল্লেন না। আর কুল কামিনীর কুল মান নাশে উদ্যত হয়েছি এ বিষয় অপ্রমাণ করবার আবশ্যক নাই। কারণ মহারাজ এ বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। আমি রাজকূলে কলঙ্কারোপ করিতে চাই না। ক্ষোভের বিষয় এই যে পাছে বিনাপরাধে রাজ দণ্ডে প্রাণ দণ্ড হয়। আমি যদি কোন দোষে দোষী থাকতেম্ তা হলে মহারাজের আদেশ আনন্দ মনে

গ্রহণ কতেম্, রাজদণ্ড মৃত্যুকে সুহৃদ বলে প্রফুল্ল চিত্তে
গ্রহণ কতেম্ মহারাজের বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবে-
চনা ও তর্ক ক'রে আজ্ঞা প্রদান করা উচিত ।

রাজা । তোর কোন কথা শুনতে চাই না, আজ কাল ভূজঙ্গ
হতে পৃথিবীকে উদ্ধার ক'রবো, আজ তোর বক্ষস্থ
রক্ত দ্বারা জগৎকে তৃপ্তি ক'রবো । (প্রহরীর প্রতি)
প্রহরি ! আমার সাক্ষাৎ হতে দ্রুতকে কারাগারে
নে যাও ।

প্রহ । যে আজ্ঞে ।

[যুবা সমভিব্যাহারে প্রহরীর প্রস্থান ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! এ বিষয়ে একেবারে প্রাণ দণ্ডের আদেশ
দেওয়া উচিত নয় । বালক যে কোন দোষে দোষী
আছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না ।

রাজা । মন্ত্রিবর ! তোমার কথায় আমি আর এক বৎসর
কাল স্থির রহিলাম পরে শেষ আজ্ঞা দেওয়া যাবে,
এই এক বৎসর কাল যুবা কারাগারে আবদ্ধ থাক্বে,
এই আজ্ঞা পত্র কারাধ্যক্ষকে লিখ ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে ! (স্বগত) তবু ভাল, এক বৎসরের মধ্যে
বিধি অনুকূল হতে পারেন, বাস্তবিক নির্দোষী হলে
অবশ্যই উহার প্রাণ রক্ষা হবে ।

রাজা । মন্ত্রিবর ! রত্নবেদিকে শীঘ্র রাজাস্তম্ভপু্রে প্রেরণ কর গে ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে ! (স্বগত) মহা বিপদ উপস্থিত এখন করি
কি, এক দিকে রাজার অনুরোধ, অপর দিকে ধর্ম
শীলা কুমারীর ধর্ম রক্ষা । রাজার মনোগত ভাব
সকলি বোঝা গেছে, জীবন সত্ত্বে ত এ নিরীহ কুরঙ্গীকে
ব্যাধের হাতে অর্পণ কত্তে পারুবো না । (নেপথ্যে
হুন্দুভি ধ্বনি) (প্রকাশে) মহারাজ ঐ শুন্মন ।
রাজা । দেখ ত দেখ ত কোন শত্রু ত আস্চে না ।

মন্ত্রী গমনোচ্ছত ও প্রতিহারীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী । (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি ! কি সম্বাদ ।
প্রতি । মন্ত্রী মহাশয় ! কোকন রাজ্য হতে এক জন দূত এই
পত্র খানি এনেচে । (মন্ত্রী হস্তে পত্র প্রদান)
রাজা । অমাত্যবর ! পাঠ কর, কি শোনা যাগ ।
মন্ত্রী । (পত্র পাঠ)

অশেষ গুণালঙ্কৃত গুর্জর দেশাধিপতি

মহারাজাধিরাজ গজপতি রায়

সমীপেষু ।—

নিবেদনম্ ।—

দুই মাস গত প্রায়, কোকনাধিপতি মহারাজ কলধূত তনয়া
রত্ন সমা রত্নবেদিকাকে রাজান্তঃপুরে দৃষ্ট হয় না, অনুসন্ধান দ্বারা
স্থির হইয়াছে যে আপনি সামান্য দাস দাসীকে উৎকোচ প্রদান
করিয়া রাজান্তঃপুর হইতে কত্কা অপহরণ করিয়া লইয়া যান ।
রাজবংশে এরূপ গর্হিতাচার কখনই সম্ভব পর নহে । মহারাজ

কলধূত রায় বিশেষ কৰ্মানুরোধে এই সার্ব্বভূমি মাস মহীশূর যাত্রা করিয়াছেন । রাজা রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে এত দিনে আপনাকে অসদাচরণের যথাযোগ্য ফল ভোগ করিতে হইত, আপনি কি সাহসে করাল কাল তুল্য বিষধরের মস্তকস্থিত মণি গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিলেন । কোকন রাজ অতি শীঘ্রই রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন, যদি জীবনাশা থাকে তবে দ্বরায় এই দূত সঙ্গে যানারোগে রাজ তনয়াকে প্রেরণ করুন । যদি না করেন তবে নিশ্চয় জানিবেন যে কোকন রাজ অতি শীঘ্রই সর্বমুখে গুর্জরে উপস্থিত হইবেন, অতএব অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি কার্য করিলেই ভাল হয় । ইতি ।

সন ১২৭৮ সাল ।

উগ্রসেন

৮ই ফাল্গুন ।

} কোকন রাজ কৰ্মচারি ।

(পত্র পাঠানন্তর) মহারাজ এই সুযোগে রত্নবেদিকাকে পিতৃ ভবনে প্রেরণ করুন ।

রাজা । বল কি অমাত্যবর ! এ অপমান কি সহ্য হয়, যুদ্ধ করুবো তাও স্বীকার, তথাপি রত্নবেদিকে পুনঃ প্রেরণ করুবো না ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! যা ভাল বিবেচনা করেন, করুন ।

বিলা । মহারাজ ! পুনঃ প্রেরণ করুন, আপনার কিছু হবে না, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাণ রাখা ভার হবে । আগে আমাকে ধরবে ।

রাজা । সখে ! তোমার কোন ভয় নাই, (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি ।

প্রতি । মহারাজ ।

রাজা । এই পত্র দূত হস্তে পুনঃ প্রদান কর গে, এরূপ পত্র রাজগোচরে গ্রাহ্য হবার উপযুক্ত নহে; (অমাত্যের প্রতি) অমাত্যবর ! পত্র প্রতিহারীর হস্তে প্রদান কর ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! আমিই দে আসি ।

রাজা । আচ্ছা তাই কর, আমি অন্তঃপুরে যাই ।

[রাজার প্রস্থান ।

বিল । মন্ত্রী মশায় ! দূতকে বুঝিয়ে বলে দিন, আমার কোন নাম করবেন না ।

মন্ত্রী । কেন হে বাপু ! তোমার কিসের ভয়, এখন পেচোও কেন । তলওয়ার ধরতে কি জান না, যুদ্ধ করবে ভয় কি ।

বিল । মন্ত্রী মহাশয় ! আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক, আমাকে বাঁচিয়ে দিন, বাবা কোন পুরুষে তলওয়ার ধরি নি । ধরবার মধ্যে আজন্মকাল কেবল ভাতের হাঁড়ীর বেড়ী ধরিচি, আর কোসা ঠকু ঠকু করে এসেচি ।

মন্ত্রী । কোসা ঠকু ঠকু করোচ, তবে তোমার এ সব কাজে হাত দেবার কি প্রয়োজন ছিল ।

বিল । মন্ত্রী মহাশয় ! আমি দক্ষিণ হস্তে মল ভক্ষণ করেচি, আমায় এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিন ।

মন্ত্রী । আচ্ছা দেখা যাক, এখন চল ত ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজাস্তম্ভপুর ।)

কুমুমকলিকা ও রেবতী—আমীন ।

কুমু । সখি রেবতি ! আজকের কি মনোহর রাত্রি, শশি
কিরণে রজনীর কি অপূর্ব শোভা হয়েছে । রাত
কত হবে, দুটো এখন বাজে নি বোধ করি, এখন
চন্দ্র, চাঁপা গাছের মাতায় রয়েছে, চতুর্দিকে নিস্তব্ধ
হয়েছে, আহা ! অতি স্নিগ্ধ-কর বায়ু বহন কচ্ছে,
ইচ্ছে হচ্ছে বাইরের বকুল তলায় খাট বিছয়ে স্ফাণিক
শুই, রেবতি ! বেল গাছের দিকে চেয়ে দেখ, যেন
রাস গাছ হয়ে রয়েছে, অনুমান হচ্ছে যে হিরের
টুকরো গুলি গাছে ফলে রয়েছে, (রঙ্গস্থলের অপর দিকে
গমন) রেবতি ! এক বার এই দিকে আয়-দেখি ।
(রেবতীর গমন ও নেপথ্যে গীত ধনি)

রেব । কেন গো ।

কুমু । এক বার কানপেতে শোন দেখি ।

রেব । আ মরি মরি, যেন মধুবর্ষণ কচ্ছে ।

কুমু । রেবতি ! বল দেখি এ যুনি-মনোহর স্বর কোথায়
হতে আসছে ।

রেব । সখি ! শোন দেখিন্ ঠিক যেন কারাগারের দিক্ হতে আস্চে না ?

কুসু । হাঁ রেবতি ! ঐ দিকেই বটে, আয়না ঐ দিকে এক বার বেড়িয়ে আসি ।

রেব । না সখি ! এ রাত্রে আর বেড়াতে গে কাজ নেই ।

কুসু । রাত হয়েছে তার দোষ কি, আমরা ত আর কারুর বাড়িতে যাচ্ছি না ।

রেব । তা যাই হউক, আমি ত যেতে পারবো না । তুমি যেতে পার ত যাও, আমার বোন্ বড় ভয় করে ।

কুসু । আ মরে যাই, ভয় করে, ওলো বলতে একটু লজ্জা হলো না ।

রেব । সখি ! যাই বল, পণ্ডিত মহাশয় যে দিন অবধি ঐ স্নানুখের পুষ্করিণিতে ডুবে মরেচেন, সেই দিন হতে ও পথে যেতে ভয় করে ।

কুসু । তার আবার ভয় কি ?

রেব । পণ্ডিত মহাশয়, বোন্ ভুত হয়েচেন । আমি কদিন তাঁকে ঘাটের আলসের ওপর বসে থাকতে দেখিচি ।

কুসু । অবাক্ কল্লে, তোর কথা শুনে হাসি পায়, আজও তোর ভুতে ভয়, কৈ বোন্ আমি ত কখন ভুত দেখি নি, না ভুতে বিশ্বাস আছে, না ভুতে ভয় করি ।

রেব । সখি ! আমারও বিশ্বাস আছে, ভয়ও করি, আমি ত যেতে পারবো না ।

কুসু । তাই বল না কেন যেতে পারবো না, অত্ কথার কি আবশ্যক, এখন জানিস কি লো কে গাচ্ছে ।

রেব । আর কে গাইবে, গ্রহরীরা গাচ্ছে ।

কুসু । রেবতি ! কি ঠাণ্ডর তোর, মাইরি ।

রেব । আমার ত ঠাণ্ডর নেই, তুমিই বল না কেন ।

কুসু । (দীর্ঘশ্বাস) আর আমি কি বলবো বল, আমি জানুলে
তোকে কেন জিজ্ঞাসা করবো ।

রেব । সখি ! দীর্ঘনিশ্বাস কিসের, তুমি সব জান, ভেঙ্গে বল,
তার আর দোষ কি, অনেক কথা এর ভেতর এসে
গেছে ।

কুসু । দেখ রেবতি ! তোর কথা শুনে আর বাঁচি না, তুই
আবার অনেক কথা আনুলি, কি অনেক কথা বল
দেখি ।

রেব । ওলো আগুন কি খড়চেপে লুকান যায় । বোন
আমার মাথা খাও, আমায় বল, আমার কাছে কেন
গোপন কচ্চো ।

কুসু । সখি ! গোপন করবার কোন কারণ নেই সত্য, কিন্তু
রেবতি ! উপায় হীন ।

রেব । উপায়ের ভাবনা কি, তুমি আগে বলই ত ।

কুসু । তবে সত্যি সত্যি বলতে হবে । তবে বলি শোন ।
একটু স্থির হও, কে যেন আসচে ।

রেব । ওলো, এ রাত্রে আর হেথায় কে আসবে ।

কুসু । ঐ দেখ কে এলো ।

সুমতির প্রবেশ ।

কুসু । কি লো সুমতি ! এত রাত্রে কোথা হতে ।

সুম । এই বিকেলা রত্নবেদিকার সঙ্গে দেখা কভে গিস্লুম, মেয়েটা না আমার থাকতে দেবে, না আসতে দেবে, এই আসি আসি করে এত রাত হয়ে গেলো ।

কুসু । সুমতি ! সখী রত্নবেদিকাকে কি রূপ দেখলে, আমার নাম ক'লে, যখন গেলে তখন সে কি কচ্ছিলো ।

সুম । মা ! তোমার নাম একশবারই কভে লাগলো, তার অবস্থার কথা আর বলবো কি । না সে হাসি আছে, না সে রকম কথা আছে । একে বারে শুক্রে উটেচে । এত ক'রে বল্লুম, যে আমি কাছে থাকি তা থাকতে দেবে না ।

কুসু । সুমতি ! রত্নবেদিকার কথা মনে হলে আমার গায়ের রক্ত শুক্রে যায় ।

রেব । সুমতি একলা এত রাত্রে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া কি করে এলি, একটু ভয়ও হলো না ।

কুসু । তোমার মত ত আর ওর ভুতে ধরবার ভয় নেই, ও কেন আসবে না, বল ।

সুম । আমার মা কিসের ভয়, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে, আশার না মরবার ভয় আছে না ভুতে ধরবার ভয় আছে । উপদেবতারা, বুড়োকে ধরে না, তারা যুবো, সোমতো, মেয়েদের ধ'রে থাকে । তোমাদের রাত্তিরে বেরোনা উচিত নয় ।

রেব । আ মরণ ! এখন মাগীর রসিকতা দেখ্ । মরতে যায়,
এখন কথার বাঁহুনি দেখ্ ।

সুম । ওলো রেবতি ! আর একটা কথা শোন ।

রেব । ওগো, কি বল ।

সুম । দেখ ! ঐ কয়েদ ঘরের ধার দিয়ে আস্ছিলুল, জান্-
লার ধারে এক জন যুবা পুরুষ বসে কি মিষ্ট স্বরেই
গাচ্ছিলো, ইচ্ছে হলো যে তার কাছে গিয়ে বসি,
বলবো কি তার মধুর স্বর শুনে আমারি মন উলসে
উঠলো, তোরা যদি শুনতিস্, তবে তোদের ঘরে
রাখা ভার হতো ।

রেব । তোমার মুখে শুনেই ইচ্ছে হচ্ছে যে, কুসুমকলিকাকে
নে গিয়ে দেখ্য়ে আনি ।

কুস । কেন তুমিই নিজে কেন দেখে এস না । ওলো রাত
ঢের হয়েছে, আয় যুমুই গে ।

[সকলের প্রস্থান ।

—
যবনিকা পতন ।

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(মন্ত্রীৰ ভবন ।)

রত্নবেদিকা—আসীন ।

রত্ন । (স্থিরভাবে উপবেশন ও চিন্তা) এ যে স্বপ্নের অগোচর, রাজার মেয়ে হয়ে এত কষ্ট পাব এত মনে ছিল না, আমি পিতার এক মাত্র কন্যা, আমি যে তাঁর বড় আদরের মেয়ে, বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখ লিখেছিলেন, তা জানি না, এখন এ বিপদ হতে রক্ষা পাই কি করে, পাপাত্মা রাজা পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাচ্ছে, এ দেখে ত আর ভয়ে বাঁচি না । মন্ত্রী মহাশয় অনেক আশা ভরসা দিচ্ছেন বটে, কিন্তু রাজা জোর কল্লে, মন্ত্রীর কি ক্ষমতা, তাই যদি হয় তবে তখনই হয় গলায় দড়ী দোবো, নয় বিষ খেয়ে প্রাণ বার করবো । • সুমতি যে সে দিন বিকেলা বলে গেলো যে, কোকন হতে লোক এসেছিলো, কৈ তার ত কোন কথাই শুনতে পাই না । সুমতির কথায় আর বিশ্বাস হয় না, পিতা কেমন আছেন, কোথায়

আছেন, কিছুই সম্বাদ পাই না, কতই অশুভ ঘটনা
মনে হচ্ছে, পিতা শারিরীক ভাল থাকলে কি স্থির
হয়ে থাকেন, আর কতই ভাববো। (দীর্ঘশ্বাস)

—
রোহিনীর প্রবেশ।

রোহি। ওমা রত্নবেদিকে! বসে ভারচো কি মা, এখানে
তোমার কোন অমঙ্গলের ভাবনা নাই, আমরা সপরি-
বারে তোমার জন্যে আগে প্রাণ দোবো, ভয় কি মা।
রত্ন। মা গো! তুমি আমার মা! এ বিপদ গ্রস্তা, আশ্রয়-
হীনা, অভাগিনীর মুখ চায় এমন এ জগতে আর
কেউ নেই, মা! আমি মাতৃহীনা, মার স্নেহ কি রূপ
আমি তা জানতুম না, মা গো তোমার আশ্রয়ে এসে
আমি মাতৃ স্নেহ উপভোগ করছি। জননি! আমার
আর অমঙ্গলের বাকি কি আছে। যুবতী রমণীর যত
দূর অপমান হতে হয়, তা হয়েছে, না জানি কোক-
নেই বা কি সর্বনাশ হলো, তাই যদি না হবে, তবে
কি এত দিন পিতা স্থির থাকেন, আর যে মা ভাবতে
পারি না।

রোহি। না মা! আর ভেবো না, আমিও শুনছিলাম, কোকন
হতে এক জন দূত এসেছিলো।

রত্ন। ও মা! আমায় ছলনা কর না, কি শুনোচো বল।

রোহি। তোমার শিখা কোকন রাজ অতি শীঘ্রই গুজ্জরে
আসবেন, ভাবনা নেই মা।

রত্ন । ও গো ! সে দিন কি আর হবে ।

রোহি । বসো মা ! আমি এলুম বলে, চুল গুলো এলো
থেলো হয়ে রয়েছে, এসে চুল গুলো গুচিয়ে দোবো ।

[রোহিনীর গ্রন্থান ।

রত্ন । কত ভাবনা ভাব্বো, চুল বেঁধে করুবো কি, কার
জন্যে বা চুল বাঁধবো, আহা এমনই কি হবে, রাজা
বিনাপরাধে তার প্রাণ দণ্ড করবেন । পত্র খানি
পেয়ে অবধি মন যে বড়ই চঞ্চল হয়েছে, আমি
সকল শোক নিবারণ করেছি, প্রাণ কিছুতেই বেরোয়
নি, কিন্তু এ ঘটনায় আর প্রাণ কি করে থাকে ।

সুমতির প্রবেশ ।

সুম । ওলো রত্নবেদিকে ! অমন করে রয়েচিস্ যে ।

রত্ন । (সচকিতে) কে সুমতি এয়েচিস্ ।

সম । দেখতে পেয়েচ কি । আজ তোমার এ কি ভাব,

• চুল গুলো এলো থেলো করে রয়েচিস্, গায়ের কাপড়
খুলে ফেলে চিল্, আঁচলটা লুট্টে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস
পড়্চে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্চিস্, ব্যাপারটা

• কি বল্ দেখি, আজকের রকম দেখে বোধ হচ্ছে কি
একটা নূতন ভাবনা জুটেচে ।

রত্ন । ওলো সুমতি ! তুই আবার জ্বালাস কেন বল ? তোর কথা শুনে যে আর বাঁচি না । ছুতন ভাবনা কি বল । ওলো সুমতি বড় অসুখ হচ্ছে । (শয়ন)

সুম । এ মাটিতে শুলে কেন, শোবে ত ভাল করে শোবে এসো ।

রত্ন । (উঠিয়া) সুমতি আর শোব না, বুকের ভেতর কেমন কচ্ছে, আর বস্তে পারি না, শুই । (পুনঃ শয়ন)

সুম । আবার শুলে যে ।

রত্ন । ওলো বস্চি, একটু জল দে ।

সুম । (স্বগত) আহা পোড়া কপালেই কি আগুন লাগে, এ আবার কি সর্বনাশ হলো, ও যে বড় শাস্ত মেয়ে, (প্রকাশে) রত্নবেদিকে ! ছট ফট কচ্চো কেন বাছা, কি হয়েছে বল তার উপায় করি ।

রত্ন । আর উপায়, আমার যা হয়েছে তা আর জিজ্ঞেসা কচ্চিস্, কি বল ।

সুম । রত্নবেদিকে ! আর গোপন করো না । (সাপের হাঁচি বেদের চেনে) আর কার কাছে লুকুচ্চো ।

লুকায়ে করোচ প্রেম গোপন না রবে ।

সকলে জানিবে শেষে লোক হাসাইবে ॥

রত্ন । সুমতি ! যদি জানতেই পেরেচিস্ ত শোন । সাক্ষাৎ কন্দর্প অবতার, এক নবীন যুবক, সেই ভয়ানক রাত্রিতে সুড়ঙ্গ দ্বার মোচন করে আমার মান ও প্রাণ রক্ষা করেছেন, এ জীবন আমি সেই যুবক বরে 'ঋদান' করেছি, সুমতি ! তাঁর রূপের কথা বলবো কি ।

সে রূপ নয়নে ওলো লাগিয়াছে যার ।

ডুবেচে সে প্রেমগীরে ডুলেচে সাঁতার ॥

শুন্টি রাজা নাকি বিনাপরাধে তাঁর প্রাণ দণ্ডের
আজ্ঞা দিয়েছেন । ওলো স্মৃতি, এ সম্বাদে বুক ত
আর বাঁধতে পারি না ।

স্মৃ। মা ভাবনা নেই, আমি শুনছিলাম যে মন্ত্রির বিচারে
যুব প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা হতে মুক্ত হয়েছেন, তবে কেবল
এক বৎসরের জন্য কারাবাস করতে হবে ।

রত্ন। স্মৃতি ! কি কথাই শোনালি, প্রাণ জুড়ুলো । এখন
আমি বাঁচি কি করে বল, আর ত আমি সেই নবীন
মন-চোরকে না দেখে থাকতে পারি না । স্মৃতি !
আমার বুকটো চেপে ধর, বুকের ভেতর কেমন কচ্ছে ।

স্মৃ। ওগো অত অস্থির হও কেন । আহা ! ছেলে মানুষ,
এ ভ্রতে হুতন ভ্রতী, কি করে স্থির থাকবে বল ।

রত্ন। স্মৃতি স্থির ত আর থাকতে পারি না । স্মৃতি !
আমি যদি একখানি পত্র লিখে দি তুই কোন সুযোগে
কারাগারে আমার হৃদয়-রঞ্জনের হাতে দিতে পারিস্
ত আমায় বাঁচাস । তবু মনের কথা কিছু তাঁর কাছে
প্রকাশ করে মনকে তৃপ্ত করি ।

স্মৃ। কেন পারবো না, আমার অসাধ্য কি আছে ।

রত্ন। তবে স্মৃতি একখান পত্র লিখি । ঘরের ভেতর হতে
দোয়াত; কলম ও কাগজ নে আর দেখিন্, সামনেই
বিছানার ওপর সব দেখতে পাবি । (স্মৃতির প্রস্থান ও
পর ক্ষণেই মস্তাধার লেখনী ও কাগজ লইয়া প্রবেশ)

সুম । এই নাও গো, পত্র লেখ ।

রত্ন । (পত্র লিখন)

সুম । (ক্ষণেক পরে) লেখা যে আর শেষ হয় না ।

রত্ন । ওলো এই হলো, কি যে লিখবো কিছুই ভেবে ঠিক কত্তে পারি না । কত কথাই মনে আছে, কোনটা লিখি । আর কি লিখবো যা হয়েছে অনেক হয়েছে, (পত্র মুদ্রিত ও সুমতির হস্তে প্রদান) সুমতি দেখিস্, আমার বঞ্চনা করিস্ নি, দিতে পারিস্ দিবি, না পারিস্ আমার কিরুয়ে এনে দিস্ ।

সুম । ওগো তোমার কোন ভাবনা নেই, এখনি আমি দে যাবো ।

রত্ন । চুপ কর, কে আস্চে ।

রোহিনীর প্রবেশ ।

রোহি । কে লো ! সুমতি এই চিস্ ।

সম ।। হ্যাঁ মা ! অনেক ক্ষণ এসেচি, এখন আসি, আবার আস্বে ।

[সুমতির প্রস্থান ।

রোহি । মা আমার, মা রত্নবেদি এস মা, আমি তোমার চুল বেঁধে দিই গে । এসো ছাতের উপর বস ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

সপ্তম অঙ্ক ।



চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

(রাজ সভা ।)

রাজা গজপতি রায় ও মন্ত্রী—আসীন ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! গত কল্য মহী নদী রণক্ষেত্রে কোকন রাজ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছেন, গুর্জর সেনা সমূহ রণে ভঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্তন করেছেন, অদ্য কোকন রাজ অগ্রসর হয়ে বরদা ক্ষেত্রে সেনা ব্যূহ সমভিব্যাহারে শিবির সংস্থাপন করে রয়েছেন । এখন উপায় কি ? দুর্গ আক্রমণ করলে দুর্গ ও রাজ্য রক্ষা করা ভার হবে ।

রাজা । মন্ত্রিবর ! সেনানী বীররেণু কি প্রণালীতে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়েছেন, এবং রাজকোষ, রাজবাটি, ও দুর্গ রক্ষার নিমিত্ত কি প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে, রাজগোচর হতে যে রূপ আদেশ ও উপদেশ গিয়েছিল তার ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! রাজগোচর হতে যে রূপ আদেশ হয়েছিল তার ব্যতিক্রম কিছুই হয় নাই । যোদ্ধা বীররেণুর যুদ্ধ নৈপুণ্য ও ব্যূহ রচনা বিষয়ে দক্ষতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তিনি কি করবেন, তাঁর কোন দোষ নাই । কোকন

রাজ সমভিব্যাহারে “মহীরণ ক্ষেত্রে” চল্লিশ সহস্র পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বরোহী বর্তমান ছিল। বীররেণু কেবল সাহসের উপর ভর করে ছয় জাহার সৈন্য লয়ে সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রাজা। আমার দুর্গে কি আর সৈন্য নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! দুর্গে বিংশতি সহস্র সৈন্য বর্তমান ছিল।

তন্মধ্যে পঞ্চ সহস্র অশিক্ষিত, তাহারা রাজকোষ, রাজবাটি, ও বিচারালয় রক্ষা করিতেছে। ইহার মধ্যে কিয়দংশ নগরের চতুর্দিকে বেষ্টিত আছে, শিক্ষিত পঞ্চদশ সহস্রের মধ্যে অশ্বরোহী “কমল মুখী” ও “কুমুদ মুখী” সেনাদল দ্বয় ও পদাতিক “শোণিত পায়ি” “বিষ-বর্ষি” “যমশূল” ও “শাদ্দুলী” সেনাদল চতুষ্টয় লইয়া সেনাধ্যক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হন। পরন্তু অবশিষ্ট নয় সহস্রের মধ্যে সাত সহস্র দুর্গের চারি দ্বারে ও চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতেছে, ও দুই সহস্র দুর্গাভ্যন্তরে রক্ষিত আছে।

রাজা। মন্ত্রিবর! যাহা কহিলে সকল সত্য, এখন রাজ্য রক্ষা ও মান রক্ষা কিসে হয় বল?

মন্ত্রী। সন্ধি সংস্থাপন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

রাজা। তাতে মান থাকে কৈ?

মন্ত্রী। মহারাজ! এখন মান ও রাজ্য রক্ষা হওয়া ভার হয়েছে, আজও মান কি বলেন!!।

রাজা। মন্ত্রিবর! তুমি যাহা উত্তম বিবেচনা কর তাহাই কর।

বীররেণুর প্রবেশ ।

(বীররেণুকে সম্মুখাগত দেখিয়া) সেনাপতে! কি সম্বাদ ।

বীর । মহারাজ! সকলি অমঙ্গল, মহীনদী রণক্ষেত্রে পদাতিক
“শাদ্দুলির” অর্দ্ধ সংখ্যক ও অশ্বারোহী “কুমুদমুখীর”
চতুর্থাংশ হ্রাস হয়েছে, অদ্য বরদাক্ষেত্রের রণে কোকন
সেনানী কীর্ত্তি শেষ পরাভূত হয়ে রণে তজ্জ দিয়াছে ।

রাজা । বীররেণু! এক বার আমার কোলে আয়, সেনাপতে!
আজ্ তুমি কোকন সেনাগণকে পরাভূত করেছ, ধন্য
তোমার বুদ্ধি, বল, যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও বীরত্ব ।

বীর । মহারাজ! কোকন সেনানীকে পরাভূত করিয়া আমার
ভয় উপস্থিত হয়েছে, গুর্জর রক্ষা হইবার আর
উপায় নাই । কোকন রাজ স্বয়ং সেনানীকে পরি-
ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করেছেন, গুনি-
লাম দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে নদী পারে তিনি শিবির
সন্নিবেশ করেছেন । দুর্গ রক্ষা করা ভার হয়ে উঠল ।

মন্ত্রী । বল কি বীররেণু, কোকন-রাজ দুর্গের দক্ষিণ দ্বার দেশে
উপস্থিত হয়েছেন । (রাজার প্রতি) মহারাজ! আজ্-
কের নিশি প্রভাত হতে দেওয়া নয় । (বীররেণুর প্রতি)
সেনাপতে! সন্ধি সংস্থাপন ব্যতীত আর উপায়ান্তর
নাই, এস আমরা যাই ।

রাজা । চল আমিও দুর্গে যাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

অষ্টম অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ষষ্ঠ রক্তস্থল ।

(রাজকারাগার ।)

অপরিচিত যুবা—আসীন ।

যুবা । আহা ! এমন দিনে আমার এই তমোময় কারাভবনে বাস কত্তে হলো, আজ স্বাবীন থাকলে কি সুখেরই দিন হতো, সেই দাসীটি এই বাতায়নদ্বারে আমাকে কি সুধাপূর্ণ লিপি খানি দে গেলো । এই লিপি খানি প্রাপ্তে আমার সুখের সীমা নাই, কিন্তু আবার বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে দ্বিগুণ শোক বৃদ্ধি হইল । আহা ! পত্র খানি কি মধুময়, যেন মধুমাখান !! কত বারই পড়বো, যত বার পড়ি তত বার যেন নূতন রসে অভিষিক্ত হই । যাই হউক আর এক বার পড়ি ।

অশেষ গুণসাগর যুবক প্রবর ।

হৃদয় দেব।—

চোকের জল চোকেই শুকালে, মন বিনা আগুনেই পুড়িলো, এ নবীন বয়েসে অনেক প্রকার শোক মর্ষ করলেম, এত কাতরা আর কিছুতেই করতে পারে নি । হৃদয়েশ কুল-ললনার কুল আপনি রক্ষা করেছেন, সে কুলে আমার আর অধিকার নাই ।

নাথ! মনের আক্কেপ মনেই রইলো, সাথ আর মিটবে না, এক
বার মন খুলে আমার এ মন কেমন তা দেখাতে পার্লেম না, অদৃষ্টে
কি আছে তা জানি না, মনে কতই আছে, কলমে সব এলো না।

নিতান্ত অনুগত।

সেই অভাগিনী সুড়ঙ্গদ্বারে ।

আহা! কি অকৃত্রিম প্রেম, সেই জগন্মোহিনীর রূপ দর্শনে
মন নিতান্ত ব্যাকুল হলো। তাহার অদর্শন-যন্ত্রণার
কাছে কারা যন্ত্রণা অতি অকিঞ্চিৎ কর জ্ঞান হচ্ছে।
(নেপথ্যে শব্দ ও সচকিতে) কেনা আসূচে। (অসি হস্তে
কুসুমকলিকার প্রবেশ) এই না আমার সুমুখে, আ মরি
মরি! কি অনুপম রূপই আজ দেখলাম, এ নবোদিত অরুণ
কিরণ সম্পূর্ণ রূপবতী কামিনী কে? যাহার অদর্শনে মন
এত ব্যাকুল হচ্ছিলো একি সেই ঘোড়শী নবীনা, না সে
নয়, ইহার ভুজ্জলতায় অসিলতা দর্শনে ইহাকে ডাকিনী
অনুমান হচ্ছে, তা যাই হউক রূপ দর্শনে আমি বিমোহিত
হয়েছি, তা জিজ্ঞাসা করি না কেন? (প্রকাশে) নবীনে! এ
সুগভীর যামিনীযোগে, আপনি কে? অবলা ললনা কি
রূপে এই কালসদন সম কারা-সদনে প্রবেশ করলেন,
প্রহরে প্রহরে প্রহরীগণ নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে চতু-
র্দিক রক্ষা করিতেছে, এখানে অসময়ে আপনাকে দেখে
মনে হর্ষ ও ভয়ের সঞ্চার হতেছে।

কুহু। হে নবীন মনোচোর! ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি

গন্ধর্বী বা কিন্নরী বা অঙ্গরী বা ডাকিনী নই, আমি
কুলকামিনী, ঐ ভুবনমোহন রূপ দর্শনে এই যামি-
নীতে কারা প্রবেশ করেচি, কি রূপে প্রবেশ কল্লেম্
তা জান্‌বার কোন আবশ্যক নাই ।

মুবা । (স্বগত) বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে আমার চিন্তায়
ও উপাসনায় হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর স্থির
থাকতে না পেরে স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভাব হয়েছেন ।
(প্রকাশে) সুন্দরি ! আর ছলনা কেন, আমি চিনি চি ।

কুম্ভ । মনোমোহন ! কি রূপে চিন্‌লেন, চিনে থাকেন্‌ ত
কৃতি নাই, আমি আপনার আশ্রয়স্থ, এ মন ও এ
দেহ আপনার অধীন, আপনার দুর্কিসমূহ কারা-যন্ত্রণা
অসহ বোধে মোচন উপায় অবলম্বন করে এই রজনীতে
এ স্থানে এসে চি, আপনি আমার সঙ্গে আনুন কোন
ভয় নাই আপনাকে কারাগারের বহিঃপ্রদেশে লয়ে
যাই, পরে আপনি মহাজয়ক্ষেত্রের উত্তর দিকে নন্দদা-
তীরস্থ অশোকাটবী মধ্যগত মহাগিরি দেবগিরি শিখরের
মনোহর গুহার পলায়ন করুন, এই অসি খানি লউন,
ইহা দ্বারা কাননস্থ সকল বিঘ্ন ও বিপত্তি অতি-
ক্রম করবেন, (অসি প্রদান) পরে বিধাতার মনে থাকে
আবার সাক্ষাৎ হবে, বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আনুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

অষ্টম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজ অন্তঃপুর ।)

কুমুমকলিকা—আসীন ।

কুমু । (সচিন্তিত অন্তরে উপবেশন স্বগত) ব্রহ্মে যাইবার কালীন
যুবর বস্ত্র হতে পত্রী খানি ভূ-পতিত হল, তুলিয়া
লইলাম, শয়নাগারে এসে পাঠ করে জ্ঞান হচ্চে
যে, সখী রত্নবেদিকা যুবর প্রেমে মগ্না হয়েছে,
তা ভালই হয়েছে, আমি এতে অসুখী নই, সুখী কি
কৈ তাও ত নয়, মন কেন এমন করে, সজ্জার মাতা
খেয়ে যা করবার নয় তাও করলুম, লোক হাসালুম,
রাত্রে কুলকাষিনী একলা কারাগারে গেছি, গ্রহরীরা
জানতে পাল্লে সকলি হলো, এখন আমার মরণই
শ্রেয়ঃ, আমি অন্য পুরুষে আর এ অন্তর দিতে পারবো
না, না তারই নাম আর কত্তে পারি ।

• ইটাক রেবতীর প্রবেশ ।

রেব । সখি কুমুমকলিকে! আজ আবার একি ভাব অমন
করে যে, হয়েছে কি ?

কুমু । পোড়া কপালে আর হবে কি বল, মনোহর কমল
তুলতে গে যুগল কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ।

রেব । কেন লো, সে আবার কি ? কৈ দেখি কি হয়েছে ।

কুমু । আঃ মরণ ! দেখবি কি বল, যদি বুক চিরে দেখাতে
পারতুম্ তো দেখিয়ে দিতুম্ ।

রেব । অবাক্ কল্লো, দেখে দেখে যে আর বাঁচি না, কি
হয়েছে, বলই না ।

কুমু । সখি ! তুমি ত সব জানো, আর বলবো কি ।

রেব । আমার টানো কেন, আমি কোথা থেকে কি জান্‌লুম্ ।

কুমু । কেন তুমি কি সেই কারাগারস্থ যুবীর কথা কি কিছু
জান না ।

রেব । তুমিই ত এক সময় সেই মুরূপ যুবীর রূপ দেখে পাগল
হয়েছিলে, এই ত জানি, আবার হুতন কি হলো
বল না ।

কুমু । (স্বগত) অন্য কোন কথা সখীর নিকট আপাতত,
প্রকাশ করবো না । (প্রকাশে) হুতন কিছুই নেই,
সখি শীতের অন্ত হয়েচে, মলয় মারুত অগ্নি বর্ষণ
কছে, কোকিল কুজিত কুঞ্জবন বিষয়য় অনুমান হচ্ছে ।
সহকার মুকুল ও বিকসিত পুষ্প সকল হৃদয়ে
শেল বিদ্ধ কছে । চন্দ্রমা শীতল ভাব পরিত্যাগ
করে উষ ভাব ধারণ করেছেন, সমস্ত স্বভাব যুবতী
অবলাগণের বিপক্ষতাচরণ করতে উদ্যত হয়েছে,
বন, উপবন, তরু, লতা, গুল্ম সকলেই রতিপতি ধন্য-
থের সাহায্যে বিব্রত । এমন সময় চিত্ত বিনোদনের

আর কি উপায় আছে? কিসেই বা চিত্ত হর্বোৎফুল্ল হবে? সখি! এই সময়ে সেই রতি মনোমোহন রমণী-মোহনের মোহিনী মূর্তি আমার হৃদয় মুকুরে প্রতি-বিস্মিত হয়েছে, সেই অপূর্ব মুখ কমলটি আমার চিত্ত সরোবরে বিকশিত হয়ে রয়েছে, সেই মনোহর বাহু-লতা যেন আমার দেহ বক্ষে বেষ্টিত রয়েছে, সেই বিশাল বক্ষঃ সেই প্রফুল্ল নয়ন দর্শনে মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে। কিসে স্থির থাকি বল।

রেব। অত অস্থির হও কেন?

কুম্ভ। ওলো অস্থির কি বলিস্, আমার জীবন প্রায় শেষ হয়েছে, আর আমায় অধিক দিন বাঁচতে হবে না। নাথ! তোমার বিরহে এক দিন যুগ সহস্রের ন্যায় বোধ হচ্ছে, আমি লজ্জা ভয় সকলি জলাঞ্জলি দিয়েচি, তোমাব্যতিরেকে আমার এ দেহ আরকে রক্ষা করবে, আমি তোমার সহগামিনী ও সঙ্গিনী হয়ে কি রূপে তোমায় পরিত্যাগ করবো। হায়! এখন কোথায় যাই, আমার হৃদয় আকুল ও ইন্দ্রিয় বিকল হচ্ছে।

রেব। সখি! আমায় বঞ্চনা করো না, আজ যথার্থ বিষয় আমাকে গোপন কচ্চো, আজ কিছু সূতন হয়েছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমায় সত্য বল, কিসের এত ভাবনা।

কুম্ভ। সখি! সাধ করে কি ভাবি, এই দেখ। (পত্র প্রদর্শন)
রেব। (পত্র পাঠান্তর) এ যে, সখী রত্নবেদির হস্তাক্ষর, তাই ত
এ যে ভাবনার কথাই ত বটে, রত্নবেদি দেখ্চি যে

একবারে এলয়ে পড়েচে, তা ভাবনা কি, একেবারে হাল ছেড়ে দাও কেন, নিরাশ কেন হও।

কুসুম। রত্নবেদিক এ ভাব দেখে আমি কোথা থেকে আশা করি বল, আমার এ জন্মের মত সকল সুখই হলো, সকল আশাই মিটলো, এখন আর আমার নিজের জন্যে খেদ করি না, ভগিনী রত্নবেদিকার আশা এখন সম্পূর্ণ হলেই আমার আনন্দ, যখন সে স্ব ইচ্ছায় এই নবীন যুবাকে রবণ করেছে, তখন এ অপেক্ষা অধিক মঙ্গল আর কি আছে? ভগিনী রত্নবেদিকা অনেক কষ্ট ভোগ করেছে, সকল ঘটনায় অনুমান হয় যে বিধি আপাততঃ তার প্রতি অনুকূল, তার পিতা যখন এ স্থানে এসেছেন, যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যখন সন্ধি সংস্থাপন হয়েছে, তখন এ পুরুষ রতন যে তার লাভ হবে এ অসম্ভব নয়, ওলো! বল্টি বটে আর যে স্থির থাকতে পারি না, প্রাণ বেরুতে আসূচে, সখি! তমালের ডালে কর্কশ-ভাষী পিক-বরকে তাড়িয়ে দাও ওর স্বর আর সহ হয় না, দুর্মতি মধুভ্রত আর কেন আমাকে ত্যক্ত করে ওকে যেতে বল। প্রাণ কেমন কষ্টে, আর হেথায় থাকতে পারি না, আয় বাগানে আয়।

রেব। (স্বগত) আহা! রাজবালার বিরহ-বিকার উপস্থিত এখন কি করি। (প্রকাশে) অত অস্থির হইও না বোন, রাজার মেয়ে কত সুপাত্র মিলবে।

কুসুম। ওলো রেবতী ছি! ছি! ও কথা বলিস্ নি, আমার

অধর্ম্যে ফেলিস্ নি, সতীত্বই আমাদের মহা ধর্ম্য, পর
পুরুষের নাম আর আমার সামনে বলিস্ নে, বল্
দেখি রমণীগণের ধর্ম্য কর্মের আর কি অনুষ্ঠান আছে,
পতি ভক্তি ও পতি-সেবাই আমাদের মহাত্মত, ওলো!
অন্য পুরুষের সঙ্গে পরিণয়ের কথা কি কোন্
আমি কাকেও আর মনে চিন্তা করি না, এতে আমার
অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে, এতে প্রাণ থাকুক
আর যাক।

রেব । ও মা! এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা ।

কুমু । তা যাই হোক আর হেথায় থাকতে পারি না ।

রেব । তবে চল যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন

নমব অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(বিলাস ভবন ।)

বিলাসভূক—আসীন ।

বিলা । (স্বগত) মন্ত্ৰি কত বুদ্ধি ধরেন তা এই বার টের পাওয়া যাবে, কাজ গুচিয়েচি, এই বার ওঁর ফণা খেঁতো হবার উদ্যোগ করা গেচে আর ফৌস ফাঁস করবার জো নাই । মন্ত্ৰি জানেন যে, ওঁর পক্ষে আমি ইষের মূল, মহারাজ আজ্ঞে এখনো আসুঁচেন না কেন ? মহারাজের নিকট সম্বাদ দেওয়া যাগ্ । কোকন রাজ-নন্দিনীকে যখন মন্ত্ৰির বাটি হতে তাড়িয়েচি তখন আর মন্ত্ৰির সৰ্বনাশের বাকি রেখেচি কি ? পদে পদে আমার শত্রুতা করেন, যেন আমি ওঁর কত সৰ্বনাশই করেচি, এই বার কে কার সৰ্বনাশ করে দেখা যাগ্ ।

মহারাজের প্রবেশ ।

রাজা । কি সখে! একলা হেথা কি হচ্ছে ।

বিলা । আর হবে কি, মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করছি ।

রাজা । তবে বিলাস! কোকন রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করায় তুমি এক প্রকার ভয় হতে নিষ্কৃত পেলো । বল দেখি বয়স্ক তোমার ভয় হয়েছিলো কি না ।

বিলা । আমার কিসের ভয়, আমার ভয় মহারাজের জন্য, পাছে আপনার কোন অমঙ্গল হয়, এই ভয় বহিত নয় ।

রাজা । দেখ বয়স্ক! আজ কোকন রাজ এখনি আসুবেন এক কর্ম্ম কর রত্নবেদিকাকে মন্ত্রির ভবন হতে রাজাস্তম্ভপুরে আনয়ন কর ।

বিলা । কাকে আনুবো ।

রাজা । কোকন রাজতনয়া রত্নবেদিকাকে ।

বিলা । মহারাজ! কদিন আমি আনুতে বল্‌চি, আপনি কোন কথাই কন না, সে কি আর মন্ত্রির ভবনে আছে, মন্ত্রী বড় ভাল লোক বিবেচনা করেন নাকি, উনি সব পারেন, তিনি মন্ত্রির ভয়ে মন্ত্রির ভবন পরিত্যাগ করেচেন ।

রাজা । সে কি বয়স্ক! বল কি, তোমায় কে বল্‌লো, এমন সর্বনাশের কথা তুমি কোথায় শুন্‌লে, সবে মাত্র এই দুই দিন সন্ধি হয়েছে এর মধ্যে একি ব্যাপার, অমাত্য কোথায়, অমাত্য দ্বারা এমন ঘটনা কি রূপে ঘটলো, এ যে অতি অসম্ভব ।

বিল। মহারাজ ! আর আদর করে অমাত্য বলতে হবে না,
তিনি আপনার সর্বনাশের উপায় দেখছেন ।

রাজা। সখে ! এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, মন্ত্রির দ্বারা
এরূপ কার্য হবে এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ।

বিল। মহারাজ ! আমার কথায় আপনার চিরকালই অবিশ্বাস ।

কোকন রাজের এক দূতের প্রবেশ ।

রাজা। আশুন, কি সন্বাদ ।

দূত। মহারাজের মন্ত্রী আজ অতি প্রত্যুষে কোকন রাজ
শিবিরে উপস্থিত হয়ে আমাদের মহারাজের সহিত
কি কথোপকথন করায় রাজা উন্নত প্রায় হয়ে শিবির
হতে বহির্গত হয়ে মন্ত্রী সমভিব্যাহারে যে কোথায়
গেলেন তার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই ।
এই সন্বাদ রাজ গোচরে অবগত করলাম । মনে
হয়েছিল যে উভয়েই রাজ সভায় এসেছেন, কিন্তু
এ স্থানে না দেখে মন বড়ই উদ্বিগ্ন হল ।

রাজা। তাই ত, বড়ই যে দুর্ভাবনা হলো । মন্ত্রী আজ আর
রাজ সভায় আসেন নি সত্য, কি হলো, এর উপায় কি ।

দূত। মহারাজ ! ভাবনার কোন কারণ নাই, আমি স্মার
বিলম্ব করবো না, চল্লম ।

রাজা। তাই ত, কি করবো ।

[দূতের প্রস্থান ।

বিলা । (স্বগত) মন্ত্রির কাছে কিছু করবার জো নেই বড়ই
 বুদ্ধি । (প্রকাশে) মহারাজ ! দেখলেন মন্ত্রির কর্ম ।
 ব্যাটা চুপে চুপে কি কাণ্ড করচে । (স্বগত) কিন্তু
 তোমার কাছে সে কোন্ কীটস্থ কীট ।

রাজা । সখে ! মন কেমন অস্থির হলো, আর স্থির থাকতে
 পারি না, চল একটু বাইরে যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বহির্ষ্যবনিকা পতন ।

নবম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় রঙ্গস্থল।

(দেবগিরি উপবন ও অশোকাটবী ।)

এক যুবা—আসীন।

যুবা। এই না অশোকাটবী, এই ত বটে, এই যে সম্মুখে
শ্রোতস্বতী নর্মদা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। আহা!
নদীর সুন্দর মনোহর কল কল ধ্বনিতে মন মোহিত
হচ্ছে। এই যে পূর্ব দিকে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ হলো
ক্রমে করুসা হয়ে উঠলো, স্বভাব কি অপূর্ব শ্রীধারণ
কল্লেন, এই যে সম্মুখে দেবগিরি পর্বত শ্রেণীর কি বা
মনোহর শোভা হয়েছে, নভোমণ্ডল নীলমেঘে আবৃত
রয়েছে। সূর্য্যদেব এখনো পর্বত অন্তরালে অবস্থিতি
কচ্ছেন, গিরিশিখরস্থ দেবী মহামায়ার মন্দির হতে
নহবতের কি বা হৃদয় প্রফুল্লকারী শব্দ শোনা যাচ্ছে।
আহা! স্বভাব যেন মেঘ-রূপ-নীলাম্বরী বস্ত্র পরিধান
করে সূর্য্য-রূপ চক্ষে পর্বত-রূপ হস্ত প্রদান করে চোকু
রগড়াতে রগড়াতে তমোময় শয্যা পরিত্যাগ করে,
দেব-মন্দিরের বাদ্য-চ্ছলে অলঙ্কারের বাম্ বম্ শব্দ
করে বেরুয়ে এলেন, আ মরি মরি! বৃক্ষ শাখায় কি বা

মধুর স্বরে শারিকা গীত গাচ্ছে । স্বভাব যেন শয্যা
পরিভাগ করে যুহু-স্বরে ডাক দিয়ে জগৎ অন্তঃপুরের
অন্যান্য পরিবারগণের নিদ্রাভঙ্গ করাচ্ছেন । ক্রমে
বেসু ফরসা হয়ে উঠলো । (দূরে বামা স্বর শ্রবণে) এ
গহন বিপিনে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন রব কোথা হতে
শোনা যাচ্ছে, শুনি কোন দিক থেকে আসে ।
(স্থিরভাবে অবস্থিতি অপর দিক হইতে ক্রন্দন ও বিলাপ) রে
হত বিধে ! হত ভাগিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিলো,
এ জন শূন্য ঘোর কাননে শেষে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকা-
দির ভক্ষ্য হতে হলো, এ কপালে কি-বিধাতা
সুখ দেন নাই ; রে কঠিন হৃদয় ! কত ক্লেশই ভোগ
করুবি ; শুষ্ক প্রাণ ! এখনও কি বাঁচবার সাধ আছে,
রে দগ্ধ জীবন ! আর কতই দগ্ধ হবি, আর এ দগ্ধ
যন্ত্রণা সহ হয় না । হে আশ্রয় দাতা দীন শরণ
এ শরণাগতা অনাথিনী এতই কি অপরাধে অপরা-
ধিনী যে বারম্বার এত দুঃসহ যন্ত্রণা একে সহ
করতে হচ্ছে । আজ তুমি ব্যতীত এ বিপদ হতে
আমায় কে রক্ষা করবে, এ আশ্রয় হীনা কামিনীকে
আর কে আশ্রয় দেবে, এ সময় আমার সে হৃদয়-রত্ন
যুবা কোথা, এ অসময়ে আমায় কে রক্ষা করবে, কেই
বা এ দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখী হবে ।

যুবা । (কিয়দূর গমন ও চকিতে) (স্বগত) একি ! এ অনুপম
লাবণ্যবতী রমণী-রত্ন কে ? এ কোন যুবীর নাম করে ?
এ না সেই রমণী-রত্ন যার সহিত সুড়ঙ্গ দ্বারে দেখা,

তবে আমার কারা ক্রেশ মোচন কে কল্লৈ? যাই নিকটে যাই, তা যাই হউক এক বার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, (প্রকাশে) রূপসি! এ বিজন বিপিনে একা-কিনী আপনি কে? কি কারণে এই জন শূন্য কাননে শোক বিহ্বলা হয়ে রোদন কছেন। আপনার অশ্রু পূর্ণ নয়ন ও বিরসবদন দেখে আমার হৃদয় ভেদ হচ্ছে। আপনি কোন যুবীর নাম উচ্চারণ কছেন, আমার বলতে সাহস হয় না, বোধ করি আপনাকে চিনি চি। তবে অন্তরে এই সন্দেহ হচ্ছে যে গত নিশীথ সময়ে আমায় কারাগার হতে মুক্ত করে এত শীঘ্র আপনি এ স্থানে কি করে এলেন।

রত্ন। (চকিতে স্বগত) একি কি চমৎকার! বিধাতা আমার হৃৎকের নিশা কি এত দিনে অবসান কল্লেন। এ সেই ব্যতীত আর কেহই নয়। (যুবীর বদন সুধাকর দর্শন করে লজ্জাবনত মুখী হয়ে অবস্থিতি)

যুবা। যুবতি! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয় বলুন। আমি আমার জীবন পর্যন্ত স্বীকার করে আপনার হৃৎথাপনোদন করবো।

রত্ন। (অতি মৃদুস্বরে ও লজ্জাভাবে) দয়া-শীল! আপনার ঐ গুণেই এ অধিনী প্রাণ মন সকলই ও পদে অর্পণ করেছে। এ তুষিত নয়ন এক বার বৈ ঐ মুখ-ইন্দু দর্শন করে নাই, সেই ভয়ানক রজনীতে সুতুঙ্গ দ্বারে বৈ আর দেখা হয় নাই, তবে কি রূপে আপনার কারা ক্রেশ দূর কল্লুম্, আপনার কথায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন

হলো। আমি এর কিছুই জানি না, সৈরিঙ্গী মুখোপিতার পরাজয় বার্তা প্রবঞ্চ করে গভ নিশায় পিতার উদ্দেশ্যে তাঁহার শিবিরে আসিবার মানসে মন্ত্রির ভবন হতে বহির্গত হয়েছি, এবং পথভ্রান্তে এই অরণ্যাবী মাথো এসে পড়েছি। বাই হউক এক্ষণে অসম্ভাবিত আপনার দর্শনে মনে আশাতীত সুখ অনুভব হচ্ছে; অনুমান হয় যে আমার সকল দিকে সুখ ও সুবিধা হবে।

যুবা। চন্দ্রবদনে! আজ ঈশ্বররূপায় আমার বহুদিবসের আশা পূর্ণ হলো, তোমার সুখ বিনির্গত সুখ পূর্ণ বাক্য শুনি শুনে মন তৃপ্ত হলো, কিন্তু কি আশ্চর্য্য!! তুমি ব্যতীত আমার কে ছুঃখিলই কারা যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি দিলে, কেই বা আমার হস্তে এই অসি খানি প্রদান করিলে?

রত্ন। দেখি দেখি ছদয়েশ। অসি খানি দেখি।

যুবা। সূচরিতে! এই অসি দেখ। (অসি প্রদান)

রত্ন। প্রিয়তম। একি! এ অসি খানি যে রাজ কন্যা কুমুদ কলিকার, রাজ কন্যার শয্যার পাশে এ অসি খানি আমি সত্ততই দেখতাম, এখানি তাঁরই। তিনিই তোমার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে মোহিত হয়ে তোমার প্রাণের পাশে বদ্ধ হয়েছেন, তিনিই লজ্জা ভয় পরিভ্রান্ত করে অপরিচিত অবস্থায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেছেন, তিনিই তোমার ক্রেশে ক্রিষ্ট হয়ে তোমার দীর্ঘা যন্ত্রণা হতে মুক্ত করেছেন। এখন ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

যুবা। যে কি! এ ও কি কখন হয়, এ যে নিত্যকাল সমস্ত,

আচ্ছা দেখ দেখি এ যে সুকুমলতাটি অশোক বৃক্ষ-
টিকে আশ্রয় করেছে, বৃক্ষটির কি তা বোধগম্য নাই।

রত্ন। কেন তা থাকবে না, অশোক সুকুমলতার আশ্রয় দে
এত উন্নত হয়েছে যে কুমলতা কি মাধবীলতা উহার
এ জ্ঞান একেবারে নাই।

সুবা। তা যাই হউক, এখন এর উপায় কি, এ যে বিবিধ বিপদ
দেখচি, রাজ কন্যার যে রূপ প্রেম, স্নেহ ও আগ্রহ,
তাতে পরে যে কি ছুঁটিনাই ঘটবে তা বলা যায় না।

রত্ন। তার আর বিপদ কি, আমারই পোড়া কপাল, অনেক
হুঃখের পর সুখের মুখ দেখবো আশা করছিলাম, আর
সে আশায় কাজ নেই। (সুবাকে স্তব্ধ দেখিয়া) নাথ!
স্মিতভাবে কি ভাবচো আর ভাবলে কি হবে বল?

সুবা। (স্বিম) না, কিছু ভাবিনি।

রত্ন। না, নাথ! তুমি কি ভাবচো, তুমি জাবো কেন? কোন্‌দায়
আমি ভাববো, না, তুমি ভাবতে বসলে এর কারণ কি?

সুবা। নবীন-একটা বড় নিরোধের মত কাজ হয়েছে।

রত্ন। সে আবার কি?

সুবা। প্রিয়ে তোমার সে কথা শুনে কাজ নেই।

রত্ন। নাথ আমার বঞ্চনা করো না।

সুবা। চপলে আমি তোমার অনুরোধে তবে বলি। আমি
তোমা ভ্রমে সেই তোমার স্বহস্তে রচিত লিপি খানি
রুকুমারীর হস্তে অর্পণ করেচি।

রত্ন। বল কি! সত্য সত্যই সখী কুমলতার হস্তে আমার
পত্রখানি দিয়েছ? যদি তাই হয় তার জন্মে আর ভাবনা

কি? ভালই হয়েছে, রাজকুমারী জানতে পেরেছেন।
(কণমাত্র নিস্তর্র থাকিয়া) কিন্তু, নাথ এ ঘটনায় কুমুম-
কলিকার মনে বড়ই কষ্ট হচ্ছে আজ তিনি মনোরোদ-
নায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। (সচকিতে) নাথ একটু
চুপ করুন, এ দূরে দেখ দেখি কে আসছে, এক জন
সৈনিক পুরুষ জ্ঞান হচ্ছে। (সভরে) নাথ কি হবে
এখন পলাই কোথায়।

যুবা। সুভাগে! ভয় নাই এই পর্বত কন্দরে অবস্থিতি কর,
আজ আমি গুর্জর রাজের ক্ষমতা দেখবো। (রত্নবেদি-
কার পর্বত কন্দরে প্রস্থান ও এক জন সৈনিকের প্রবেশ ও
গহ্বর প্রদেশে গমনোত্তম)
(সৈনিকের ধ্বজ) রে হুয়ুভ! হুরাচার! কোথায় শ্যাল,
ও দিকে কেন? (পথাবরোধ)

সৈনি। রে নরাধম! তুই কে? তুই কি হেতু আমার গতি রৌদ্র
করিস? আমার রত্নবেদিকা এই গহ্বর প্রদেশে আশ্রয়
লয়েচে আমি লয়ে যাব, ভালয় ভালয় পথ ছেড়ে দে।

যুবা। তোর জীবন রক্ষার ইচ্ছা থাকে ত তুই এখনি প্রস্থান
কর।

সৈনি। হুরাচার এত বড় স্পর্ধা আজ এখনি তোর মস্তক
~~ছেদ করে রত্নবেদিকার উদ্ধার করবো।~~ (অসি নিক্ষেপন)

যুবা। আজ কার কত শক্তি আছে দেখা যাবে, আজ এই
~~সজাঘাতে~~ (অসি প্রদর্শন) তোর জীবননাশ করে এ
সমূহ অপমান হতে সুন্দরী রত্নবেদিকাকে উদ্ধার
করবো।

সৈনি। দেখ আজ কে কাকে মারে । (অসি উত্তোলন)

যুবা । (অসি সঞ্চালন ও সৈনিকের স্থান ভ্রষ্ট হেতু, পদে আঘাত)

সৈনি। (আহত মাত্র উঠেঃস্বরে) হা বৎসে রত্ন—(ভূতলে পতন ও মূচ্ছা)

মন্ত্রীর প্রবেশ ।

যুবা । (আর্তস্বরে কণপাত না করিয়া মন্ত্রীর প্রতি) ঐ দেখুন মহাশয়, আমি আপনার রাজ্য অমুচরকে ভূমিশায়ী করেছি, এখন রাজাকে বিনষ্ট করে গুর্জরের কণ্টক দূর করি এই মাত্র আশা ।

মন্ত্রী । (কারাবদ্ধ যুবার দর্শনে বিস্মিত হইয়া) একি ! তুমি কারাগার হতে এ বন মধ্যে কি প্রকারে এলে, আর এ করেচো কি, এ ব্যক্তি ত রাজার অমুচর নন্, ইনি রত্নবেদিকার পিতা কোকন রাজ্য ।

যুবা । মন্ত্রী মহাশয় ! বলেন কি ? তিনি কি রূপে এখানে এলেন ? (উর্ধ্ব নেত্র হইয়া) উঃ ইনি ঐ নিমিত্তই আহত মাত্র “হা বৎসে রত্ন” বলিয়া মূর্ছিত হয়েছেন, হায় আমি কি কলুষ, এমন সম্মান বৎসল পুণ্যাত্মা বীর পুরুষকে নিরপরাধে হত কলুষ, হায় এ হৃদয় বিদারক সংবাদ আমি কি প্রকারে রত্নবেদিকান্তি নিকটে পৌঁছেব ।

মন্ত্রী । (যুবার প্রতি) অহে শীঘ্র জল আন, রাজার মুচ্ছাপনোদন করি ।

[যুবার জলানয়নে প্রস্থান ।

আর্জনাদ্র প্রবেশে স্বর পরিচয়ে রত্নবেদিকার প্রবেশ।

রত্ন। (পিতাকে পতিত দেখিয়া) হা পিতঃ! আমার নিমিত্ত তোমার এই দশা হলো, হায়! আমি কত পাপ করেছিলাম যে সকলেরই দুঃখের কারণ হলেম, হায় যিনি আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে অশেষ বিপদ হতে রক্ষা করলেন, যাঁহার গুণে আমাদের কুল মান সকল রক্ষা হলো সেই দয়াবীর ধর্মবীর পুরুষ প্রধানের হস্তে এই সর্বনাশ হলো। হা পিতঃ! তুমি কোথায় গেলে, এই তোমার, হতভাগিনী কন্যা রোদন কচ্ছে, একবার চেয়ে দেখ।

রাজা। (মন্তক স্পন্দন ও পূর্বে পরিবর্তন)

মন্ত্রী। রাজকুমারি! ভয় নাই, আঘাত সাংঘাতিক নয়, মুর্ছা মাত্র হয়েছিলো।

রাজা। (ক্লিষ্ট স্বরে) বৎসে! আমার প্রাণপুতলি তুমি অকলঙ্কিত হয়ে জীবিত আছ, যা আমার চক্ষুতে ও মুখে জল দাও।

স্ববার পদ্যপত্রে জ্ঞানায়ন পূর্বক প্রবেশ।

মন্ত্রী। (স্ববার প্রতি) বৎস! জল এনোচো দাও, (জল লইয়া রাজার চক্ষুতে ও মুখে প্রক্ষেপ)

রাজা। (চক্ষু উদ্বীলন ও রত্নবেদিকার প্রতি) বৎসে! কৈ তোমার প্রাণ রক্ষক আমাদের কুল মান রক্ষক সেই বীর পুরুষ কোথায়?

মন্ত্রী। (অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা) মহারাজ! এই, ইনি আপনার সম্মুখেই আছেন। (যুবর প্রতি রাজার সম্মুখে-দৃষ্টিপাত)

যুবা। (কৃতজ্ঞলি) মহারাজ! এই নরাদম পাণ্ডা! আপনার কাছে অপরাধী হয়েছে। আমি এত গর্হিত কর্ম করেছে যে ইহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

রাজা। বৎস তুমি আমার সর্বস্ব রক্ষা করেচো, যদি পৃথিবীতে তোমার প্রিয়তম কোন প্রার্থনীয় বস্তু থাকে ও আমি দিতে পারি তা হলেই আমার জীবন সার্থক।

যুবা। (স্বগত) সে দ্রব্য আপনার পার্শ্বেই আছে।

ব্রতু। (মন্ত্রির প্রতি) মহাশয়! আপনিও আৰ্য্য পু—(অকৌতুক ও লজ্জিত ভাবে কথা পরিবর্তন) মহাশয় আপনিও এই ভরুণবর উভয়ে সাহায্য করুন পিতাকে গুহা মধ্যে লইয়া যাওয়া যাক। (তনয়ার বাক্য পরিবর্তনে রাজার ভাব-বোধ ও মুখ্যরতনে উদ্ভিত আনন্দভাব প্রকাশ)

মন্ত্রী। (বিম্মিত ভাব গোপন পূর্বক) বৎসে! নিকটেই শিবির রাজাকে সেই খানেই লয়ে নাই।

দুই জন কোকন সেনানীর প্রবেশ।

রাজা। আর এ স্থানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা শিবিরে নে চল।

[রাজাকে ধরা ধরি করিয়া সকলের প্রস্থান।]

নবম অঙ্ক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রথম রঙ্গস্থল ।

(বিলাস ভবন)

গুর্জর রাজ ও বিলাসভূক—আসীন ।

বিলা । মহারাজ ! আর শুনেচেন ।

রাজা । কি সখে ! কি কথা ।

বিলা । সেই কারাবাসী যুবা কারাগার হতে পালিয়েচে ।

রাজা । হাঁ সে দিন কারাধ্যক্ষ এ সম্বাদ দেওয়াতে আমি তাকে ধরবারি আজ্ঞা দিয়েছি । এখন সখে ! শুন্টি নাকি রত্নবেদিকা অন্ত্রেষণে কোকন রাজ বনমধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন । বলতে পার কোকন রাজকে কে আঘাত কল্লে ।

বিলা । মহারাজ ! এ বুঝি শোনেন নি, বনেতে দুটিতে এক হয়েছিলো, আপনার রত্নবেদিকা বড় সামান্য নয়, দু জনে কেমন পরামর্শ করে বেরয়ে ছেলো দেখুন ।

রাজা । বল কি সখে ! সেই কারাবাসী যুবা, রাজা কলধুতকে আঘাত করেছে নাকি, কোকন রাজ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অমনি চুপ করে রইলেন যে ।

বিলা। আর চুপ করে থাকবেন না ত কি, শুনতে পাচ্ছি
নাকি রাজা তাকে জামাই করবেন।

রাজা। বলকি বিলাস! পরিচয় ব্যতীত কি করে তার হাতে
কন্যা সম্প্রদান করবেন তাকে। আমার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ
হেতু কারাগারে নিষ্কিন্তু হয়েছে, এখনও কারাবাসের
নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয় নাই বিচারেরও শেষ হয়
নাই, আমি তাকে ত মুক্ত করতে পারবো না, বে কি
কি করে দেবেন।

বিলা। মহারাজ আর গোল করবেন না, এক বার সন্ধি করে
প্রাণ রক্ষা হয়েছে এ বার আর সন্ধি হবে না, আর
কিছু গোলযোগ হলেই মরতে হবে। রাজার কি
ইচ্ছে থাকে তাকে বে দেন, মেয়েটা যে ছোড়ার রূপ
দেখে একেবারে গলে পড়েছে, মেয়েটার ইচ্ছেইত
এ কাজ হচ্ছে, যাগ চুলোয় যাগ, অমন অলক্ষণে
মেয়ের ঐ রকমই বর হয়, “মুখে থাকতে ভুতে
কিলোর”।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! বারিশে কোকন রাজ উপস্থিত।

রাজা। বল কি? তবে চল লয়ে আসি।

[রাজা ও প্রতিহারীর প্রস্থান।]

বিল।। (স্বগত) এই এসেচে, কি হয় দেখা যাক।

কোকন রাজ সমভিব্যাহারে রাজার পুনঃ প্রবেশ।

রাজ।। (কোকন রাজের প্রতি) আজ আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হল। আপনি এখন কি প্রকার আছেন।

কো, রাজ। শরীর এখন অনেক ভাল আছে, যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়েছে, আপনার সকল মঙ্গল তো? আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কত্তে এলেম, আমার সুবর্ণ পুত্রলি রত্নবেদির পাত্র স্থির করেছি, নিতান্ত মানস যে এই স্থান হতে কুমারীকে পাত্র লাং করে স্বদেশে গমন করি।

রাজ। মহারাজ মেকি! গুর্জরে আপনার স্বর্ণ প্রতিমা রত্নবেদিকার যোগ্য পাত্র কৈ, কোথায় পুত্র স্থির করলেন।

বিল।। (স্বগত) সুপাত্রের মধ্যে তোমার ছেলে ছিলো, এখন তুমি আছ, আর কেউ নেই।

কো, রাজ। মহারাজ! আমি অতি সুপাত্রই স্থির করেচি।

রাজ। স্থির করেচেন সত্য, তার কোন পরিচয় লয়েচেন কি?

কো, রাজ। না কোন পরিচয় লওয়া হয় নাই, আমার নিকট ~~কোন~~ পরিচয় দিতেও অনিচ্ছুক, কিন্তু তবে অবশ্যবে ও বাক্যে, সাহসেও বীরত্বে তাকে বড় সামান্য লোক ~~বোধ~~ হয় না। এখন এ স্থানে উপস্থিত হবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

মন্ত্রি সমভিব্যাহারে ঘুরার প্রবেশ।

কো, রাজ। (ঘুরার প্রতি) বৎস এস, (রাজার প্রতি) মহারাজ ইনিই। (ঘুরার প্রতি অস্থূলি নির্দেশ)।

বিলা। (গুর্জর রাজের প্রতি) মহারাজ বালকটিকে চিনেচেনু ত।

রাজ। (কোকন রাজের প্রতি) মহারাজ ঐ বালক সামান্য নয় সত্য, কিন্তু আপনি কাজ বড় ভাল কচ্ছেন না। দুর্বৃত্ত বালক এখন পর্য্যন্ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত আছে, এই কয়েক দিবস হল কারাগার হতে পলায়ন করেছে, উহার দুষ্কর্ষোচিত শাসনের এ পর্য্যন্ত ক্ষীমাংশা হয় নাই এরূপ দোষ সম্পন্ন পুরুষে রাজনন্দিনীকে কি রূপে সম্প্রদান করবেন, এমন অস্থূল্য যুক্তিহার পোঁচকের কণ্ঠে কেন দিতে উদ্যত হয়েছেন।

ঘুরা। (স্মৃষ্ট স্বরে) মহারাজ ভদ্রজনোচিত বাক্য প্রয়োগ হচ্ছে না, নির্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধী করা রাজ ধর্ম নয়।

বিলা। (স্বগত) বাবা এই বার উটেচে, শ্রদ্ধা গড়ায় আর দেরি নাই।

(জনান্তিকে রাজার প্রতি) মহারাজ আর বেশি কথা কবেন না ওতো হুঁ শ্বশুরের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েচে, ওরতো কাণ্ড জ্ঞান নেই এরূপ যা মেয়ে কন্যেদত্তা আপনার মান কোথা থাকরে, আপনার মান আপনার কাছে।

রাজ। (ঘুরার প্রতি জোখডরে) রে নরনাশ আজ তোমার রক্ত দর্শন করুবো, আজ তোমার বক্ষস্থ শোণিত আমাতে আহুতি দিয়ে দেবগণকে তৃপ্ত করুবো।

কো, রাজ। মহারাজ! একটু স্থির হউন, রাগ সম্বরণ করুন,
বালকের উপর অব্যবহার কিসের রাগ।

রাজ। মহারাজ! বালকের বাক্য প্রণালী শুনলেন তো।

মন্ত্রী। মহারাজ! একটু ধৈর্য ধরুন, রাগ করে আপনার
উচ্চপদের গুরুত্ব কেন হ্রাস করেন।

রাজ। দেখ অমাত্যবর! ঐ ছরাত্মা তোমারি অনুরোধে
আজও জীবনের অহঙ্কার কছে, এত দিনে কোন
কালে আমি ওকে শমন সদন দেখাতেম, আর আমি
অনুরোধও উপরোধ শুনি না।

বিল। (স্বগত) ইঃ! রাজা দেখ্‌চি যে একেবারে তেলে বেগুনে
জ্বলে উঠেচেন, বাবা মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে,
রাগবে না ছেলেটার তো কম ভরসা নয় এখনো যে
ভিত্তি লাগেনি এই ঢের, এ রাগের মুখে আমি
হলেতো যুরে পড়ি।

প্রতিহারি সমভিব্যাহারে নর্মদানদীর এক দীঘরের প্রবেশ।

দীঘ। রাজা মোশায়, আমি জেলে নর্মদা নদীতে মাচ ধরে
দিন কাটাই কয়েক দিন হল মাচ ধরতে এই সোণার
চোঁকাটি পেয়েচি, এ নিয়ে আমি কি করবো জেলেনি
আমাকে এটি রাজা মোশায় কাছে আশ্তে বল্লো তাই
এনেছি গরিব লোক একনু যা হুকুম করেন।

মন্ত্রী। (বাস্তে দীঘরের হস্ত হতে স্বর্ণ চোঁকাটি লইয়া) এ যে আমার!
প্রবল বাতাসে তরঙ্গী জলশায়ী হওয়ার কক্ষে জীবন

রক্ষা করেছিলুম, কিন্তু এটি হস্ত চ্যুত হয়ে যায় এত দিনে ঈশ্বর রূপায় এটিও পেলেম।

যন্ত্রি। যুবা এটি তোমার কিসে, এ যে আমার দ্রব্য তুমি কোথায় পেলে।

যুবা। যন্ত্রি মহাশয়! আপনাকে সত্যই বল্চি এটি আমার।

রাজা। অমাত্যবর! যুবার স্বভাব দেখে এখন চিন্তে পাচ্চতো।

এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি, নর্যদার অপরাধে আমার নিবাস ভূমি, এই গ্রামে বিবাহ করি স্বশুর ভবনে কাল সায়ংকালে এসেছি, বাজারে শুন্লাম মহারাজ নাকি কোন যুবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবেন, (যুবাকে দেখিরা) মহারাজ! এই যুবা কি? এ যুবা অতি বিজ্ঞ, ইনি আমার মৃতপত্নীর জীবন দান করেচেন। মহারাজ! এর প্রাণদণ্ড করবেন না, এ যুবার পরিবর্তে আমার প্রাণ লউন।

(যুবার প্রতি) মহাশয় আমাকে চিন্তে পারেন কি।

যুবা। মহাশয় আপনাকে চিনিচি আপনি এ স্থানে অবশ্যই ঈশ্বরানুগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন, এ আমারই শুভা-
দক্ষের ফল, নর্যদাতীরে যখন আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আপনি আমার হাতে ঐ দ্রব্য দেখেছিলেন।

ব্রাহ্মণ। আপনার হাতে এখন যা দেখ্চি ঐ ছিল।

যুবা। সভাস্থ সকলে শ্রবণ কর, মন্ত্রী মহাশয় আমার দ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন।

বিল।। (স্বগত) এই বার মন্ত্রিকে নে পাড়েচে, শুধু পাড়েচে, চোর করে তুলেচে। (প্রকাশে মন্ত্রির প্রতি) মন্ত্রী মহাশয় রকম খানা কি।?

কো, রা। (যুবার প্রতি) বৎস মন্ত্রিকে এরূপ কটু কথা প্রয়োগ কর না, মন্ত্রির স্বভাব সে রূপ নয়।

মন্ত্রী। (বিমর্ষভাবে যুবার প্রতি) তরুণবর আমায় কটু কথা কও তাতে ক্ষতি নাই, আমায় বঞ্চনা করো না, আজ তোমার কথায় আমার পুরাতন শোক উপস্থিত হলো, তুমি এ আমার পিতৃদত্ত স্বর্ণকরপিকা কোথায় পোলে? তোমার নাম কি বাপু।

যুবা। কি আশ্চর্য্য! এ তোমার পিতৃদত্ত ধন কি রূপে, এ যে আমার পিতৃদত্ত ধন, আমার স্বজ্ঞা পিতামহীর নিকট পেয়েছিলাম। আমার নাম রায় কেশরীকিশোর।

মন্ত্রী। (বিস্ময়ানন্দ নির্ভরে কেশরীকিশোরকে দৃঢ় আলিঙ্গন ও মস্তক আত্মাণ পূর্বক) বৎস কেশরীকিশোর! এত দিন কোথা ছিলে বাপু, বৎস তোমার পিতামহী এখন কোথায়, না আমার কি বেঁচে আছেন, আমি তাঁর অতিনরাধম পুত্র, আমি তোমার নির্দয় পাবাণ হৃদয় পিতা; হায় আজ আমার কি শুভ দিন! আজ আমার হারাধন পুত্র ধন প্রাপ্ত হয়ে হৃদয় শীতল হলো, জীবন সার্থক হলো, নয়ন চরিতার্থ হলো। আহা! কত পুণ্য ফলে আজ আমার হারানিধি পুত্রনিধি চক্ষে দেখলাম, বৎস

আমার কত কষ্টই পেয়েচেন!! আহা এত দিন তুমি
 গুজ্জরে এসেচ, পরিচয় না দিয়ে কতই কষ্ট ভোগ
 করেচ; হা! আমাকে ধিক্! আমার জীবনে ধিক্!
 আমার বুদ্ধিকে ধিক্! আমি নিজ প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত
 থেকে এমন সোণার পুত্রকে সমুদ্রে গর্ভে রেখে এলাম,
 পত্নীর প্রাণ রক্ষা হেতু জননীকে বিপদ সাগরে ভাসিয়ে
 এলাম, বৎস এখন মা আমার কোথায়, মাকে
 কোথায় রেখে এলে। (ক্রন্দন)

কেশ। (সজল সম্মুখে পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া) পিতা রোদন সম্বরণ
 করুন, স্থির হউন, আপনামর সেবা হেতু ভৃত্য উপস্থিত
 আর কিসের ভাবনা এই নব বৎসর কাল বিদ্যাচলের
 এক শিখর প্রদেশে বাস করেছিলাম পিতামহীকে মা
 বলে ডাকতেম, পিতামহীর মৃত্যুতে এই কয়েক বৎসর
 ভ্রমণ কত্তে কত্তে পিতামহের রাজত্বে এসে উপস্থিত
 হয়েচি, আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হলো। আমি
 যে এ জন্মে আর আপনাকে, দেখতে পাব গর্ভধারিণী
 জননীকে “মা” বলে ডাকবো এ মনে ছিল না, আজ
 পরম পূজ্যপদ পিতৃপদ দর্শন কল্লেম, আমার সৌভা-
 গ্যের পরিসীমা নাই। আজ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ
 পিতা ও মাতার যুগল চরণ বন্দনার দ্বারা এ সমুদ্র
 জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করবো।

মন্ত্রী। মা আমার নেই, (দীর্ঘশ্বাস) মা আমার শোকের জীবন
 শেষ করেচেন, আমার রিন্নহে মা আমার কতই কষ্ট
 পেয়েচেন, আমি কি ভ্রাতার, স্নেহময়ী জননীকে পরি-

ত্যাগ করে সহধর্মিণী-সহগামী হলেম, পিতার মৃত্যুতে-
রাজ্য বহিষ্কৃত হয়ে মা আমার কতই কষ্ট পেলেন,
শেষে আমি তাঁর এমনি পুত্র জন্মেছিলাম যে ত্রিব-
ন্ধুতে ভয়ঙ্কর রজনীতে জলপ্লাবনের মুখে জায়া সম-
ভিব্যাহারে পলায়ন করে জীবন রক্ষা কলাম, মাতা ও
পুত্রের প্রাণ রক্ষার কোন উপায়ই কল্লোম না। হা!
আমাকে ধিকৃ।

রাজা। এ সব যেন স্বপ্ন দেখিচি, (মন্ত্রির প্রতি) আপনি মহারাজ
বীরকেশরের বংশোদ্ভব, আপনি একরূপ গুপ্তভাবে
ভূত্যাভাবে সময় অতিবাহিত কচ্ছেন এর কারণ কি?
আপনাকে দামত্ব পদে অভিষিক্ত করে কি গর্হিত
কর্মই করেচি। আজ আমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হলো।
মহানুভব রায় গুণশেখর আমার সমস্ত দোষ মার্জনা
করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি অত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন, আপনার
কিসের দোষ। (যুবর প্রতি) বৎস কেশরীকিশোর!
গুর্জরেশ্বর ও কোকনেশ্বরকে প্রণাম কর।

কেশ। (উভয়কে প্রণাম ও গুর্জর রাজের প্রতি) মহারাজ! আমার
প্রতি অক্রোধ হউন, আমি কোন দোষে দোষী নই।

রাজা। বৎস তোমার কোন দোষ নাই, আমি অকৃত অপরাধে
তোমার বিশেষ অবমাননা করেছি, ও যার পর নাই
দণ্ড ও যজ্ঞ দি়েছি তজ্জন্য আমি অনুতাপানলে
দগ্ধ হচ্ছি। তুমি সেই হতভাগ্য পুত্রের পীড়ার উপশ-
মের নিমিত্ত মন্ত্রপুত সর্ষপ নিক্ষেপ করেছিলে, সে

বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রাহ্মণের কথায় আমার আরও অধিক বিশ্বাস জন্মাইতেছে। বৎস আমার পুত্র নাই, এ তোমার পিতামহের রাজত্ব আমার এ রাজত্বে আর সুখ নাই, আমি তোমাকে এ রাজ্যের ভার অর্পণ করে জীবনের শেষ ভাগ ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করুবো, এই স্থির-প্রতিজ্ঞ হলেম।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনার বাক্যে আমি সুস্থির হলেম। যুবর আর কোন ভয় নাই।

রাজা। এ রাজ্য আমি যুবাকে দান করুবো, আর যুবর কিসের ভয়।

ধীবর। রাজা মশায়! আমার উপর কি আজ্ঞা।

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি! ধীবরকে কোষাধ্যক্ষের নিকট নে যাও এবং উহার আশার অতীত ধন দিতে কহ।

প্রতি। যে আজ্ঞে।

[প্রতিহারী ও ধীবরের প্রস্থান।

কো, রা। গুর্জরপতি! যুবর সহিত সুরুমারী রত্নবেদিকার পরিণয়ের কথায় আপনার এখন অমত আছে কি?

রাজা। কোকনেশ্বর! আর কেন লজ্জা দেন? রত্নবেদিকার বিবাহের দিন স্থির করুন আপনি স্বার্থ পাত্র স্থির করেছেন, আমি চিন্তে পারি নাই।

কো, রা। (মঞ্জির প্রতি) বেই মশাই! আমার বাসনা যে আমার

রত্নবেদিকে মহাশয়ের পুত্র মুকুমার কেশরীকিশোরকে
অর্পণ করি ।

মন্ত্রী । মহারাজ ! এ অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে।
কো, রা, । তবে দিনস্থির করা যাক্, আমার আর এক দিনের
জন্য বিলম্ব করতে ইচ্ছা নাই ।

মন্ত্রী । মাতৃবিয়োগ শ্রবণে ত্রিরাত্র অশৌচের পর যে দিন
উত্তম বিবেচনা করেন সেই দিনই পরিণয় কার্য সমাধা
হইবে, ইহাতে আর আপত্তি কি? এখন বেলা-
অতিরিক্ত হলো আর বিলম্বের প্রয়োজন কি সভা
ভঙ্গ হউক ।

[সভা ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান ।

বহির্ধ্যবনিকা পতন ।

নবম অঙ্ক ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজাস্তম্ভপূর ।)

কুসুমকলিকা ও বেরতী—আসীন ।

বের। আবার অমন করে রইলে যে, দেখা হলো, আরো ভাবনা ।

কুসু। ওলো দেখা হয়েত সকল কাজই হলো, এ যে দ্বিগুণ জ্বালা বেড়ে উঠলো ।

ইচাৎ রত্নবেদিকার প্রবেশ ।

এসো ভগিনি এসো ! বহুকালের পর দেখা, আজ তোমায় দেখেও অনেক মন স্থির হলো, আহা রাজ-বালা কতই কষ্ট পোয়েচ, এখন যে তোমার সুখের দিন এলো এ ও দেখে সুখী হলেম, তোমার সুখ দেখে যদি মরি তবুও ভাল ।

রত্ন। দিদি ! অমন কথা কোল নি, তোমারও আবার সুখের দিন এলো, সিন্ধুরাজতনয়ের সঙ্গে তোমার খিরাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, তিনিও তোমার যোগ্য বর বটে ।

কুসুম্ । ভগিনি ! ও কথা আর বলিস নে, আমাকে বিনা
কারণে গালাগাল দিস নি ।

রেব । (রত্নবেদিকার প্রতি) কেন দুজনে এক সঙ্গে থাকবে এ
কথা বুঝি মুখে এলো না ।

রত্ন । কেন ! তাতে আর ক্ষতি কি ।

রেব । ওলো ! কোথায় মন রেখে বল্চিস্ বল দেখি । (স্বগত)
মেয়ে মানুষ এক জাত স্বতন্ত্র, হাজার সরল হউক,
সতীন হউক এ কথা মুখ ফুটে আর কাকেও বলতে
হয় না ।

কুসুম্ । ভগিনি রত্নবেদিকে ! তোমার স্মৃতি এখন কোথায়
তাকে যে আর দেখতে পাই না ।

রত্ন । আর সকল বিদ্যে বুদ্ধি বেরয়ে পড়েচে, আর কি
সে থাকে, সে কোথায় পাল্য়েচে ।

হঠাৎ সুব । কেশরীকিশোরের প্রবেশ ।

একি ! ইনি যে আবার হেথায়, (অধোবদনে) দিদি
আমি ঘরে যাই ।

কুসুম্ । কেন্নো লজ্জা কিসের, যাকে মন প্রাণ সকলি
দিয়েচ, তাকে দেখে আবার লজ্জা কি ?

রত্ন । না বোন আমি যাই ।

[প্রস্থান ।

রেব । (সুবার প্রতি) একি ! তুমি যে মেয়েদের কাছে, আর
তরসয় না বুঝি, তেড়ে ধরতে এসেচো নাকি, এমন
ভাব থাকলে বাঁচি ।

কেশ । এ ত ভাই ধরতে আসা নয় ঠাকুরবি, এ যে ধরা
দিতে আসা ।

রেব । আর ভাই ! তোমার ধরা দে কাজ নেই ।

কুমু । ওলো রেবতি ! বলনা লো, কাকে ধরা দিতে এসেচো ?
তাকে ত অনেক কাল ধরে রেখেচো ।

কেশ । (কুমুমকলিকার প্রতি) আমার উপর আবার কিসের রাগ
আমার সঙ্গে কতা কহিতে নেই নাকি ।

কুমু । রেবতি ! চুপ করে রইলি যে, বলনা যে আর মিছে
কথা কয়ে মায়া বাড়াবার আবশ্যক কি ?

কেশ । ঠাকুরবি ! এ রকম মিথুর কথা কেন ? হুতনের আশায়
কি, এরূপ কঠোর বাক্য বলতে হয় । তবে আমি
চল্লুম ।

কুমু । রেবতি উনি কি আমার মন আজও জানেন না
উনি সিন্ধুরাজতনয়ের কথা মনে করে হুতনের আশায়
বল্লেন তা যখন ওঁর মুখে অমন কথা শুন্লুম, তখন
আমার মরণই শ্রেয়ঃ আমার কপালে যা আছে তাই
হবে, এখন যেতে বারণ কর না লা, যত ক্ষণ দেখি,
তত ক্ষণই ভাল ।

কেশ । ঠাকুরবি এখন আমি চল্লুম, আবার কাল দেখা হবে ।

[কেশরীকিশোরের প্রস্থানঃ]

কুম্ম । সখি! কি করলে বল দেখি, আমার ত এই অবস্থা
দেখ্‌চো, তুমি কেন ধরে রাখতে পারলে না, দুটো
কথা কয়ে দেখ্‌তুম, তা সখি! আর আমায় দেখ্‌তে
হবে না ।

রেব । সখি! আমায় দোষ দেওয়া মিথ্যে ।

কুম্ম । তা বোন্ তোমার দোষ কি বল, আমার অদৃষ্টের দোষ
এখন আর হেথায় থেকে কি হবে বল, চল রত্নবেদি-
কার কাছে যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বহির্ষবনিকা পতন ।

দশম অঙ্ক !

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(মন্দির অন্তঃপুর ।)

রোহিণী—আসীন ।

সুলক্ষণা ও বিজয়ার প্রবেশ ।

রোহি । ওলো সুলক্ষণা ওলো বিজয়া তোরা যে একেবারে
নেহাত কুটুম্বিতে কত্তে বসিচিস্, একেবারে কি সব
বেলা টুকু কাটয়ে আসুতে হয় গা, আমার কেশরী-
কিশোরের বে তোরা কেমন করে নিশ্চিন্তি হয়ে রয়ে-
চিস্ বল্ দেখি ।

বিজ । ঠানদিদি তোমার ছেলে এখন কোথা গা ।

রোহি । কেন লা ।

বিজ । কেন একবার দেখবো না ।

রোহি । আমরণ ! আজ অবদিও দেখতে অবকাশটা হয় নি
বুঝি । (দূরে কেশরীকিশোরকে দৃষ্টি করিয়া) ওলো ঐ দেখ
আমার কেশরীকিশোর ঐ জাঁতি হাতে করে আসুচে ।

সুল । ঠানদিদি ! আমার মরি দিব্বিটি, অমন মোনারচাঁদ
ছেলেকে না দেখে কেমন করে বুক বেঁধে ছিলি ।

রোহি। নেহাত কৈ মাগুরের মতন প্রাণ, তাই এখনো বেঁচে
আছি।

মূল। ঠানদিদি! ও কথা আর বলিস নি, তুমি না বেঁচে
থাকলে আজকের এ মুখ কে ভোগ কত্তো বল।

রোহি। তা বড় মিথ্যা নয়, এমন আনন্দের দিন কি আর হবে,
এমন কি কাজ করেচি যে এ হারাধন আবার পেলুম,
এ মনে ছিলো না যে বাপু কেশরীকিশোরকে আবার
দেখতে পাব, বিধাতা অনুকূল হয়ে এ ১৭। ১৮
বৎসরের পর আবার মুখ তুলে চাইলেন।

মূল। ঠানদিদি! কি সোণারচাঁদ বোঁ হবে, এমন বোঁত কারুর
হয় নি।

রোহি। ওলো এখন বাঁচনই, মূল, এখন জন্মাইস্ত্রি হয়ে পাঁচ
পাতের ভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেই ভাল, তা নইলে
সকলি রুখা।

মূল। ঠানদিদি! তোমার এ শেষ দশার ছেলে, বোঁ নিয়ে
কিছু মুখ হবে।

রোহি। তা লো তোরই মুখের কথা যেন সত্যি হয়। বেটা
হয়ে থাক, গ্রাম্য দেবতাদের পূজোমেনে রেখেচি, সব
পূজো দেবো, বাবারাকুর, ব্রহ্মময়ী এঁদের ষোড়শোপ-
চারে পূজো দিতে হবে।

মূল। ঠান দিদি! তা দাও না দাও তাতে বেশী ক্ষতি নেই,
জোন কতক এয়ার মাতার সিঁহুর দে ভাল করে
ষোড়শোপচারে খাইয়ে দিও।

রোহি। হ্যা দিদি! ও কথা কি বলতে আছে, এম্মো ত খাওয়া-

বই, ঠাকুর দেবতা আগে, তাঁদের পূজোর কথায় কি কোন কথা কইতে আছে দিদি? তোরা কেমন আজ কালের মেয়ে কিছুই মানিস না, কেবল আপনাদের খাওয়া পরাটি জানিস বৈত নয় ।

সুল। ঠানদিদি! ও ছেলে মানুষ, ওর কথা কেন শোনো? রোহি। যাগ ও সব কথা ছেড়ে দাও, সুলক্ষণা বরণ ডালাটা মাজানা দিদি, ওলো বিজয়া অধিবাসের ডালা খানা মাজা তাই ।

বিজ। (জল হস্তে) কৈ ঠানদিদি। অধিবাসের ডালার যব কোথা, এক ছড়া কলা চাই যে, কৈ নোড়াটা কই !

রোহি। ওলো আনুয়ে নে না লা, আমি তোদের পেচোনে আর কত ক্ষণ থাকতে পারি বল, আমি এখন চল্লুম, আমার আর কিছু বলো না, আমার মাতার আঙুল জ্বলচে, ওলো সুলক্ষণা ও বাড়ীতে গে আগুটা গড়না দিদি, অমন বসে থাকলে চলবে না ।

সুল। তবে ও বাড়ীতে যাই, (বিজয়ার প্রতি) ওলো বিজয়া! আয়লো ।

রোহি। যাও দিদি যাও আমিও যাচ্ছি ।

[সুলক্ষণা ও বিজয়ার প্রস্থান ।

পুরোহিতের প্রবেশ ।

পুরো । কোথা গো মা কোথা ।

রোহি । পুরুত মশায় আসুন । (নমস্কার)

পুরু । মা ! পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র নিয়ে সুখে থাক । মা কাল
সকাল সকাল আভ্যুতিকে জোগাড়টী যেন হয়,
দশ দণ্ডের পর বার বেলা হবে । বারবেলার পূর্বে
বর নে বেরুতে হবে ।

রোহি । পুরুত মশায় তা হবে তখন ।

[সকলের প্রস্থান ।

—

বহির্ষবনিকা পতন ।

দশম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ।)

বিবাহ সভা ।

রাজা গজপতি রায়, রাজা কলধৃত রায়, মন্ত্রী গুণশেখর রায়,
পুরোহিত, ও বিলাসভূক্ত—আমীন ।

বিলা । আমরা, মরি, বিবাহ সভার কি শোভা হয়েছে ।
এখনো কৈ বর দেখতে পাইনি, বরের বাবা দেখছি,
যে আগে এসে বসে আছেন, ইচ্ছে হচ্ছে যে বরের
আসনে একবার বসে মনের ক্ষোভটা মিট্বে নি ।
(কিঞ্চিৎ নিমন্ত্ৰণ থাকিয়া-স্বগত) কার জন্যে আনুলুম্বে বে
কল্লে কে? যাই হোক এক জনের কাজে লেগে গেলাম ।

দুই জন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ ।

গজ, কল, গুণ । ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসুন, বসুন ।

ভট্টদ্বয় । (অঞ্জলি প্রসারণপূর্বক আশীর্বাদ) জয়োস্ত ।

গজ । পুরোহিত মহাশয় লগ্ন কত ক্ষণের সময় স্থির হয়েছে ।

১ম ভট্ট। পুরোহিত মশায় ত দশ দণ্ডের পর লগ্ন স্থির করে-
চেন, (পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) আপনি কোন্
লগ্নে বিবাহ দিচ্ছেন।

পুরো। মকর লগ্নই ত প্রসিদ্ধ, মকর লগ্নে বিবাহ দিচ্ছি।

১ম ভট্ট। বলেন কি পুরোহিত মশায়। “সৌম্যোস্ত্রায় ষড়্ফ-
গৈর্নচভূগৌ ষষ্ঠেকুজেচাফমে” আজ্ অমাবস্তা যখন
শুক্ল দশ দণ্ডের সময় মকরের ষষ্ঠ ভবনে রয়েছে, তখন
ঐ দশ দণ্ডের পর কি রূপে বিবাহ দেবেন।

২য় ভট্ট। ওহে! শিরোমণি ভায়া একটু বাচালতা পরিত্যাগ
করুন। জ্যোতিষ সূত্রের দ্বিতীয় কণ্ঠা কি স্মরণ নেই।

১ম ভট্ট। কেন কি? বলই না।

২য় ভট্ট। “ষড়্ফগৈর্ঘান্ত ভূগৌমাধ্বীনারী পতি-প্রিয়া।”
শুক্ল মকরের ষষ্ঠ অংশে থাকিলে আর সেই লগ্নে
বিবাহ হলে নারী মাধ্বী ও পতি-প্রিয়া হয়।

১ম ভট্ট। ওহে বিদ্যালঙ্কার সব বোজা গেছে, একেবারে
উল্টো দেখ্‌চি যে, জ্যোতিষ সূত্রের দ্বিতীয় কণ্ঠা যে
কি বলে তাকি তর্কালঙ্কারের হবিষ্যর সঙ্গে দিয়ে-
চেন নাকি?

“সপ্তাফান্ত্যবহিঃ শুভৈঃ, ষড়্ফগৈর্ঘান্ত ভূগৌ”

“ভবন্তিকুলটা নারী, সানারী পতি-প্রাণঘাতিকা”

বলিও বিদ্যালঙ্কার স্মরণ হয় কি?

২য় ভট্ট। ওহে ও শিরোমণি একি সম্ভব কথা যে মকরের
ষষ্ঠে ভূগু থাকিলে নারী কুলটা ও পতিঘাতিনী হয়।

১ম ভট্ট। বিদ্যালঙ্কারের ভুঁড়িইসার দেখ্‌চি, বলি ও বিদ্যা-

লঙ্কার সম্ভব অসম্ভব রেখে দাও, শাস্ত্রে কি বলে
তারই মীমাংসা কর।

পুরো। কেন এরত প্রমাণই রয়েছে যে কলিযুগে সম্ভব বিষ-
য়েরই প্রথা থাকবে।

“ নহি নহি অসম্ভাব্য নহিঃ কচ্চিৎকলৌযুগে ”

২য় ভট্ট। কেমন হে শিরোমণি এখন ত বুজলে, আগ্ পাচ্
না ভেবে কি শর্মা কথা কন।

১ম ভট্ট। যত দূর বিদ্যে সব টের পাওয়া গেছে, বিষ দাঁত
ভেঙ্গে গেছে আর চক্র নাড়লে কি হবে ?

বিলা। (স্বগত) আঃ জ্বালালে, এ ঠাকুর বাড়ীর বাঘের গাঁগা-
য়ানি শব্দে ত আর টেকা ভার, কাণ বালাপালা করে
তুললে, বিদ্যেত সব আমারি মতন, কি যে কবিতে
আওড়ালেন, তার না আছে মাতা না আছে মুণ্ড।

২য় ভট্ট। (১ম ভট্টের প্রতি) শিরোমণি তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা
এই সভা মধ্যে আমার অপমান টা কল্লে, আমি যদি
যথার্থ ব্রাহ্মণ হই আর ত্রিসন্ধ্যা করে জলগ্রহণ করে
থাকি তবে অষ্টাহের মধ্যে তোমার সর্বনাশ হবে।

১ম ভট্ট। বিদ্যালঙ্কার অত রাগই করেন কেন, একটু স্থিরই
হউন না।

বিলা। ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একটু থামুন না, সমস্ত
রাতই যদি বকড়া করবেন, তবে ফলারের উদ্যোগ
কখন হবে, বেটা দিয়ে ফেলুন, বে না হলে জল স্পর্শ
হওয়া ভার, নাও শীত শীত ল্যাজ গুড়য়ে নাও,
নাড়ার চোটে খুলে গেছে।

২য় ভট্ট । বেল্লিক ল্যাজ কি বল্ ।

বিল। । ভট্টাচার্য মহাশয় আপনাদের উর্দ্ধ পুচ্ছ শিখা, আর
পাকান কাচা গুলো খুলে গেছে তাই বল্চি ।

২য় ভট্ট । (চক্ষু ঘূর্ণায়মান)

১ম ভট্ট । বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, গুর কথা রেখে দিন এখন
বিবাহের উদ্যোগ দেখুন, (মহারাজ গজপতি ও কল-
ধূতের প্রতি) মহারাজ ! ১৪ দণ্ডের পর লগ্ন স্থির হলো ।

গজ ও কল । যথা আজ্ঞে ।

২য় ভট্ট । (স্বগত) ব্যাটা আমাদের মত উন্টে দিলে হে, এত
বড় অপমান, তা রাজবাটির বে, রাগ করে যেতে
পারি না, পাওনাটা ফক্ষালে দণ্ড লোকুমান, তা যাই
হউক যাওয়া হবে না । পেটেখেলে পিটে ময় ।

১ম ভট্ট । মহারাজ ! বাজ্‌লো কত ।

রাজা । রাত্রি ১১ টা প্রায় হলো ।

১ম ভট্ট । (পুরোহিতের প্রতি) পুরোহিত মশায় সময় আগত-
প্রায় বর আনয়নের উদ্যোগ করুন ।

অরিষ্টকের প্রবেশ ।

পুরো । অরিষ্টক !

অরি । আজ্ঞে ।

পুরো । বিলাসভবন হতে শীঘ্র বর আনয়ন কর ?

অরি । যে আজ্ঞে !

[অরিষ্টকের প্রস্থান ।

নেপথ্যে বাজ্ঞ মহা সমারোহ ।

দুই জন দ্বারবান ও অরিফকের সহিত বরের প্রবেশ ।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ।

কেশ । (ভুমিষ্ঠ হইয়া সভাস্থ সকলকে নমস্কার ও বরাসনে উপবেশন)
 পুরো । (দণ্ডায়মান হইয়া সভার প্রতি) সকলে অনুমতি দিন,
 অপর বাটীতে সম্প্রদানযোগ্য স্থান হয়েছে, সেই
 স্থানে লয়ে যাওয়া যাক । (মন্ত্রী প্রতি) বরকর্ত্তা মহাশয়
 আপনি অনুমতি দিন, লগ্ন বহির্ভূত হয়ে যায় ।

সকলে । আচ্ছা লয়ে যান ।

[পুরোহিতের সহিত বরের প্রস্থান ।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ।

[ও পরে সভাস্থ সকলের প্রস্থান ।

দশম অঙ্ক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(রাজাস্তম্ভপুর ।)

রাজা ও রাণী আসীন ও কুমুমকলিকা শয়ান ।

রাজা । মহিষি ! এ অসময়ে অন্তঃপুর প্রদেশে আবার কি
প্রয়োজন ।

রাণী । নাথ ! আর (দীর্ঘনিশ্বাস) কি প্রয়োজন সম্মুখে দেখুন,
আর কি সর্বনাশ হয়েছে । (ক্রন্দন)

রাজা । প্রিয়ে আজ তোমার ক্রন্দনে আমার যে অন্তর বীদীর্ণ
হচ্ছে । কি হয়েছে, মা আমার শয়ান রয়েছেন কেন,
মা কুমুমকলির আমার কি হয়েছে ।

রাণী । আর হবে কি, হতভাগিনীর কপালে বিধাতা মুখ
লেখেন নাই । একটা মেয়ে নে বেঁচে ছিলুম তাও
বিধাতা সহিতে পার্লেন না ।

রাজা । কেন আমার কুমুমকলির আবার কি হলো, এইযে
কাল মা আমার রত্নবেদীকে সাজুইয়ে দিলেন,
রত্নবেদীর বে হলো বলে কতই আনন্দ প্রকাশ কল্লেন

এর মধ্যেই আবার কি হলো। (কুসুমকলির নিকট গমন)
 মা আমার অমন কচ্চো কেন, মা! কি হয়েছে বলই না,
 মা! আমি যে তোমার দুঃখীপিতা, মা! আজ তোমার
 অবস্থা দেখে, চতুর্দিক শূন্যময় জ্ঞান হচ্ছে, সংসার
 অসার বোধ হচ্ছে। মা প্রাণ যে আর রক্ষা কতে পারি
 না, মা মহীশূর রাজ তনয়ের সহিত তোমার বিবাহ
 দেবো মনে করে বড়ই আনন্দে ছিলাম, হা বিধাতঃ এ
 হতভাগ্যের অদৃষ্টে কি সুখ লেখো নাই। মা! একবার
 কথা কও, মা একবার পিতা বলে সম্বোধন কর, আর
 আমায় বাবা বলে এমন যে কেউ নেই (ক্রন্দন)

রাণী। আর যে বুক বাঁধতে পারিনা, প্রাণ যে কেটে যায়
 মাগো, ওমা মা কুসুম মা আমার, আমায় ছেড়ে কি
 করে যাচ্চিস্ মা আমায় সঙ্গে করে নে মা।
 (কুসুম নিকট) মা! মা!

কুসুম। (আন্তে আন্তে) মা! মা!

রাণী। কেন মা! মা আমার! কি বল্চো মা।

কুসুম। মা! বাবা! বাবা আমার।

রাণী। (রাজার প্রতি) মহারাজ! কান্না পরিত্যাগ কর মা
 তোমায় ডাকচেন।

রাজা। (সোৎ কণ্ঠে মুখের নিকট মাতা বাড়াইয়া) কি বল্লে মা
 কুসুমকলি আমার কৈ কোথায় (কুসুম কলির নিকট) মা
 কেন মা।

কুসুম। বাবা বাবা আমার শেষ দশা উপস্থিত, এ হতভাগিনীর
 জীবন লোভে সম্মুখে বিকট বদনে কাল দণ্ডায়মান

বাবা এ কুল কলঙ্কিনীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, বাবা আমার জন্যে আর শোক করেন কেন? এ পাণ্ডীয়সীর প্রাণ আর কিসের জন্যে, এ কাল ভুজঙ্গিনীর জীবন আর কেন? পিতঃ এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পিতা ও মাতার ক্লেশের কারণ হলাম, আমায় যে কি দুস্তর নরক যাতনা ভোগ করতে হবে তা জানি না পিতঃ আমার সমূহ দোষের ক্ষমা করুন আমার প্রতি সদয় হউন।

রাজা। মা কুমুমকলি! কোথায় আজ বই কাল তোমার বিবাহ দোবো, না আমায় তোমার এই যাতনা দেখতে হলো, মা সত্য করে বল কি হয়েছে।

কুমু। আর বলবো কি, আর এখন কিসেরই বা লজ্জা বাবা, আমার বিবাহ হয়েছে আমি মনে মনে যুবা কেশরীকিশোরকে পূর্বে বরণ করেছিলাম, এখন তাঁহার সমক্ষে এ জীবন শেষ হলেই চরিতার্থ জ্ঞান করি। বাবা যুবা কেশরীকিশোরকে একবার বরণ করে আবার অন্য বরণে বরণ করতে হবে জান্তে পেরে আমি আত্মঘাতিনী হয়ে উৎকট নরকভাগিনী হলাম। বাবা আমি বিষ খেয়েছি।

রাজা। মা আমার তবে সত্য সত্য কি আমাদের ত্যাগ করে চলে, মা আর কাকে নে সংসারধর্ম নির্বাহ করবো, মাগো, তোমার মনোবাসনা আমায় স্পষ্ট করে না বলে, মা বিষ খেলে কেন মা, আর তোমার দোষ দৈবো কি আমারই অদৃষ্টের দোষ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও

ক্রন্দনের সহিত দ্রুতবেগে) আর চিকিৎসার সময় নাই
হা বিধাতঃ (এই বলে প্রস্থান)

রাণী । মহারাজ গেলেন কোথা ।

[দ্রুতপদে রাণীর প্রস্থান ।

রেবতী রত্নবেদিকা ও কেশরীকিশোরের প্রবেশ ।

রেব । ভাই কুসুমকলিকে ! সকল পরামর্শই আমার সঙ্গে হয়,
এ সর্বনাশ না বলে কয়ে কল্পে বন, কি কল্পে বল
দেখি । রাজা ও রাণী পাগলের মত হয়ে ওষধে পড়ে
রয়েছেন, এ কাজ কি বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতীর ন্যায়
হলো ।

কুসুম । ভাই রেবতী আর কিছু বলিস্নে, একবার রত্নবেদিকে
আর কেশরীকিশোরকে ডেকে দে ভাই ।

রেব । এই যে তাঁরা দুইজনেই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে
রয়েছেন ।

কুসুম । (কেশরীকিশোরের প্রতি) নাথ ! আর অধিক কথা কবার
সামর্থ্য নাই । জীবীতনাথ এই গতজীবন অবস্থায়
আপনার ঐ চরণমুগল বক্ষে প্রদান করে আমার এই
বিষাক্ত কলেবর সুশীতল করুন, নাথ ! এসময়
আর আমার লজ্জার আবশ্যক নাই । (চরণধারণে হস্ত
প্রসারণ) নাথ ! ও চরণ শীঘ্র শীঘ্র আমার বক্ষে ও মস্তকে
প্রদান কর আমার জীবন শেষ প্রায় । নাথ ! একবার
সুমিষ্ট যথাযোগ্য সম্বোধন করে এই শেষ অবস্থায়

সুখী কর। ভাই কি কারণে তোমার প্রাণয়ে অকস্মাৎ বদ্ধ হয়ে ছিলেম তা জানিনা স্ত্রীজাতির সহসা কাহাকে ভালবাসা উচিত নয় তারই এই ফলভোগ।

কেশ। (কাতর স্বরে) ধর্ম্মশীলে, পতিব্রতে তুমি যথার্থই পতিব্রতার উদাহরণ স্থল। তোমা সম সতী আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হয় না। সতীর স্বর্গে বাস, স্বর্গই তোমার আবাসভূমি হবে সন্দেহ নাই, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তোমা সম পতিব্রতা রমনীর অকাল মরণের কারণ হলেম। হায় আমি কি মহাপাতকী, আহা তুমি আমাকে কারামুক্ত করে কত যন্ত্রণা হতে উদ্ধার করেছ আজ আমার জন্যে তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে! হা বিধাতঃ (ক্রন্দন)—সরলে পূর্বে একথাটি প্রকাশ কল্লে ভাল হতো আর উপায় নাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজনন্দিনি! সংসারভাবনা দূর কর, অতি অশ্লীল শ্রমের মধ্যেই তোমার জীবন সেই পবিত্র নিত্যধামে নীত হবে অতএব এই সময়ে সেই স্থানের কর্তা দেব দেবের চিন্তায় নিবিষ্টমনা হও, আর এ নরাধমের নাম করোনা তুমি অতি সরলা ও ধর্ম্মশীলা তোমার আর ভয় কি?

কুসুম। নাথ! আর কিসের ভয় আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অভয় হলেম আর যমের ভয় করি না, সখী রত্নবেদিকা এখন তোমার আশ্রয়ে সুখে থাকলেই আমার সুখ।

রত্ন। (কিঞ্চিৎ উচ্চঃস্বরে) দিদি! আজ যে বুক ফেটে যাচ্ছে বোন আজ তোমার অমন অবস্থা দেকে, যে প্রাণের

রত্নবেদিকা নাটক ।

ভেতর কেমন কক্ষে ভাই । দিদি আমি কেন বলুম না,
দিদি একেবারে বিষ খেলে কেন বোন্, বিষ না খেলেত
হুজনে এক সঙ্গে থাকতেম্, (কুসুমকলিকার শয্যাকণ্টক)
দিদি অমন ছট ফট কচ্চিস্ কেন গা ; দিদি অমন
করিস্ কেন ।

কুসুম । আর অমন করিস্ কেন, একবার শীঘ্র মাকে আর
বাবাকে ডেকে আন্, আমার শেষ উপস্থিত ।

রত্ন । দিদি বলিস্ কি, আর যে আমি যেতে পারি না, দিদি
দিদি কুসুমকলিকে । (ক্রন্দন)

ইচাৎ রাণী ও রাজার প্রবেশ ।

কুসুম । (ক্ৰীণস্বরে) বাবা ! বাবা ! মা মা মাগো, বিদায় দিন্ বাবা
আপনার পা আমার মস্তকে প্রদান মা আপনার শ্রীচরণ
আমার মস্তকে প্রদান করুন অজ্ঞানে কতই অপরাধ
করেচি আজ সে সকলের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন ।
অজ্ঞাতসারে এই বিষম কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলাম
তাহার যথেষ্ট প্রতিকল পেলাম এখন আপনারা মুক্ত
করলেই মুক্ত হই (স্বর বদ্ধ) বা—ব—ম—(চক্ষু উত্তোলন
ও মুহঃ মুহঃ দ্রুত নিশ্বাস ও শ্বাস এবং মৃত্যু) ।

রত্ন । একি ! দিদিইই (মূর্ছা)।

রাণী । কুসুম আমার—(মূর্ছা)।

রাজা । ওগো সব গেল গো (দ্রুতবেগে পলায়ন)

কেশ । রাণীর মুখে জল প্রদান ও রাণীর মূর্ছা ভঙ্গ ।

রাণী । বাবা আমার কুমুম কোথা বাবা, মা আমার ।

রেব । (রত্নবেদিকার মুখে জল প্রদান ও মূচ্ছাভঙ্গ)

কেশ । ওগো রেবতী মহারাণীকে অন্য ঘরে লয়ে যাও আর
এখানে রাখা কর্তব্য নয় ।

[রেবতীর সহিত রাণীর অন্য গৃহে প্রস্থান ।

কেশ । (রত্নবেদিকার প্রতি) প্রিয়ে আর শোক করলে কি হবে
বল, শোক সম্বরণ কর, আর প্রিয়ে তুমি শীঘ্র মহারাণীর
কাছে গে তাঁকে সান্ত্বনা কর আমি কুমুমকলিকার
শেষ কার্যের উপায় দেখি ।

রত্ন । আর সান্ত্বনা নাথ !

[বলিয়াই রত্নবেদিকার প্রস্থান ।

বহির্ঘবনিকা পতন ।

একাদশ অঙ্ক ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল ।

রাজসভা ।

রাজা গজপতিরায়, রাজা কলধূতরায়, রাজমন্ত্রী গুণশেখররায়,
যুবা কেশরীকিশোর, বিলামভূক, গুর্জর রাজ,
সেনানীবীররেণু, কর্ণাটরাজ সেনানী
কীর্ত্তিশেষ, রাজপুরোহিত,
ও রাজ প্রজাগণ
উপস্থিত ।

রাজা গজ । হে সভাস্থ জনগণ ! হে প্রজা গণ ! আমি মোহ
বশতঃ এতাবতকাল সত্য পথ বহির্ভূত হইয়া অলীক
বিষয় চিন্তায় অভিভূত ছিলাম, আমি রাজ অহঙ্কারে
উন্মত্ত হয়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলাম, জগতের সার জগ-
তের আধার জগত্পিতায় বিন্মৃত হয়ে সংসার মায়ায়
মুগ্ধ ছিলাম, নানা প্রকার পাপ পঙ্কে পতিত হয়ে
অষ্ঠা, আশ্রয়দাতা, পরমপিতাকে এক বারও মনে
করি নাই । আমার পাপের শেষ নাই, আমার মুক্তির
আর কোন উপায় নাই । জীবনের সার ভাগ আমি
তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবায় ক্ষয় করেছি । আমার মৃত্যুর আর
বিলম্ব নাই, আমি অবশিষ্ট জীবন সেই দেবদেবের
চিন্তায় অতিবাহিত করবো মনে করেছি, আমি সংসা-

রের সুখ সমস্ত ভোগ করেছি। দুঃখেরও একশেষ হয়েছে আমি এতকাল অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, এখন জাগরিত হয়েছি, সংসারে আর কোন সুখই দেখতে পাই না। সংসার আমার পক্ষে অতি ভয়ানক অন্ধকারময় অরণ্য বোধ হচ্ছে। এতদিনে বুঝলাম এই সংসারে ধর্মই সকল সুখের আকর। দারা পুত্র কিছুতেই সুখ নাই। সুখ কেবল একমাত্র জগৎপিতার সাক্ষাৎকার লাভেই আছে। সভ্যগণ! আজ অবধি আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করে বন গমন পূর্বক অবশিষ্ট জীবন পরমপিতার ধ্যানে অতিবাহিত করবো স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

গুণ। মহারাজ সেকি! এ বৈরাগ্য কেন, আপনি রাজত্ব করুন আপনার রাজত্বে প্রজাগণ পরম সুখে আছে, আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করলে আমরা আর কি সুখে রাজ্যে বাস করবো, মহারাজ বনে ঈশ্বর সেবা কিরূপে হবে। বনে বিষম কষ্ট আপনার সে কষ্ট সহ্য করা কঠিন হবে আর ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় কোন ক্রমেই নয়, যে মানবগণ বন গমন পূর্বক তাঁহার ধ্যানে রত থাকবে। সংসারে থেকে তাঁর সেবা অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা ও কর্তব্য সাধন করবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, অতএব মহারাজ বন গমন আশা পরিত্যাগ করুন। ধর্ম অরণ্যে নেই, ধর্ম পর্বতে নেই, ধর্ম সমুদ্রে গর্ভে নেই, ধর্ম কেবল মনে, যে স্থানে থাকা যায় সেই স্থানেই মনঃ সংযম করলেই ধর্ম লাভ

করতে পারা যায় ধর্ম মানবগণের সাধারণ ধন, সমস্ত কার্যে তাঁকে স্মরণ করে কর্তব্যানুষ্ঠান করাই ধর্ম ।

গজ । বন্ধুবর ! যাহা বলিলে সকলি সত্য, । কিন্তু বহুকালাবধি সংসার সন্তোষ করে আর সংসারে থাকতে বাসনা নাই সংসারে থেকে আমার মনের আর স্থৈর্য্য হবার কোন উপায় নাই । বনে আমি পরম সুখে থাকুব । সংসার আমার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করেছে আমার এ সংসারে আর প্রয়োজন নাই । এ রাজ্যে আমার কোন অধিকার নাই বন্ধুবর এ রাজ্য তোমারই, আমার পিতা এ রাজ্য তোমার পিতার নিকট হতে অপহরণ করেছিলেন অতএব এরাজ্য পুনরায় আমি তোমার পুত্রকে অর্পণ কর্তেছি, হে প্রজাগণ ! হে কোকনরাজ ! হে সভ্যগণ ! এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রায় গুণশেখর তাঁহার তনয় রায় কেশরিকিশোর ; এজন্য আমি তাঁদেরি হস্তে রাজ্য অর্পণ কর্তেছি তোমরা তাতে সম্মতি দাও ; আমি কল্য প্রভু্যে বনগমন করবো স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছি । ইচ্ছা করি যে কোন প্রকারে অসম্মত না হও । ও আপত্তি না কর ।

প্রজা । মহারাজ ! আপনার রাজত্বে আমরা পরম সুখে বাস কর্তেছিলাম তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্তেছি । আর বর্তমান বিষয়ে আমরা আর কি বলব, মহারাজের মতের বিপরীত কথা কিরূপে বলবো ।

রাজা ! প্রজাগণ ! ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি যেন রায়
কেশরী কিশোরের রাজ্যে তোমরা পরম সুখে থাক ।

সভাভঙ্গ ।

যবনিকাপাত ।

সম্পূর্ণ ।

